'কিতাবুয যুহুদ' গ্রন্থের অনুবাদ

সালাফদের চোখে দুনিয়া

ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রহিমাহুল্লাহ

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ
অনূদিত

https://t.me/islaMic_fdf

'কিতাবুয যুহুদ' গ্রন্থের অনুবাদ

সালাফদের চোখে দুনিয়া

ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া ﵀

বই	**সালাফদের চোখে দুনিয়া**
লেখক	ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া ﵀
ভাষান্তর	সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ
সম্পাদনা	উস্তাদ আকরাম হোসাইন
বানান সমন্বয়	মুহাম্মদ পাবলিকেশন সম্পাদনা পর্ষদ
প্রকাশক	মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
প্রচ্ছদ	আবুল ফাতাহ মুন্না
অঙ্গসজ্জা	*মুহাম্মদ পাবলিকেশন* গ্রাফিক্স টিম

'কিতাবুয যুহুদ' গ্রন্থের অনুবাদ

সালাফদের চোখে দুনিয়া

ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া ﵀

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

সালাফদের চোখে দুনিয়া

প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০২০

দ্বিতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০২১

প্রকাশনায়

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

ইসলামী টাওয়ার, ২য় তলা, দোকান নং # ১২২,
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৩১৫-০৩৬৪০৩, ০১৬২৩-৩৩ ৪৩ ৪২

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

অনলাইনে অর্ডার করুন

ওয়েলরিচ বিডি.কম-এ

www.wellreachbd.com

গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স, শপ নং # ১২২,
৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮১১-৫৭০ ৫৪০, ০১৬৩১-৩৪ ৫১ ৯১

অথবা **rokomari.com** & **wafilife.com**-এ

বইমেলা পরিবেশক

বাংলার প্রকাশন

মূল্য : BD ৳ ৩৭৫, US $ 10, UK £ 6

SALAFDER COKHE DUNIA

Writer : Imam Ibn Abid Dunya
Translated : Saifullah Al Mahmud
Editor : Akram Hossain

Published by

Muhammad Publication

Islami Tower, 2nd Floor, Shop # 42
11/1 Islami Tower, Banglabazar, Dhaka-1100
+88 01315-036403, 01623-334342
https://www.facebook.com/muhammadpublicationBD/
muhammadpublicationBD@gmail.com
www.muhammadpublication.com

ISBN : 978-984-34-6603-7

স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা, ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

https://t.me/islaMic_fdf

অর্পণ

প্রিয়, তুমি এবং তোমাদেরকে। এপারে দেখা না হলেও দেখা হবে ওপারে। জান্নাতের সবুজ গাছের নিচে। সেদিন জান্নাতের বকুল ফুল দিয়ে অনেকগুলো মালা গাঁথব। বসন্তের কোনো এক বিকেলে তোমাদের গলায় একটি করে বকুলের মালা পরিয়ে দেবো। কোনো এক চাঁদনি রাতে। নীল আসমানের নিচে বসে। গল্প হবে অনেক। সেদিন চারদিকে থাকবে নিলুয়া বাতাস। সেদিন না হয় এই জনমের সব কষ্ট ভুলে যাব।

—অনুবাদক

প্রকাশকের কথা

হজরত ইসা আলাইহিস সালাম বলেছেন—

‘তোমরা দুনিয়ার চাকচিক্য থেকে দূরে থাকো। কেননা দুনিয়া আল্লাহর নিকটে নাপাক বস্তুর মতো।’

একবার বাশির ইবনু কা’ব রহিমাহুল্লাহু তার বন্ধুদের বলেন—

‘এসো, আজ আমি তোমাদেরকে দুনিয়ার স্বরূপ দেখাব। এ কথা বলে তিনি তাদেরকে একটি নর্দমার কাছে নিয়ে যান। অতঃপর বলেন, দুনিয়া হলো নর্দমায় পড়ে থাকা মৃত প্রাণী, পচা ফলমূল এবং খাবারের উচ্ছিষ্টের মতো।’

আবদুল ওয়াহিদ রহিমাহুল্লাহু বলেন—
‘দুনিয়া কী? দুনিয়া তো বেশি কিছু না। প্রচণ্ড তৃষ্ণার সময় মানুষ মাত্র এক ঢোক পানির বিনিময়ে পুরো দুনিয়া বিক্রি করে দিতে চাইবে।’

আবু মুআবিয়া রহিমাহুল্লাহু বলেন—

‘যে ব্যক্তি দুনিয়াকে তার সর্বোচ্চ লক্ষ্য বানাবে, আখিরাতে দুশ্চিন্তা তাকে ঘিরে ধরবে।’

এমনই ছিল আমাদের সালাফদের চোখে দুনিয়া। তারা এভাবেই দুনিয়াকে দেখেছেন। কিন্তু বিপরীতে আমরা কীভাবে দুনিয়াকে দেখছি?

দুনিয়া কী? দুনিয়ার সাথে আমাদের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত? এখানে মানুষ কেন আসে? আবার কেনই-বা ক'দিন পরে চলে যায়? আমাদের রব, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম এবং সালাফগণ দুনিয়াকে কোন চোখে দেখতেন এই বিষয়টি নিয়েই তৃতীয় হিজরি শতকের মহান একজন প্রসিদ্ধ সালাফ ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রহিমাহুল্লাহু রচনা করেছেন *কিতাবুয যুহুদ* নামক একটি পুস্তিকা। তারই অনূদিত রূপ—*সালাফদের চোখে দুনিয়া*।

বইটি অনুবাদ করেছেন নবীন আলিম সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ। তার সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলতে চাই না। কারণ, তার অনুবাদই তার পরিচয়। পাঠক হিসেবে আমার কাছে তার অনুবাদ অসাধারণ মনে হয়েছে। মুহাম্মদ পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত এটি তার প্রথম গ্রন্থ হলেও ইতিপূর্বে তার অনূদিত আরও কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিটি গ্রন্থই বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছে। আশা করি এটিও পাঠকহৃদয়কে নাড়া দিয়ে যাবে।

বইটি সম্পাদনা করেছেন এ সময়ের পরিচিত মুখ উস্তাদ আকরাম হোসাইন। তার প্রতি মুহাম্মদ পাবলিকেশন সত্যিই ঋণী। বইয়ের প্রতিটি পাতায় পাতায় তিনি তার কাজের স্বাক্ষর রেখেছেন। আল্লাহ তার শ্রম কবুল করুন এবং তার ছায়াকে আমাদের জন্য আরও দীর্ঘ করুন।

প্রিয় পাঠক, জীবন বদলে দেওয়া এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বই প্রকাশ করতে আমরা যেমন কার্পণ্য করিনি। ঠিক তেমনই বইটি সাবলীল ও নির্ভুল করতেও কোনোরূপ চেষ্টায় ত্রুটি করিনি। তারপরও কোনো অসংগতি বা কোনো ভুল দৃষ্টিগোচর হলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ও সংশোধনের মনোভাব নিয়ে অবহিত করবেন বলে আশা রাখি।

পরিশেষে আল্লাহ তাআলা বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমিন।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
২৪ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রি.

অনুবাদকের কথা

এই দুনিয়া মরিচীকার। দু-দিনের। দুনিয়া এক রঙিন স্বপ্নের নাম। ক্ষণস্থায়ী জীবনের নাম। দু-দিনের দুনিয়া নিয়ে মানুষ আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন দেখে। জীবনের স্বপ্ন পূরণে ছুটে চলে প্রান্তর থেকে প্রান্তর। তবুও স্বপ্ন পূরণ হয় না। ক্রমেই দুনিয়া নিয়ে হতাশা বাড়তে থাকে। কারণ দুনিয়া কখনো মানুষের সব স্বপ্ন পূরণ করে না। একদিন জীবনের সুতোয় টান পড়ে, জীবন বাতি নিভে যাওয়ার উপক্রম হয়, ওপারে পাড়ি জমানোর সময় চলে আসে। মৃত্যুর বিছানাতে এই ধূসর দুনিয়া নিয়ে আফসোস হয়, কিন্তু! সেদিনের শত আফসোস কোনো কাজে আসে না।

এই ধূসর দুনিয়া হলো মুসাফিরের মতো। মুসাফির সফরে বের হয়। হাঁটে অনেকটা দূর। মরুভূমিতে হাঁটতে-হাঁটতে ক্লান্ত হয়। চলাকালে কোনো গাছের ছায়া পেলে আশ্রয় নেয়। ব্যাগ-পত্র মাথার নিচে নিয়ে একটুখানি জিরিয়ে নেয়। জিরানোর শেষ হলে মনকে বলে—এখানে বসে থাকলে চলবে না। তোমাকে যেতে হবে অনেকটা দূর। ব্যস, ব্যাগ-পত্র গুছিয়ে সামনে চলা শুরু করে। দুনিয়াটাও মুসাফিরের গাছের ছায়ার মতো। এই তো ক'দিন আমরা এখানে থাকব। এরপরে আমাদের যেতে হবে এক মহা সফরে। অনন্তকালের সফরে। আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেনে, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

يَا ابْنَ عُمَرَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ ، وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ.

‘হে ইবনু উমর, তুমি দুনিয়াতে এমনভাবে বসবাস করবে, যেন তুমি মুসাফির। তুমি নিজেকে কবরবাসীদের কাতারে মনে করবে।’[১]

পড়ন্ত বিকেলে সূর্যটা যেমন পশ্চিমে হেলে পড়ে, ঠিক তেমনি জীবনের সূর্যটাও হেলে পড়বে। একদিন ডুব দেবে শেষ ডুব। মজবুত বন্ধনটাও সেদিন পর হয়ে যাবে। থেমে যাবে জীবনের সমস্ত কোলাহল। মায়াবী এই দুনিয়া ছেড়ে পাড়ি জমাতে হবে পরজনমে। পরজনমে রব কাউকে জান্নাত দেবেন, আবার কাউকে জাহান্নামে দেবেন। এই জনমে যারা দুনিয়াবিমুখী ছিল, পরকালে তারা অনেক সুখে থাকবে।

কিন্তু ধূসর দুনিয়ার মোহে হাতছানিতে আমরা ভুলে যাই রবকে। আখিরাতকে। ভুলে যাই পরজনমে পাড়ি দেওয়ার কথা। দুনিয়া হলো পরজনমের পাথেয় অর্জনের একমাত্র স্থান। এখান থেকেই পরকালের পাথেয় জোগাতে হবে। দুনিয়ার যশ-খ্যাতি, সাফল্য-ব্যর্থতার হিসাব কষতেই কেটে যায় আমাদের দিন-রাত্রিগুলো। দিকভোলা হয়ে এই দুনিয়াতে আমরা হেঁটে চলছি। দুনিয়ার রূপ-রস, গন্ধে আমরা ভুলে যাই পরজনমের পাথেয় সংগ্রহ করার কথা। আসলে এই দুনিয়া কোনো কালেই মুমিনের জন্য সুখের ছিল না। দুনিয়া হলো মুমিনের কারাগার। কারাগারের কয়েদিরা কি সুখে থাকে? মুমিনের সুখ তো ওপারে। জান্নাতে।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ

‘দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার আর কাফিরদের জন্য জান্নাতস্বরপ।’[২]

দুনিয়া কী? দুনিয়ার সাথে আমাদের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত? এখানে মানুষ কেন আসে? আবার কেনই-বা ক’দিন পরে চলে যায়? আমাদের রব, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম এবং সালাফগণ দুনিয়াকে কোন চোখে দেখতেন। তারা দুনিয়ার মোহ থেকে বেঁচে থেকে কীভাবে যুহুদ অবলম্বন করতেন এই বিষয়টি নিয়েই তৃতীয় হিজরি শতকের মহান একজন প্রসিদ্ধ সালাফ ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রহিমাহুল্লাহু রচনা করেছেন ***‘কিতাবুয যুহুদ’*** নামক একটি পুস্তিকা। তারই

---

[১] ইবনু মাজাহ, হাদিস নং—৪১১৪। সনদ সহিহ।

[২] সহিহ মুসলিম: ২৯৫৬।

অনূদিত রূপ হলো—*সালাফদের চোখে দুনিয়া।* প্রিয় পাঠক, সালাফদের রেখে যাওয়া মুক্তোতুল্য সেই সম্পদ এখন আপনার হাতে।

অনূদিত গ্রন্থে যেসব নীতিমালা অবলম্বন করা হয়েছে। সেগুলো পাঠক-সমীপে পেশ করছি:

১. মূল কিতাবে লেখক তাঁর প্রতিটি বর্ণনার শুরুতে শিরোনাম ব্যবহার করেননি। কিন্তু পাঠকের উপকারের প্রতি লক্ষ্য করে উপযোগী শিরোনাম উল্লেখ করে দিয়েছি, যাতে কোন বর্ণনাতে কী বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, তা সহজে পাঠকের বোধগম্য হয়। আবার অনেকগুলো বর্ণনাকে কেন্দ্র করে মূল একটি শিরোনাম দিয়েছি, এই শিরোনামের সবগুলো বর্ণনা একই আলোচনার ওপর নাও হতে পারে। এটা দেওয়ার কারণ হলো—যাতে বইটি পাঠসুখ্য হয়।

২. অনূদিত বইটির উপস্থাপনা সরল করতে পূর্ণ সনদকে পরিহার করে কেবল শেষোক্ত জনের নামটিই রেখেছি। যাতে দীর্ঘ সনদ পাঠে—পাঠক ক্লান্ত হয়ে না পড়ে।

৩. বইটিতে উল্লিখিত আরবি কবিতাগুলোকে কাব্যাকারে অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। কাব্য মিলাতে গিয়ে অনেক জায়গায় ভাবানুবাদ এবং দু-চার শব্দ সংযোজন করে দিয়েছি। ফলে কোথাও মূল আরবি কবিতার সাথে নাও মিলতে পারে। আবার কিছু কবিতাকে কাব্যহীনভাবে অনুবাদ করেছি, যাতে বইটি একেবারে কবিতার কোনো বই না হয়ে যায়।

৪. বইটি অনুবাদ করার ক্ষেত্রে আমি দুটি নুসখা থেকে সহায়তা নিয়েছি। ১. *আয যুহুদ* যেটি মাকতাবায়ে শামেলাতে পাওয়া যায়। এটা দামেশকের দারু ইবনে কাসির থেকে প্রকাশিত। ২. শাইখ ইয়াসিন মুহাম্মাদ সাওয়াছ-এর তাখরিজ ও তালিলকৃত যেটা দামেশকের মাকতাবাতুন নূর থেকে প্রকাশিত নুসখা। এ নুসখা থেকেই অনেক উপকার লাভ করেছি। অনুবাদ করার সময় কোথাও কোথাও পাঠকের উপকারের প্রতি খেয়াল করে আক্ষরিক অনুবাদ না করে বাধ্য হয়ে ভাবানুবাদের আশ্রয় নিয়েছি। তবে তা একেবারেই ভাবানুবাদ না।

৫. লেখক একই বর্ণনা একাধিকবার বিভিন্ন স্থানে এনেছেন, আমি সেগুলোকে একবারই অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। যাতে করে একই বর্ণনা একাধিকবার আসার কারণে পাঠককে বিরক্তি স্পর্শ করতে না পারে। আবার কোথাও কিছু কবিতার অর্থ খুবই দুর্বোধ্য হওয়ায় সেগুলো অনুবাদ করা হয়নি। তবে তা বেশি না।

৬. টীকাতে হাদিস এবং বর্ণনাগুলোর উৎস বলে দিয়েছি। আয়াত ও হাদিস ও কাব্যিক কবিতাগুলোর ক্ষেত্রে মূল আরবি পাঠ উল্লেখ করে দিয়েছি।

৭. বইটি অনুবাদ করার ক্ষেত্রে আমি সাবলীল রাখতে অনেক চেষ্টা করেছি। তা ছাড়া ভুল-ভ্রান্তি মানুষের ওয়ারিসসূত্রে পাওয়া সম্পদ। তাই যদি কোথাও কোনো ভুল বা অসংগতি পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়, অনুগ্রহপূর্বক অবহিত করলে আমরা পরবর্তী সংস্করণে অবশ্যই পরিবর্তন করব ইনশা আল্লাহ।

প্রিয় পাঠক, অনেক কথা হয়ে গেল, আর নয়। এবার তাহলে—আমরা ধীরে ধীরে প্রবেশ করি সালাফদের রেখে যাওয়া এক অমূল্য সম্পদ *সালাফদের চোখে দুনিয়া*-এর ফুল বাগানে।

—সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ
মীরহাজারীবাগ, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা
১৫-১১-২০১৯ খ্রি.

https://t.me/islaMic_fdf

সম্পাদকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كيفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ.

'দুনিয়া বড়ই মনোহরী ও আবেদনাময়ী। আল্লাহ তোমাদেরকে এই দুনিয়ার প্রতিনিধি করবেন। অতঃপর দেখবেন, তোমরা দুনিয়ার সঙ্গে কেমন আচরণ করো! (মহান আল্লাহর কতটুকু ইবাদাত করো!) সুতরাং তোমরা দুনিয়াকে ভয় করো। নারীদের ব্যাপারে সাবধান থাকো। কারণ, বনি ইসরাইলের প্রথম ফিতনা ছিল নারী কেন্দ্রিক।[৩]

উল্লিখিত হাদিসে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়ার সংক্ষিপ্ত দুটি গুণ বর্ণনা করে আমাদেরকে বলছেন, মহান আল্লাহ তোমাদেরকে দুনিয়ায় তার প্রতিনিধি করেছেন তোমাদের কর্মধারা ও গতিবিধি পরখ করার জন্য; দুনিয়ার সঙ্গে তোমাদের আচরণ ও সম্পর্ক

[৩] সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৭৪২

মূল্যায়ন করার জন্য। কাজেই দুনিয়া পেলে স্বেচ্ছাচারিতায় মেতে ওঠা যাবে না। আবার হাতছাড়া হয়ে গেলে হতাশায় মুষড়ে পড়া যাবে না; বরং ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে দুনিয়ার জীবন অতিবাহিত করতে হবে।

এরপর তিনি দুনিয়ার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের মাত্রা ও পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়ে বলছেন, তোমরা দুনিয়াকে ভয় করবে। নারীদের ব্যাপারে সাবধান থাকবে। দুনিয়ার আলোচনার অব্যবহিত পরেই নারীদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি অতি সূক্ষ্ম; তবে তীব্রভাবে এদিকে ইঙ্গিত করছেন যে, নারী যেমন রূপ-সৌন্দর্য দিয়ে পুরুষকে তার প্রতি আকর্ষণ করে; তেমনি দুনিয়াও তার ধন-সম্পদ দিয়ে মানুষকে তার প্রতি প্ররোচিত করে। কাজেই নারী কেন্দ্রিক গোনাহ থেকে বাঁচার জন্য যতটা সতর্ক ও সাবধান থাকতে হয়; দুনিয়ার মায়া-মোহ থেকে মুক্ত থাকার জন্যও ঠিক ততটা সতর্ক ও সাবধান থাকতে হবে। অন্যথায় ফিতনা ও বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী।

এখন প্রশ্ন হলো, কীভাবে আমরা দুনিয়ার সঙ্গে পরিমিত সম্পর্ক গড়ে তুলব? কীভাবে তার প্রবঞ্চনা এড়িয়ে নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাপন করব? প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও এর উত্তর খুবই সহজ। কারণ, আমরা জানি, কারও সঙ্গে পরিমিত সম্পর্কে গড়ে তুলতে হলে কিংবা কারও সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হলে, তার প্রকৃতি সম্পর্কে ভালো করে জানতে হয়; একেবারে গোড়া থেকে তার পরিচয় উদ্ধার করতে হয়; সেই সাথে তার আচরণ, অভ্যাস, সামর্থ্য ও তার সাথে সম্পর্কিতদের শেষ পরিণতি সম্পর্কে সম্যক অবগতি লাভ করতে হয়। এই কাজগুলো করা গেলে যে-কারও সঙ্গে পরিমিত সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং তার ক্ষতি ও প্রবঞ্চনা এড়িয়ে নিরাপদে জীবন নির্বাহ করা সম্ভব।

তবে এই প্রাথমিক কাজগুলো আমাদের অনেকের কাছে কষ্টসাধ্য ও সময়-সাপেক্ষ মনে হতে পারে ভেবে, ইবনু আবিদ দুনিয়া রহিমাহুল্লাহু *কিতাবুয যুহুদ* নামে কালজয়ী একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই অনবদ্য গ্রন্থে তিনি একদিকে মহান আল্লাহ, প্রিয়নবি ও সালাফদের উদ্ধৃতিতে দুনিয়ার পরিচয়, প্রকৃতি, চরিত্র তুলে ধরেছেন; অন্যদিকে কুরআন-হাদিসের আলোকে দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের তাৎপর্য, সম্পর্ক স্থাপনকারীদের ভয়াবহ পরিণাম, পরিমিত সম্পর্ক রক্ষাকারীদের অবস্থা এবং সম্পর্ক ছিন্নকারীদের শুভ পরিণতি ব্যাখ্যা করেছেন।

এই মূল্যবান বইটি বাঙালি পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে—*সালাফদের চোখে দুনিয়া নামো*[৪] আশা করছি, বইটি পাঠককে দুনিয়া ও দুনিয়াদার সম্পর্কে সম্যক একটি ধারণা দেবে এবং দুনিয়ার সঙ্গে পরিমিত, নিরাপদ ও ইতিবাচক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

—আকরাম হোসাইন
লেখক ও সম্পাদক

---

[৪] বইটি অনুবাদ করেছেন প্রিয় সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ। মূল বইয়ের ভেতরে কোনো শিরোনাম ছিল না। অনুবাদক আপন সৃজনশীলতা কাজে লাগিয়ে বিষয়ভিত্তিক হাদিসগুলো ছোট ছোট শিরোনামে উপস্থাপন করেছেন। সম্পাদনার সময় ভাষা ও বিষয়গত পরিমার্জনের পাশাপাশি শিরোনাম ও উপশিরোনাম ঢেলে সাজানো হয়েছে। মূল বইয়ের প্রধান প্রতিপাদ্য ও মৌলিক বিষয়গুলো অধ্যায় আকারে প্রধান শিরোনামে আনা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট আলোচনা উপশিরোনামে অধ্যায়ের অধীনে এসেছে। ফলে মূল বইয়ের কাঠামো, বিন্যাস ও হাদিসের ক্রমিক সংখ্যা ঠিক রাখা সম্ভব হয়নি—আমূল পাল্টে গেছে। এ ছাড়াও পুনরুক্তির কারণে বেশ কিছু হাদিস ও আসার বাদ পড়েছে। প্রাসঙ্গিকতা বিচারে কিছু কবিতা ও কবিতাংশও ঝরে পড়েছে। কিছু ক্ষেত্রে সংক্ষেপন বা দীর্ঘায়ন করা হয়েছে। বইটিকে মানোত্তীর্ণ করার জন্য এবং পাঠককে দুনিয়া সম্পর্কে খুব সহজে স্বচ্ছ ও সামগ্রিক ধারণা দেওয়ার জন্য এই পরিবর্তনটুকু অনিবার্য ছিল বলে মনে করি।

লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম ও বংশ

আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু উবাইদ ইবনু সুফিয়ান আল কুরাশি। তাঁর পর দাদা সুফিয়ান ইবনু কায়েস ছিলেন বনু উমাইয়ার আযাদকৃত গোলাম। সে নিসবতে তাঁকে 'উমাবি ও কুরাশি' বলা হয়।

জন্ম

ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রহিমাহুল্লাহু ২০৮ হিজরিতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাদীক্ষা

বাল্যকাল থেকেই তিনি বাগদাদে ইলম শিক্ষা করতে মনোযোগ দেন। বাগদাদে বড় বড় শাইখদের থেকে তিনি ইলম ও আদব শিক্ষা করেন।

তাঁর উস্তাদ

ইমাম মিযযি রহিমাহুল্লাহু বলেছেন, তাঁর উস্তাদের সংখ্যা অনেক। প্রায় ১২০ জন হবে।

খতিবে বাগদাদি রহিমাহুল্লাহু বলেছেন, 'ইবনু আবিদ দুনিয়া রহিমাহুল্লাহু তাঁর পিতা থেকে শুরু করে সাইদ ইবনু সুলাইমান, ইবরাহিম ইবনু মুনযির আল হিযামিসহ বিজ্ঞ ইমামদের থেকে হাদিসের জ্ঞান অর্জন করেছেন।'

তাঁর শাগরিদ

ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রহিমাহুল্লাহুর শাগরিদ ছিলেন অনেক। তাঁর শাগরিদের মধ্যে হারিস ইবনু উসামা, মুহাম্মাদ ইবনু খালক ওয়াকি, আবদুর রহমান আল সুকরি, আবদুর রহমান ইবনু হাতেম রহিমাহুল্লাহুমসহ আরও অনেক বিজ্ঞ আলিম তাঁর থেকে ইলম এবং আদব অর্জন করেছেন।

লিখিত কিতাবাদি

ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রহিমাহুল্লাহু অনেক কিতাবাদি রচনা করেন। প্রত্যেক বিষয়ে তাঁর লিখিত কিতাব রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি প্রায় ১৬২ টি কিতাব রচনা করেছেন। তাঁর প্রসিদ্ধ কিছু কিতাবের নাম নিম্নে পেশ করা হলো :

১. আল ইখলাস ওয়ান নিয়্যাহ। ২. আল ইখওয়ান। ৩. ইসলাহুল মাল। ৪. আল আহওয়াল। ৫. আল আওলিয়া। ৬. তাহাজ্জুদ ও কিয়ামুল লাইল। ৭. আত তাওবা ৮. আত তাওয়াযু। ৯. আত তাওয়াক্কুল। ১০. আল হিলমু। ১১. যাম্মুল গিবাহ। ১২. যাম্মুদ দুনিয়া। ১৩. আশ শোকর। ১৪. আশ শিদ্দাতু বা'দাল ফারাজ। ১৫. আয যুহুদ। ১৬. আস সামত ও হিফযুল লিসান। ১৭. আল ইখলাস।

এ ছাড়াও তাঁর অসংখ্য রচনাবলি রয়েছে।

তাঁর ব্যাপারে অন্যান্যদের প্রশংসাবাণী

ইবনু ইসহাক রহিমাহুল্লাহু বলেছেন, 'আবু বকর ইবনু আবিদ দুনিয়া আল্লাহ তাআলা রহম করুক, তাঁর মৃত্যুর সাথে অনেক ইলমের মৃত্যু হয়ে গেছে।'

ইবনু আবু হাতেম রহিমাহুল্লাহু বলেছেন, 'আমি আমার বাবার সাথে তাঁর হাদিস লিখেছি। বাবা বলেছেন, তিনি সত্যবাদী।'

মৃত্যু

আবু বকর ইবনু আবিদ দুনিয়া রহিমাহুল্লাহু ২৮১ হিজরি সনে জুমাদাল উলা মাসে বাগদাদ শহরে ইন্তেকাল করেন। 'শাওনিযিয়্যাহ' নামক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

সূচিপত্র

দুনিয়ার পরিচয়, প্রকৃতি ও চরিত্র

দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার ৩৩
দুনিয়া নর্দমার আবর্জনা ৩৩
দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী মুসাফিরখানা ৩৪
দুনিয়ার মুখে দুনিয়ার পরিচয় ৩৪
দুনিয়া জাদুকর ৩৫
দুনিয়া একঢোক পানি মাত্র ৩৫
দুনিয়া অভদ্র ও ঝগড়াটে ৩৬
দুনিয়া ঘৃণার পাত্র ৩৬
দুনিয়া ছলনাময়ী ৩৬
গুরুত্বহীন বস্তুই দুনিয়া ৩৭
দুনিয়া পরকালের বাজার ৩৮
দুনিয়া খরগোশের একটি লাফ মাত্র ৩৮
দুনিয়া আখিরাতের জন্য গনিমত ৩৮
দুনিয়া প্রাণঘাতী ৩৮
দুনিয়া গাছের ছায়ার মতো ৩৮
দুনিয়া আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহের উর্বর ক্ষেত্র ৩৯
দুনিয়ার অংশটুকু জাহান্নামে যাবে ৪০
দুনিয়া অভিশপ্ত ৪০
দুনিয়ার ওপর আখিরাতের প্রাধান্য ৪০
দুনিয়ার সঙ্গে নবিজির কথোপকথন ৪১
দুনিয়া তার, আখিরাতে যার কোনো অংশ নেই ৪২
দুনিয়ার স্বরূপ ৪২
দুনিয়া একটি পরীক্ষাগার ৪২
দুনিয়া সাময়িক স্বপ্নমাত্র ৪৩

দুনিয়ার মূল্য

দুনিয়া মাছির ডানার চেয়েও তুচ্ছ ৪৪
দুনিয়া মৃত বকরির চেয়েও মূল্যহীন ৪৫
দুনিয়া তুচ্ছ বলেই পাপীদের আহার জোটে ৪৬
এ জীবন মরিচীকাময় ৪৬

দুনিয়ার দৃষ্টান্ত

দুনিয়া বৃদ্ধা নারীর মতো ৪৮
দুনিয়া প্রাণ সংহারকারী পত্নির মতো ৪৯
গল্পে দুনিয়ার স্বরূপ উন্মোচন ৫০
দুনিয়া যেন সরাইখানা ৫১
দুনিয়া ঘুমন্ত ব্যক্তির স্বপ্নের মতো ৫২
নুহ আলাইহিস সালামের দৃষ্টিতে দুনিয়ার দৃষ্টান্ত ৫২
দুনিয়া ও আল্লাহর কথোপকথন ৫৩

দুনিয়া যেন বিষাক্ত সাপ ৫৩
দুনিয়া সুখের জায়গা নয় ৫৪
দুনিয়া হলো ক্ষণপুর ৫৫
দুনিয়া হলো পানির মতো ৫৫

দুনিয়ার প্রতারণা

দুনিয়া বিশ্বাস ঘাতকতার পরম ক্ষেত্র ৫৬
প্রতারণা দুনিয়া ও দুনিয়ার মানুষের মজ্জাগত ৫৭
দুনিয়া ধোঁকায় পূর্ণ ৫৭
দুনিয়া সবাইকে ফাঁদে ফেলে ৫৮

দুনিয়াদার ও তার পরিণতি

জাহান্নাম আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে ৫৯
দুনিয়াদার যখন মনিব ৬০
বনি ইসরাইলের ধ্বংসের কারণ ছিল দুনিয়া ৬০
দুনিয়ার মোহগ্রস্ত হৃদয় নিস্তরঙ্গ ৬১
দুনিয়াদারদের জন্য আফসোস ৬১
দুনিয়াদার ধিকৃত; দুনিয়া নয় ৬২

দুনিয়াদার ইবাদতের স্বাদ পায় না ৬৩
দুনিয়াদার ভুল ধারণার শিকার হয় ৬৩
দুনিয়ার চিন্তা আখিরাতের চিন্তাকে দূর করে দেয় ৬৩
একটি চিঠির হৃদয় নিংড়ানো কথা ৬৪
দুনিয়াদার দ্বীন বিসর্জন দেয় ৬৪
দুনিয়ার মহব্বত পোষণ করা অনুচিত ৬৪
উমর ইবনু আবদুল আজিজ রহিমাহুল্লাহুর চিঠি ৬৫
দুনিয়াদারদের এক বিস্ময়কর ঘটনা ৬৬

যুহুদ ও দুনিয়াবিমুখতার পরিচয় ও ফলাফল

যুহুদের পরিচয় ৬৮
যুহুদের প্রাথমিক সংজ্ঞা ৬৯
যুহুদ বা দুনিয়াবিমুখতার অর্থ ৬৯
যুহুদের ব্যাখ্যা ৬৯
যুহুদের আরও কিছু ব্যাখ্যা ৬৯
যুহুদ মানে চাহিদার লাগাম টেনে ধরা ৭০
যুহুদের নিগূঢ় অর্থ ৭০
সর্বোত্তম যুহুদ ৭০
যুহুদের প্রকার ৭১
যুহুদ কাকে বলে? ৭১
দুনিয়াবিমুখতা হৃদয়ে প্রশান্তি আনে ৭১
দুনিয়া ত্যাগীদেরকে বিয়ের দাওয়াত ৭২
দুনিয়াত্যাগীরা আখিরাতে ওলিমার দাওয়াত খাবে ৭২
প্রকৃত ফকিহ কে? ৭৩
আবু যর গিফারির যুহুদ ৭৩
মুসাফিরদের কি বিলাসিতা সাজে? ৭৪
যুহুদের ফলাফল ৭৪
সর্বোত্তম ইবাদাত ৭৪
যুহুদ হলো অন্তরের সচ্ছলতা ৭৫
দুনিয়াবিমুখতায় আল্লাহর ভালোবাসা অর্জিত হয় ৭৫
দুনিয়াবিমুখীরাই সৌভাগ্যবান ৭৫
প্রকৃত যাহিদ ৭৫
আলিমদের প্রতি... ৭৬
সবকিছু আল্লাহর জন্যই করার নাম 'যুহুদ' ৭৬

এ কাল আর সে কাল ৭৬
মানুষ তিন প্রকার ৭৬
দুনিয়ার স্বরূপ বোঝা আখিরাতকে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক ৭৭

দুনিয়ার মোহ ও তার ক্ষতি

দুনিয়ার মোহ সমস্ত পাপের মূল ৭৮
দুনিয়া-বিষয়ে ইবলিস ও তার দোসরদের কথোপকথন ৭৮
দুনিয়ার ভালোবাসা যখন হৃদয়ে গেঁথে যায় ৭৯
দুর্ভাগ্যের লক্ষণ ৮০
দুনিয়ামুখী হলে জীবন হয় বিক্ষিপ্ত ৮১
দুটি পত্র ও তার বার্তা ৮১
দুনিয়ালোভীরা কতই-না বোকা! ৮৪
দুনিয়ালোভী রহমত থেকে বঞ্চিত হয় ৮৫
দুনিয়ালোভীরা পিপাসার্ত ব্যক্তির মতো ৮৫
দুনিয়ালোভীরা ধর্মের সওদা করে ৮৬
দুনিয়ালোভীরা দুর্ভাগা ৮৬
দুনিয়ালোভীরা জাহান্নামে যাবে ৮৬
দুনিয়ালোভীরা কুকুরের মতো ৮৮

দুনিয়ার ব্যাপারে কয়েকটি আন্তরিক অসিয়ত ও উপদেশ

নবিজির আন্তরিক অসিয়ত ৮৯
সংক্ষিপ্ত দুটি নাসিহা ৯০
দুনিয়া ও আখিরাত দুই সতীনের মতো ৯০
দুনিয়া তাদেরকে দিয়ে দাও ৯০
ইসা ইবনু মারয়ামের কয়েকটি নাসিহা ৯০
দুনিয়া কারও উপকার করে না ৯১
দুনিয়া যার কম অর্জন হয়েছে সে সফল ৯১
সাথিদের প্রতি সালাফদের নাসিহা ৯২
ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর নাসিহা ৯২
দু-কূলের বাদশা হবে যেভাবে ৯৩
বিশিষ্টজনদের অসিয়ত ৯৩
দুনিয়া যেন হৃদয়কে ব্যস্ত না রাখে ৯৬

দুনিয়ার জালে আটকা পড়ো না ৯৬
যে নিজেকে সংশোধন করতে চায় ৯৬
আজকের দিনটিকে গনিমত মনে করো ৯৬
দুনিয়াকে অপছন্দ করো; আল্লাহ ভালোবাসবেন ৯৭
ওপারে ফেরার প্রস্তুতি নাও ৯৭
স্বার্থান্বেষী আলিম ও একটি সতর্কবার্তা ৯৮
ছেঁড়া পাতার অমূল্য নাসিহা ৯৮
দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়া ৯৮
সুলাইমান আলাইহিস সালাম ও এক আবেদের কথা ৯৯
দুনিয়ার ভালোবাসা থেকে পানাহ চাও ৯৯
দুনিয়াকে চিরস্থায়ী ঘর বানিও না ১০০
এই দুনিয়ার হিসাব তোমাকে দিতে হবে ১০০
অতীত থেকে শিক্ষা ১০১
প্রকৃত সফলতা ১০১
এক নারীর মূল্যবান উপদেশ ১০১
পুত্রের প্রতি পিতার নাসিহা ১০১
একটি চিঠি ও কয়েকটি উপদেশ ১০২
যদি ইবাদাতে মজা পেতে চাও ১০২
দুনিয়া ও আখিরাত একই পাত্রে জমা হয় না ১০৩
দুনিয়া ও আখিরাতকে এক সাথে ভালোবাসা যায় না ১০৩
দুনিয়া খুবই সামান্য ১০৩
দুনিয়ার প্রতি যার ভাবনা প্রবল ১০৪
দুনিয়ার ভালোবাসা সমস্ত পাপের মূল ১০৪
সকাল-সন্ধ্যা বিদায়ের ডাক ১০৪
সালাফদের ব্যস্ততা ১০৫
আমাকে নিস্তার দাও ১০৫
গভীর রাতে ঘুমে বিভোর হয়ে যেয়ো না ১০৫
আখিরাতের কাজ দ্রুত করা ভালো ১০৬
পরকালের জন্য সঞ্চয় করো ১০৬
পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণ করো ১০৬
সালাফরা কোনো অবস্থায়ই ইবাদাত ছাড়তেন না ১০৭
দুনিয়া ও আখিরাত কখনো সহাবস্থান করে না ১০৮

প্রকৃত মুমিন ও যাহিদের প্রাপ্তি ও প্রতিদান

মুমিন যেন একজন মুসাফির ১০৯
দুনিয়ায় মুমিনের মৌলিক প্রয়োজন চারটি ১০৯
দুনিয়াবিমুখতা হৃদয়ে প্রশান্তির ঢেউ তুলে ১১০
জান্নাতে বাড়ি ১১০
দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম ১১০
দুনিয়াবিমুখরা আখিরাতে নুরের মেলায় মিলিত হবে ১১১
দুনিয়াবিরাগদের জন্য সুসংবাদ ১১১
আখিরাতমুখী জীবনে সুখের দোলা ১১২
দুনিয়া ত্যাগীগণ ওপারে নিশ্চিন্ত থাকবে ১১২
ইসা নবির জীবনবেলা ১১২
দুনিয়াবিমুখতা দেহ-মনে প্রশান্তি বয়ে আনে ১১৩
কিয়ামতের দিন দুনিয়াবিমুখগণ পোশাক পরিহিত থাকবে ১১৪
দুনিয়াবিমুখতার সুখ ১১৪
এক কথায় সুখের সন্ধান ১১৪
দুনিয়াবিমুখতার উপকার ১১৪
বিদায় বেলার অশ্রুগুলো ১১৫
প্রিয়তমার প্রতি স্বামীর আন্তরিক উপদেশ ১১৫
হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহুর হৃদয় ছোঁয়া নসিহত ১১৫
বিদায় বেলার কথা ১১৬
নবিজির সবচেয়ে নিকটে থাকবে দুনিয়াবিমুখরা ১১৬
দুনিয়াবিমুখতার ফলাফল ১১৭
সবচেয়ে বড় দুনিয়াবিমুখ ১১৭
যে বেশি উত্তম ১১৮
আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুহুদের পাঠ ১১৮
সাহাবিরা যতটুকু সম্পদ রাখতেন ১১৮
দ্বীনের প্রিয় স্বভাব ১১৯
প্রিয়নবির সতর্কবাণী ১১৯

কবিদের দৃষ্টিতে দুনিয়া ও দুনিয়াদার

দুনিয়া এক রঙিন স্বপ্ন ১২১
দুনিয়াটা শেষ বিকেলের ছায়ার মতো ১২১
দুনিয়া অপস্রিয়মাণ ছায়া ১২২
দুনিয়ালোভী, বলছি তোমায় ১২৩

দুনিয়াবিমুখতা জান্নাতের চাবি ১২৫
আনন্দ ও বাস্তবতা ১২৫
অন্যের সম্পদ দেখে অবাক হওয়ার কিছু নেই ১২৫
এ জীবন ধোঁকার জালে গাঁথা ১২৬
অবশেষে মানুষ খালি হাতে চলে যায় ১২৮
দুনিয়াকে আপন করলে দুঃখে ছেয়ে যাবে জীবন ১২৯
ধোঁকার জলে ডুব দিয়ো না ১২৯
দুনিয়া একটি মধুময় স্বপ্ন ১৩০
একদিন বিদায়-ঘণ্টা বেজে উঠবে ১৩১
দুনিয়া নিয়ে গুচ্ছকবিতা ১৩২
ভালো-মন্দ বোঝার উপায় ১৩৩
কবিতার সুরে-সুরে এই দুনিয়া ১৩৪
কবিতার নিবেদন বুঝে নিয়ো ১৩৭
একজন মহিলার কবিতা ১৩৯
দুনিয়ার ধোঁকায় পড়ো না ১৪০
দুনিয়া হলো জান্নাত কিংবা জাহান্নামের রাস্তা ১৪১
দুনিয়াটা সুখের স্বপ্ন ১৪১
দুনিয়া দুশ্চিন্তার জায়গা ১৪২
দুনিয়া সবাইকে ধ্বংস করে ১৪৩
কুরাসি রহিমাহুল্লাহুর কবিতা ১৪৫
দুনিয়ার হালচাল ১৪৬
দুনিয়ার ভালোবাসা খুবই বিপজ্জনক ১৪৮
তবুও মানুষ দুনিয়া ছাড়ে না ১৪৮
তোমাকে যে কথাগুলো বলা হয়নি ১৪৯
দুনিয়া মানুষের দুঃখ বাড়ায় ১৫১
দুনিয়ার ক্ষতি আছে ১৫৩
কবিতার আকুতি ১৫৪
গুচ্ছকবিতা ১৫৫
এই তো দুনিয়া ১৫৬
দুনিয়া এক স্বপ্নের মতো ১৫৭
অন্তমিলহীন কবিতা ১৫৮
এটাই জীবন, এটাই দুনিয়া ১৫৮
দুনিয়ার সুখ বেশি দিন থাকে না ১৫৯
দুনিয়া নিয়ে আমি যথেষ্ট ভেবেছি ১৬০

দুনিয়ার লোভ শেষ হবার নয় ১৬১
ফিরে এসো নীড়ে ১৬২
কবিতার আকুতি ১৬৩

সালাফদের জীবনাচার ও দুনিয়া সম্পর্কে তাদের মূল্যায়ন

আল্লাহ যেন আমাকে দুনিয়ার পেছনে ব্যতিব্যস্ত না রাখেন ১৬৫
দুনিয়া ধাত্রী আর আখিরাত মায়ের সমতুল্য ১৬৫
দুনিয়াকে দুনিয়া নামে নামকরণের কারণ ১৬৬
ইবলিস এবং ইসা আলাইহিস সালাম ১৬৬
দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক ১৬৬
এই দুনিয়া গনিমত ১৬৭
সালাফদের জীবনকথা ১৬৭
আমাদের সুখ আখিরাতে; দুনিয়ায় নয় ১৬৮
শেষ বেলার আফসোসগুলি ১৬৯
তাদের সুখ এপারে; আর আমাদের সুখ ওপারে ১৬৯
দুনিয়া পায়ের নিচের মাটি থেকেও তুচ্ছ ১৭০
কয়েকটি জরুরি প্রশ্ন ও তার উত্তর ১৭০
সালাফদের দৃষ্টিতে দুনিয়াদার ১৭১
দুনিয়ার দুঃখ-সুখ চিরস্থায়ী না ১৭১
দিন-রাত গনিমতের মতো ১৭১
একজন সালাফের অবস্থা ১৭১
সালাফদের আফসোস ১৭২
সাহাবিদের চাওয়া-পাওয়া ১৭৩
সালাফরা যাদের ব্যাপারে অবাক হতেন ১৭৩
একজন নারী ১৭৪
জীবনের প্রদীপ নিভে যাবে একদিন ১৭৪
সালাফদের জীবন ১৭৪
একদিন তোমাদের জীবনটা পাল্টে যাবে ১৭৪
দুনিয়ায় কেউ চিরস্থায়ী হয় না; হবেও না ১৭৫
দুনিয়ার ভালোবাসা থাকলে হৃদয়ে পাপেরা বাসা বাঁধে ১৭৬
দুনিয়া মানুষকে ধ্বংস করে ১৭৬
দুনিয়া নিন্দিত ১৭৬
মানুষের অবস্থা ১৭৭

ওপারের সুখ চিরদিনের ১৭৭
এখানকার প্রাচুর্য ক্ষণিকের ১৭৭
দুনিয়া অর্জনে যে খুশি হবে ১৭৭
তিনটি জিনিস কাফিরের বৈশিষ্ট্য ১৭৭
দুনিয়াটা আসলেই তুচ্ছ ১৭৮
পরকালের প্রস্তুতি ১৭৮
ইসা আলাইহিস সালাম ও জনৈকা বৃদ্ধা ১৭৮
উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা ১৭৯
আবু উবাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা ১৮০
আরেকটি ঘটনা ১৮১
দুনিয়াবিমুখ হলে সবার ভালোবাসা পাবে ১৮১
যুহুদের জন্য দোয়া ১৮২
সালাফদের ঘরোয়া আলাপ ১৮৩
প্রকৃত যাহিদ যে হবে ১৮৩
দুনিয়া এক অকূল দরিয়া ১৮৩
দুনিয়ার মাধ্যমে যদি পরীক্ষা না নেওয়া হতো! ১৮৩
দুনিয়া থাকার জায়গা নয় ১৮৪
যেটা ভাগ্যে আছে সেটা পাবেই ১৮৪
দুনিয়া নিয়ে সালাফদের অনুভূতি ১৮৪
প্রকৃত সুখী ১৮৫
দুনিয়া ময়লার স্তূপের মতো ১৮৫
সাহাবিরা দুনিয়াবিমুখ ছিলেন ১৮৫
সাহাবারা যেমন ছিলেন ১৮৬
সালাফরা আখিরাতমুখী ছিলেন ১৮৬
বলা সহজ কিন্তু করা কঠিন ১৮৭
হারিয়ে যাওয়া মুক্তো ১৮৭
সালাফদের চোখে দুনিয়াত্যাগী ১৮৭
দুনিয়াবিমুখরা আজ কোথায় ১৮৮
আখিরাতে যার বাড়ি নেই, দুনিয়া তার বাড়ি ১৮৮
দুনিয়া অভিশপ্ত ১৮৮
সালাফদের চাওয়া-পাওয়া ১৮৯
বড় আফসোসের কথা ১৮৯
দুনিয়াটা খুবই তিক্ত ১৮৯
এ জীবন নগণ্য ১৯০

একটি চিঠি ১৯০
দুনিয়া বেশি দিন টিকবে না ১৯১
প্রয়োজন ফুরালে দুনিয়া মানুষকে ছুড়ে ফেলে ১৯১
তোমারা দুনিয়াকে যে চোখে দেখো ১৯১
আরেকজন সালাফের হৃদয়ের অবস্থা ১৯২

যুহুদ ও যাহিদের পরিচয় ও উদ্দেশ্য

যুহুদের পরিচয় ১৯৩
প্রকৃত দুনিয়াত্যাগী ১৯৪
প্রকৃত যাহিদ কে? ১৯৪
সালাফদের মনের অবস্থা ১৯৪
যুহুদের উদ্দেশ্য ১৯৫

দুনিয়ার ব্যাপারে সালাফদের পত্রালাপ

দুনিয়ার ফাঁদে পা দেবে না ১৯৬
যে জীবন অস্থায়ী সে জীবন আপনার নয় ১৯৭
দুনিয়ার ভালোবাসা মানুষকে অন্ধ বানিয়ে দেয় ১৯৮
ক্ষণস্থায়ী জীবন আমাদের নয় ১৯৮
দুনিয়া মুসাফিরখানার মতো ১৯৮
প্রিয়দের প্রতি প্রিয়দের চিঠি ১৯৯
অচিরেই সফর করতে হবে ১৯৯
যেভাবে যুহুদ অবলম্বন করবেন ২০২
চিরকুটের কথাগুলো ২০২
সালাফদের চিঠি ২০৩
ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের নাসিহা ২০৪
নিজেকে প্রাণহীন দেহ ভাববেন ২০৪

সালাফদের খুতবা ও ভাষণে দুনিয়া ও আখিরাত

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভাষণ ২০৭
আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর নাসিহা ২০৮
হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর জুমার খুতবা ২০৮
শেষ বেলার কথাগুলি ২০৯
হৃদয়ছোঁয়া খুতবা ২১০
বিদায়ের প্রস্তুতি নাও ২১১

মানুষের প্রতি সকাল-সন্ধ্যার আহ্বান

সকালে মানুষের প্রতি ফেরেশতাদের আহ্বান ২১৩
ভোরের ডাক ২১৪
প্রতিদিনই আল্লাহ মানুষকে সদকা করেন ২১৪
প্রতিটি দিন মানুষকে ডেকে ডেকে সতর্ক করে ২১৫
রাত্রিগুলো যা বলে যায় ২১৫
দিন বলে যায় 'জীবনের এখানে বিদায়' ২১৫
বিদায় বেলায় দিনও শুকরিয়া আদায় করে ২১৬
দিন-রাত্রির অনুরোধটুকু ২১৬
দিন-রাত তোমাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে ২১৬
দিনের প্রকার ২১৭
আগামী দিনের অপেক্ষায় থেকো না ২১৭
রাত-দিন দুটি আলমারির মতো ২১৮
দিন মানুষের আমলের সাক্ষী হয়ে থাকে ২১৮
দিন-রাতের বার্তা ২১৯
একদিন তুমি শেষ হয়ে যাবে ২১৯
একদিন মৃত্যু এসে দরোজায় কড়াঘাত করবে ২১৯
দিন তোমার মেহমান ২২০
দিন-রাত মানুষকে ধাক্কাতে থাকে ২২০
দিন দুনিয়ায় ফিরতে চায় না ২২০

সালাফদের দোয়ায় দুনিয়া ও আখিরাত

নবিজির দোয়া ২২১
সালাফদের দোয়া ২২১
আলি ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর দোয়া ২২৩
সালাফরা রোজ সকালে দুনিয়া থেকে পানাহ চাইতেন ২২৩
সালাফদের শেখানো দোয়া ২২৩

সালাফদের চোখে দুনিয়া ও আখিরাতের গুণগত পার্থক্য

দুনিয়া মুমিনের কারাগার কাফিরের জান্নাত ২২৫
দুনিয়া অর্জিত হয় ত্যাগে; আখিরাত অর্জিত হয় চেষ্টায় ২২৫
ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য ২২৬

আখিরাতের চিন্তা প্রশংসনীয়; দুনিয়ার চিন্তা নিন্দনীয় ২২৭
দুনিয়ার চিন্তা করলে আখিরাতের চিন্তা দূর হয়ে যায় ২২৮
দুনিয়ার স্বাদ আখিরাতের তিক্ততা ২২৮
দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্যের লক্ষণ ২২৮
দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হলে ধ্বংস হয়ে যাবে ২২৯
দুনিয়ার নেশা না থাকলে কল্যাণের ওপর থাকবে ২২৯
শ্রেষ্ঠ বীর ২৩০
দুনিয়ার আলোচনা কম করাই ভালো ২৩০
যুহুদের ক্ষেত্রে সতর্কতা ২৩০
যে দুনিয়ার স্বাদ গ্রহণ করবে ২৩০
দুনিয়ার ভালোবাসা হৃদয়কে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দেয় ২৩০
আল্লাহ যাকে চান দুনিয়াবিমুখ করে দেন ২৩১
দুনিয়া বোকাদের স্বর্গরাজ্য ২৩১
আখিরাত হলো শেষ গন্তব্য ২৩১
একদিন জীবনের সুতোয় টান পড়বে ২৩২
এ জীবন তোমার নয় ২৩২
দুনিয়ার হিসাব ২৩৩

দুনিয়া ও দুনিয়ার ধনসম্পদের ব্যাপারে সালাফদের দৃষ্টিভঙ্গি

দুনিয়ার আলোচনা কম করাই ভালো ২৩৪
দুনিয়াবিমুখের হিসাব হবে সহজ ২৩৪
দুনিয়াবিমুখের কাছে দুনিয়া নত হয়ে আসে ২৩৫
দুনিয়া কম অর্জন হওয়াই ভালো ২৩৫
দুনিয়ার বরাদ্দ ২৩৬
সালাফদের কয়েকটি অমীয় বচন ২৩৬
যাকে সবাই ঘৃণা করে ২৩৭
যুহুদের মূলনীতি ২৩৭
আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া সামান্য ২৩৭
প্রবঞ্চনা ২৩৭
দুনিয়া আখিরাতের পাথেয় জোগাড় করার স্থান ২৩৮
দুনিয়ায় আসা সহজ ২৩৮
দুনিয়া এখানেই পড়ে থাকবে ২৩৮

দুনিয়ার ব্যাপারে সালাফদের সতর্কতা

দুনিয়ার ব্যাপারে সতর্কতা ২৩৯
উম্মতের ব্যাপারে নবিজির ভয় ২৪০
জ্ঞানীদের চোখে দুনিয়া ২৪২
দুনিয়ার জমি-জমার পিছে ছুটো না ২৪২
গরিবরা আল্লাহ তাআলার খুব কাছের ২৪২
হেলায়-খেলায় কাটিয়ে দিয়ো না জীবন ২৪৩
তোমরা দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে যাবে ২৪৩
আঁধার রাতের স্বপ্ন ২৪৪

বিবিধ বিষয়ে সালাফদের বাণী ও অবস্থান

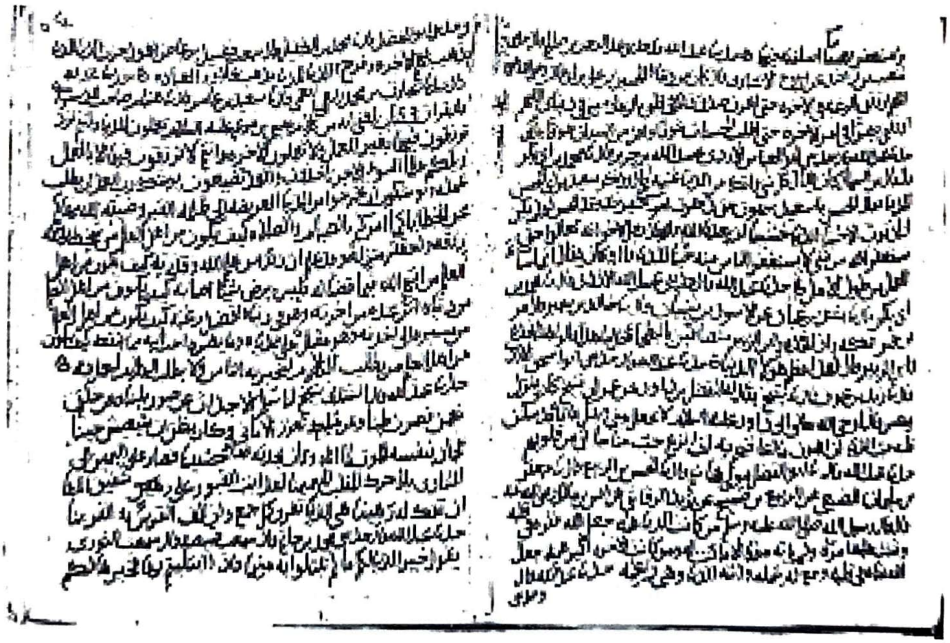
কে উত্তম? ২৪৬
আত্মসমালোচনা ২৪৬
জীবন জাগানিয়া বাণী ২৪৭
যে যুহুদ অবলম্বন করবে ২৪৭
তোমাদেরকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ২৪৭
মৃত্যু-রোগ কখনো ভালো হবে না ২৪৮
দুনিয়া নিয়ে লোকেরা ব্যস্ত ২৪৮
মৃত্যুকে স্মরণ করো ২৪৮
আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে হিফাজত করেন ২৪৮
মানুষের অবস্থা যেমন ২৪৯
যুহুদ ছাড়া বুজুর্গ হওয়া যায় না ২৪৯
দুনিয়া অপবিত্র বস্তুর মতো ২৪৯
ইসা আলাইহিস সালামের আফসোস ২৫০
সালাফদের দরবারবিমুখতা ২৫০
যুহুদ নিয়ে আরও কিছু কথা ২৫০
ফিরে দেখা সোনালি অতীত ২৫১
যুহুদ দেহ-মনে আনন্দ বয়ে আনে ২৫১
দুনিয়াবিমুখতা কল্যাণের চাবি ২৫২
মুমিনের অন্তর দাঁড়িপাল্লার মতো ২৫২
দুনিয়াদার ওপারে চিন্তিত থাকবে ২৫২
দুনিয়ার ভালোবাসায় সবাই আবদ্ধ ২৫২
দুনিয়াবিমুখতা থাকলে মানুষ নিশ্চিন্ত হতে পারে না ২৫৩
দুনিয়ার ব্যাপারে সালাফদের অভিব্যক্তি ২৫৩

দুনিয়া ও আখিরাতের উদাহরণ ২৫৩
দুনিয়ার চিন্তা আখিরাতকে ভুলিয়ে দেয় ২৫৩
দুনিয়া চাইলে, দুশ্চিন্তা দেওয়া হয় ২৫৩
দুনিয়া আল্লাহর থেকে দূরে সরার কারণ ২৫৪
দুনিয়াকে তুচ্ছ মনে করো ২৫৫
আল্লাহ কল্যাণ চাইলে দুনিয়া কম করে দেন ২৫৫
বুহাইম রহিমাহুল্লাহুর ভয় ২৫৫
টুকরো কথা ২৫৫
দুনিয়া আল্লাহর চোখে তুচ্ছ ২৫৬
দুনিয়ার ভালোবাসা অন্তরে থাকলে দ্বীনের ভালোবাসা চলে যায় ২৫৬
দুনিয়ার প্রতি মানুষের মোহ ২৫৭
দুনিয়া ও আখিরাত—দুটোই কঠিন ২৫৭
দুনিয়ার ব্যাপারে সাহাবিদের দোয়া ২৫৭
দুনিয়া নাও অর্জিত হতে পারে ২৫৮
এই দুনিয়া সাপের মতো ২৫৮
আখিরাতের ব্যাপারে আমরা উদাসীন ২৫৮
দুনিয়া খুবই স্বল্প ২৫৯
যেভাবে দুনিয়াবিমুখ হবে ২৫৯
দুনিয়াত্যাগী হয়ে যাও ২৬০
দুনিয়া শূকরের মতো ২৬০
দুনিয়া সম্পর্কে নবিজির ভাষ্য ২৬০
জীবন যেভাবে সুখময় হয় ২৬১
খুব-ই জরুরি হাদিস ২৬১
কিয়ামতের দিন দুনিয়াদারের অবস্থা যেমন হবে ২৬২
দুনিয়া সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ২৬৩

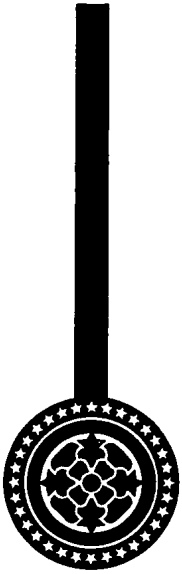
'কিতাবুয যুহদ' কিতাবের হস্তলিখিত
প্রাচীন পাণ্ডুলিপি



الورقة الأولى من النسخة المعتمدة



الورقة قبل الأخيرة من النسخة المعتمدة



দুনিয়ার পরিচয়, প্রকৃতি ও চরিত্র

দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার

[১] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ

'দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার আর কাফিরের জন্য জান্নাত।'[১]

দুনিয়া নর্দমার আবর্জনা

[২] একবার বাশির ইবনু কা'ব রহিমাহুল্লাহু তার বন্ধুদেরকে বলেন—

'এসো, আজ আমি তোমাদেরকে দুনিয়ার স্বরূপ দেখাব। এ কথা বলে তিনি তাদেরকে একটি নর্দমার কাছে নিয়ে যান। অতঃপর বলেন, দুনিয়া হলো নর্দমায় পড়ে থাকা মৃত প্রাণী, পচা ফলমূল এবং খাবারের উচ্ছিষ্টের মতো।'[২]

---

[১] *সহিহ মুসলিম*: ২৯৫৬।

দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী মুসাফিরখানা

[৩] হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'তোমরা এখন এমন ঘরে বসবাস করছ, যে ঘর তার মালিকের জন্য খুবই বেমানান। কারণ, এ ঘরটি তোমাদের পরীক্ষার জন্য দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষার সময় শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এ ঘর ধ্বংস করে ফেলা হবে। এই অমোঘ সত্যটি আল্লাহ তোমাদের জানিয়েও দিয়েছেন। কাজেই দুনিয়ার পরীক্ষায় তোমাদের উত্তীর্ণ হতে হবে। দুনিয়ার জীবন পরিচালনার জন্য মহান আল্লাহ যে আদেশ-নিষেধ করেছেন, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে।

মনে রাখবে, মহান আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ থাকার আদেশ করেছেন। কোথাও দুনিয়ার প্রতি অনুরাগী হতে বলেননি। যারা আল্লাহর খাঁটি বান্দা, তারা অনুধাবন করতে পারেন যে, দুনিয়া সৃষ্টির পেছনে আল্লাহর বিশেষ একটি উদ্দেশ্য আছে। আর তা হলো আমলের মাধ্যমে আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ ও পাথেয় সংগ্রহ। বান্দার আমলের ওপর ভিত্তি করেই আল্লাহ তাআলা জান্নাত কিংবা জাহান্নামের ফায়সালা করবেন। যারা জান্নাতে যাবে, তারা অনেক সুখে থাকবে। আর যারা জাহান্নামে যাবে, তাদের দুঃখের কোনো সীমা থাকবে না। তারা চিরকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে।

দুনিয়া হলো 'দারুল আমাল' বা আখিরাতের সওদা খরিদ করার উন্মুক্ত বাজার। এখান থেকেই আখিরাতের বাজার করে নিতে হবে। যারা দুনিয়ার ব্যাপারে নির্মোহ থাকে, তারাই ভাগ্যবান। আর যারা দুনিয়ার মোহে পড়ে, তারাই হতভাগা।

শুনে রাখো, দুনিয়ার জীবন ক্ষয়ের। আখিরাতের জীবন চিরকালের। কাজেই দুনিয়ার সামান্য সুখের জন্য আখিরাতের অনন্তকালের সুখকে বিসর্জন দিয়ো না।'

দুনিয়ার মুখে দুনিয়ার পরিচয়

[৪] ফুদাইল ইবনু ইয়াজ রহিমাহুল্লাহু বলেন—

একবার জনৈক ব্যক্তি কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক বৃদ্ধার সঙ্গে তার দেখা হয়। বৃদ্ধা আপাদমস্ত দামি অলংকার সুন্দর পোশাকে আচ্ছাদিত ছিল। পথচারীরা পেছন থেকে দেখে চোখ ফেরাতে পারছিল না। বারবার তার দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিল। কিন্তু সামনে আসতেই তাদের আশা ভঙ্গ হচ্ছিল। কারণ, পেছন থেকে তাকে যতটা

---

[২] *তারিখে দিমাশক*: ১১/১৯১।

আকর্ষণীয় দেখাচ্ছিল, সামনে থেকে ঠিক ততটাই কদাকার দেখাচ্ছিল। কারণ, বৃদ্ধার চোখ দুটি ছিল যেমন বড়, তেমন নীল।

পথচারী লোকটি বৃদ্ধার এই দ্বৈত রূপ দেখে বলল, 'আমি তোমার বিষয়ে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' বৃদ্ধা বলল, 'যতদিন তুমি টাকা-পয়সাকে নিকৃষ্ট না জানবে, ততদিন তুমি আমার হাত থেকে মুক্তি পাবে না।' লোকটি জিজ্ঞাসা করল, 'হে বৃদ্ধা, তুমি কে?' বৃদ্ধা বলল, 'আমি-ই রঙিন দুনিয়া।'[৩]

দুনিয়া জাদুকর

[৫] মালেক ইবনু দিনার রহিমাহুল্লাহু বলেন, দুনিয়া বড়ই আজব জাদুকর। তোমরা এই জাদুকর থেকে দূরে থাকো—অনেক দূরে। দুনিয়া নামক জাদুকরের জাদু অনেক সাংঘাতিক। এই জাদু আলিমদের হৃদয়কেও বশীভূত করে ফেলে।[৪]

[৬] আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِحْذَرُوا الدُّنْيَا؛ فَإِنَّهَا أَسْحَرُ مِنْ هَارُوتَ وَمَارُوتَ

'তোমরা দুনিয়া থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, দুনিয়া 'হারুত-মারুত'-এর চেয়েও বড় জাদুকর।'[৫]

দুনিয়া একঢোক পানি মাত্র

[৭] আবদুল ওয়াহিদ রহিমাহুল্লাহু বলেন—

দুনিয়া কী? দুনিয়া তো বেশি কিছু না। প্রচণ্ড তৃষ্ণার সময় মানুষ মাত্র এক ঢোক পানির বিনিময়ে পুরো দুনিয়া বিক্রি করে দিতে চাইবে।

[৮] মুসতাওরিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন—

وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ، فَلْيَنْظُرْ مَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ

---

[৩] *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন*: ৩/২২৯।

[৪] *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন*: ৩/২২৩।

[৫] *কানযুল উম্মাল*: ৩/১৮৩। হাদিস—মুনকার।

'বিশাল সমুদ্রে আঙুল চুবিয়ে উঠালে তাতে যতটুকু পানি লেগে থাকে, আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া ঠিক ততটুকু। সুতরাং তোমরা দুনিয়ার প্রাপ্তি যথাযথভাবে বিচার করো।'[৬]

দুনিয়া অভদ্র ও ঝগড়াটে

[৯] আবু সুলাইমান রহিমাহুল্লাহু বলেন—

কোনো মানুষের অন্তরে আখিরাত জায়গা করে নিলে, দুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দেয়। অপরদিকে দুনিয়া কারও অন্তরে এসে বাসা বাঁধলে আখিরাত নীরবে দূরে সরে যায়। কারণ, আখিরাত ভদ্র। আর দুনিয়া অভদ্র ও ঝগড়াটে।[৭]

দুনিয়া ঘৃণার পাত্র

[১০] মুসা ইবনু ইয়াসার রহিমাহুল্লাহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَمْ يَخْلُقْ خَلْقًا هُوَ أَبْغَضُ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا، وَإِنَّهُ مُنْذُ خَلَقَهَا لَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهَا

'মহান আল্লাহ যা-কিছু সৃষ্টি করেছেন, তন্মধ্যে দুনিয়াই তার কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। একারণে সৃষ্টির পর থেকে আজ পর্যন্ত তিনি দুনিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করেননি।'[৮]

দুনিয়া ছলনাময়ী

[১১] আবু জা'ফর রহিমাহুল্লাহু বলেন—

একবার জনৈক জ্ঞানী এক বাদশাহকে বলেন, মহামান্য বাদশা! দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ ও বিত্ত-বৈভব যাকে যত বেশি দেওয়া হয়েছে, দুনিয়া তার কাছে তত বেশি নিন্দাযোগ্য। কারণ, দুনিয়া এমন লোকের মানসিক স্বস্তি ও আত্মিক প্রশান্তি কেড়ে নেয়। তখন সে ভয় করে, আকস্মিক কোনো দুর্ঘটনায় তার ধনসম্পদ বিনষ্ট হয়ে যায় কিনা! কেউ এসে তার সুখ-সম্ভার কেড়ে নেয় কিনা! কোনো ছদ্মবেশী প্রিয় ভাজন কুক্ষিগত ক্ষমতায় ভাগ

---

[৬] *সহিহ মুসলিম*: ২৮৫৮।
[৭] *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন*: ৩/২২৪। *সাফওয়াতুস সাফওয়াহ*: ৪/২২৫।
[৮] *জামিউস সাগির*: ১৭৮০। যয়িফ। মুরসাল। কেউ কেউ মাওযু (বানোয়াট) বলেছেন।

বসায় কিনা! তার নিটোল দেহে সহসাই রোগের প্রকোপ দেখা দেয় কিনা—এসব দুঃশ্চিন্তা তাকে প্রতিনিয়ত কুরে কুরে খায়। সুতরাং দুনিয়া তার কাছেই সবচেয়ে বেশি নিন্দাযোগ্য হওয়া উচিত।

দুনিয়ার চরিত্র ভালো নয়। সে ধরা দিয়ে, আবার পালিয়ে যায়। কাছে টেনে, আবার দূরে ঠেলে দেয়। আশা জাগিয়ে আবার হতাশায় ফেলে দেয়।

মানুষকে সম্পদ কিংবা ভালোবাসা দেওয়া তার স্বভাব নয়। সে একবার কাউকে হাসালে; পরক্ষণেই তাকে হাসির পাত্র বানায়। একবার কারও জন্য মায়াকান্না কাঁদালে; শতবার তাকে চোখের জলে ভাসায়। সকালে কাউকে প্রাচুর্য দিলে; বিকেলেই তাকে ভিখারি বানায়। রাতে কারও মাথায় রাজকীয় মুকুট পরিয়ে দিলে সকালেই তার মানসম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দেয়।

দুনিয়া সব সময় স্বার্থপর। কারও জন্ম বা মৃত্যুতে তার কিছু আসে যায় না। এমনকি তার মধ্যে কোনো ভাবান্তরও ঘটে না। কারণ, মৃত্যুর মাধ্যমে যারা তার থেকে দূরে সরে যায়, সে অনায়াসেই তাদের উত্তম বিকল্প পেয়ে যায় এবং এই বিকল্প পেয়েই সে আহ্লাদিত থাকে।

দুনিয়ার বুকে দুঃখ বলতে কিছুই নেই। কারণ, সবাই তাকে ভালোবাসে। তার জন্য সাধনা করে। এ যাবৎ কতজন যে তার জন্য জীবন বিলিয়ে দিয়েছে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। কিন্তু এত কিছুর পরও কেউ কখনো দুনিয়ার ভালোবাসা পায়নি।

দুনিয়া বড় কঠিন। বড় নির্দয়। বড় ছলনাময়ী। সে তার রূপ-লাবণ্য দিয়ে সবাইকে নিজের আঁচল-তলে টেনে নেয়। কিন্তু সে কারও বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয় না। তাকে ভালোবেসে প্রতি মুহূর্তে হাজারো মানুষ আত্মহত্যা করে! কিন্তু সেদিকে তার কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই। এটাই হলো এই স্বার্থপর দুনিয়ার অবস্থা।[৯]

গুরুত্বহীন বস্তুই দুনিয়া

[১২] ইবরাহিম ইবনু সাইদ রহিমাহুল্লাহু বলেন—

জনৈক জ্ঞানী বলেছেন, নির্বোধেরা গুরুত্বহীন জিনিসকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে; আর গুরুত্বহীন জিনিসকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। মূল্যহীন জিনিসকে সযত্নে তুলে নেয়; আর মূল্যবান জিনিসকে হেলায় ফেলে দেয়। প্রথমটি হলো দুনিয়া; আর দ্বিতীয়টি হলো আখিরাত।

---

[৯] *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন*: ৩/২১৭।

দুনিয়া পরকালের বাজার

[১৩] মুয়ায আল হিযা রহিমাহুল্লাহু বলেন, একদিন আলি ইবনু আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু দেখেন, জনৈক ব্যক্তি দুনিয়াকে গালি দিচ্ছে। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি অযথা দুনিয়াকে গালি দিচ্ছ কেন? যারা সততা অবলম্বন করতে চায়, দুনিয়া তাদের বাসস্থান। যারা পরকালের সওদা খরিদ করতে চায়, দুনিয়া তাদের বাণিজ্যালয়। যারা সিজদা করতে চায়, দুনিয়া তাদের পুণ্যভূমি। এক কথায় দুনিয়া হলো আখিরাতের সওদা খরিদ করার রমরমা বাজার।

দুনিয়া খরগোশের একটি লাফ মাত্র

[১৪] উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

মহান রবের শপথ! আখিরাতের বিবেচনায় মরীচিকাময় এই দুনিয়া হলো খরগোশের এক লাফের মতো।[১০]

দুনিয়া আখিরাতের জন্য গনিমত

[১৫] সাইদ ইবনু আবদুল আজিজ রহিমাহুল্লাহু বলেন, দুনিয়া হলো আখিরাতের জন্য গনিমতস্বরূপ। সুতরাং এই গনিমত কাজে লাগিয়ে আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত।

দুনিয়া প্রাণঘাতী

[১৬] মুখাল্লাদ ইবনু হুসাইন রহিমাহুল্লাহু বলেন, আবু হামযা রহিমাহুল্লাহু বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর তাকে কেউ জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, দুনিয়ার সাথে আপনার ভালোবাসা কেমন?' জবাবে তিনি বললেন—'দুনিয়ার ভালোবাসা আমাকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে।'

দুনিয়া গাছের ছায়ার মতো

[১৭] ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হন। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন একটি চাটাইয়ে শুয়ে ছিলেন। চাটাই শক্ত হওয়ার কারণে তার গায়ে চাটাইয়ের দাগ বসে গিয়েছিল। এ দৃশ্য দেখে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

---

[১০] *বাহজাতুল মাজালিস*: ২/২৯৫।

'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি যদি একটু নরম বিছানায় ঘুমাতেন, তাহলে আপনার জন্য ভালো হতো।' উত্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

وَمَا لِلدُّنْيَا وَمَالِي، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مَثَلِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ سَارَ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ، فَاسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا.

'দুনিয়া ও তার বিলাসিতার সাথে আমার কীসের সম্পর্ক? দুনিয়ার সাথে আমার সম্পর্ক পথচারী ও বৃক্ষছায়ার ন্যায়। প্রচণ্ড গরম ও রোদের সময় পথচারী বৃক্ষছায়ায় কিছু সময় বিশ্রাম নেয়। বিশ্রাম শেষ হলে ছায়াটি পেছনে ফেলে সামনে চলে যায়।'[১১]

দুনিয়া আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহের উর্বর ক্ষেত্র

[১৮] হুযায়ফা রহিমাহুল্লাহু বলেন, ইউসুফ ইবনু আসবাত রহিমাহুল্লাহু একবার পত্র মারফত আমাকে বেশ কিছু উপদেশ দেন। সেগুলো হচ্ছে—

'ভাই আমার! আল্লাহকে ভয় করবেন। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলবেন। নিভৃতে আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করবেন। গভীরভাবে আখিরাতের কথা ভাববেন। কবর ও কবরের পরিস্থিতির কথা চিন্তা করবেন।

মনে রাখবেন, দুনিয়ার সুখ ক্ষণিকের। আখিরাতের সুখ অনন্তকালের।

ভাই আমার! দুনিয়া হলো আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহের উর্বর ক্ষেত্র। যারা সচেতন, তারা দুনিয়াকে আখিরাতের উন্নতির কাজে ব্যবহার করে। আশা করি, আপনিও তাদেরই একজন। তাই দুনিয়াকে তাচ্ছিল্যের চোখে দেখবেন। সম্মানের চোখে দেখবেন না এবং দুনিয়াদারদের দেখে ধোঁকায় পড়বেন না।

ভাই আমার! একদিন আমাদের সবাইকে আমাদের রবের সামনে দাঁড়াতে হবে। দুনিয়ার হিসাব-নিকাশ বুঝিয়ে দিতে হবে। সেদিন ছোট বড় সব আমলই আপনার সামনে উপস্থাপিত হবে। আপনার হৃদয়ের অব্যক্ত কথাগুলোও সেদিন প্রকাশ হয়ে যাবে। তাই এখনই সাবধান হোন। দুনিয়াকে উপেক্ষা করে আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন এবং নীরবে-নিভৃতে বেশি বেশি আখিরাতের কথা স্মরণ করুন। ওয়াসসালাম।'[১২]

---

[১১] *সুনানুত তিরমিজি,* ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহু— *যুহুদ*: ১/৩০১। সনদ : সহিহ।

[১২] *সাফওয়াতুস সাফওয়াহ*: ৪/২৬৩।

[১৯] উবাইদ ইবনু উমায়ের রহিমাহুল্লাহু বলেন—

দুনিয়া হলো আশা ও হতাশার দোলাচল। দুনিয়ার জন্য মেহনত করলে, দুনিয়া অর্জিত হতে পারে; আবার নাও হতে পারে। কিন্তু আখিরাত সুনিশ্চিত। আখিরাতের জন্য কোনো কাজ করলে, আল্লাহ তার প্রতিদান অবশ্যই দেবেন।

দুনিয়ার অংশটুকু জাহান্নামে যাবে

[২০] উবাদা ইবনু সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

يُجَاءُ بِالدُّنْيَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ: مَيِّزُوا مَا كَانَ مِنْهَا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَلْقُوا سَائِرَهَا فِي النَّارِ

'কিয়ামতের দিন দুনিয়াকে উপস্থিত করা হবে। এরপর (ফেরেশতাদেরকে লক্ষ্য করে) বলা হবে—দুনিয়ার যে-অংশ আল্লাহর জন্য বরাদ্দ ছিল, সে অংশ পৃথক করে রাখো; আর যে-অংশ অবশিষ্ট ছিল, সে অংশ জাহান্নামে নিক্ষেপ করো।'[১৩]

দুনিয়া অভিশপ্ত

[২১] মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদির তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

اَلدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا مَا كَانَ مِنْهَا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

'দুনিয়ার যে-অংশ আল্লাহর জন্য নিবেদিত, সেটুকু ব্যতীত দুনিয়া এবং দুনিয়ার সমস্ত কিছু অভিশপ্ত।'[১৪]

দুনিয়ার ওপর আখিরাতের প্রাধান্য

[২২] আবু মুসা আশ'আরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

---

[১৩] *আত তারগিব*: ১/ ৫৫। হাদিস মাওকুফ।

[১৪] *হিলইয়াতুল আওলিয়া*: ৩/১৫৭। হাদিস—যয়িফ।

مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ، وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ، فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى .

'যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালোবাসবে, তার আখিরাত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর যে ব্যক্তি আখিরাতকে ভালোবাসবে তার দুনিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (তবে মনে রাখতে হবে, দুনিয়ার লাভ-ক্ষতি ক্ষণস্থায়ী; আর আখিরাতের লাভ-ক্ষতি স্থায়ী) তাই তোমরা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ওপর চিরস্থায়ী আখিরাতকে প্রাধান্য দাও।'[১৫]

দুনিয়ার সঙ্গে নবিজির কথোপকথন

[২৩] যায়েদ ইবনু আরকাম রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, একদিন আমরা আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু-এর পাশে বসা ছিলাম। এমন সময় তিনি পানি চাইলেন। তাকে মধু মিশ্রিত পানি দেওয়া হলো। পানি মুখের কাছে নিতেই তিনি মধুর ঘ্রাণ পেলেন। অমনি কাঁদতে শুরু করে দিলেন। তার কান্না দেখে অন্যরাও কাঁদতে লাগলেন। ধীরে-ধীরে অন্যদের ক্রন্দন থেমে গেলেও তিনি অনবরত কাঁদতে থাকলেন। দীর্ঘ সময় পর তার কান্না থামল। তিনি চোখ মুছলেন। উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞেস করল, 'আমিরুল মুমিনিন, আপনি এভাবে কাঁদলেন কেন?' জবাবে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমি একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন হঠাৎ দেখি, তিনি কী যেন দূর দূর করে তাড়িয়ে দিচ্ছেন, অথচ তাঁর সামনে তখন কিছুই ছিল না। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনি এভাবে কী তাড়াচ্ছেন?' উত্তরে তিনি বললেন—

هَذِهِ الدُّنْيَا مُثِّلَتْ لِي فَقُلْتُ لَهَا: إِلَيْكِ عَنِّي، ثُمَّ رَجَعَتْ فَقَالَتْ: إِنَّكَ إِنْ أَفْلَتَّ مِنِّي فَلَنْ يَفْلِتَ مِنِّي مَنْ بَعْدَكَ .

'আমার সামনে দুনিয়া স্বরূপে উপস্থিত হয়েছিল। তাই আমি তাকে বলছিলাম, তুমি আমার সামনে থেকে চলে যাও। আমার কথা শুনে সে চলে গেল ঠিকই; কিন্তু যাওয়ার সময় বলে গেল, আপনি আমার ছলনা থেকে বেঁচে গেলেও আপনার আগত উম্মত কিছুতেই বাঁচতে পারবে না।'[১৬]

---

[১৫] *মাজমাউয যাওয়েদ*: ১০/২৪৯। সনদ : সহিহ।

[১৬] *মাজমাউয যাওয়ায়েদ*: ১০/২৫৪। সনদ—যয়িফ।

দুনিয়া তার, আখিরাতে যার কোনো অংশ নেই

[২৪] আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু বলেন—

দুনিয়াকে যে প্রকৃত আবাস হিসেবে গ্রহণ করে, আখিরাতে তার নিরাপদ কোনো ঠাঁই থাকে না। অনুরূপ দুনিয়ার জন্য যে ধনসম্পদ সঞ্চয় করে, আখিরাতে তার বাঁচার কোনো অবলম্বন থাকে না। তা ছাড়া, যে দুনিয়ার জন্য সঞ্চয় করে, সে কখনই জ্ঞানী বলে বিবেচিত হয় না।[১৭]

[২৫] জনৈক ব্যক্তি আলি ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে দুনিয়ার প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে চাইলে, তিনি বলেন—'দুনিয়া হলো এমন একটি ঘর—যেখানে সুস্থরা নিরাপদ, অসুস্থরা অনুতপ্ত; দরিদ্ররা ব্যথিত। শোনো, দুনিয়ার বৈধ সুবিধা গ্রহণ করলে, হিসেব দিতে হবে; আর অবৈধ সুবিধা গ্রহণ করলে জাহান্নামে যেতে হবে।'[১৮]

দুনিয়ার স্বরূপ

[২৬] মায়মূন আল লাখমি রহিমাহুল্লাহু বলেন, একবার নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন সাহাবিদেরকে বললেন—

هَلُمُّوا إِلَى الدُّنْيَا

'এসো, আমি তোমাদেরকে দুনিয়ার স্বরূপ দেখাই।'

একথা বলে তিনি একটি কবর থেকে কয়েক টুকরো ছেঁড়া কাপড় এবং ক্ষয়ে যাওয়া হাড় হাতে নিয়ে বললেন—

'এই হলো 'দুনিয়া'।'[১৯]

দুনিয়া একটি পরীক্ষাগার

[২৭] আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

---

[১৭] *কানযুল উম্মাল*: ৩/১৮৬।
[১৮] *কানযুল উম্মাল*: ৩/৭২০।
[১৯] *আল ইতহাফ*: ২/৮২। হাদিস, মুরসাল।

إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ.

'দুনিয়া বড়ই মনোহরী ও আবেদনময়ী। আল্লাহ তোমাদেরকে এই দুনিয়ার প্রতিনিধি করবেন। অতঃপর দেখবেন, তোমরা দুনিয়ার সঙ্গে কেমন আচরণ করো (এবং মহান আল্লাহর কতটুকু ইবাদাত করো!)'[২০]

দুনিয়া সাময়িক স্বপ্নমাত্র

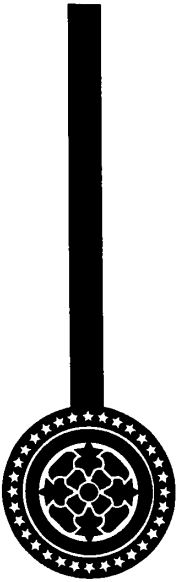
[২৮] ইউনুস ইবনু উবাইদ রহিমাহুল্লাহু বলেন, দুনিয়া সাময়িক স্বপ্নমাত্র। যেমন ধরো, তুমি ঘুমের ঘোরে সুখ-দুঃখের নানা স্বপ্ন দেখো। স্বপ্নের জগতে একেবারে হারিয়ে যাও। কিন্তু ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নটি ভেঙে খানখান হয়ে যায়। সারাটা দিন একটা অতৃপ্তি তোমাকে তাড়া করে বেড়ায়। দুনিয়াও ঠিক তেমনই। দুনিয়ার ভাগ ও ভোগে মজতে না-মজতেই প্রাণবায়ু ফুরিয়ে যায়। পার্থিব অতৃপ্তি ও পরকালীন শাস্তি তখন কষ্ট বাড়ায়।[২১]

[২৯] ইবরাহিম ইবনু উইয়ানাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, একবার এক বিজ্ঞজনকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'আচ্ছা! আপনি এই রহস্যঘেরা দুনিয়াকে কিসের সঙ্গে তুলনা করেন?' উত্তরে তিনি বলেন, 'ঘুমন্ত ব্যক্তির স্বপ্নের সঙ্গে। কারণ, কোনোটিরই স্থিতি ও বিশ্বাসযোগ্যতা নেই।'[২২]

[২০] *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন* : ৩/২২৩। মুরসাল। এই বর্ণনাটিই *আস সুনানুত তিরিজিযিতে* মুত্তাসিল সনদে সহিহ হাদিস আছে।

[২১] *সাফওয়াতুস সাফওয়া* : ৩/৩০৭।

[২২] *আল ইতহাফ* : ৮/১০৭।



দুনিয়ার মূল্য

দুনিয়া মাছির ডানার চেয়েও তুচ্ছ

[৩০] সাহল ইবনু সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'জুল হুলাইফা' নামক স্থান দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন সেখানে একটি মৃত বকরি পড়ে থাকতে দেখলেন। মরে ফুলে যাওয়ার কারণে বকরির পা উপরের দিকে উঁচু হয়ে ছিল। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বকরিটির দিকে সাহাবিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জিজ্ঞেস করলেন—

أَتَرَوْنَ هَذِهِ الشَّاةَ هَيِّنَةً عَلَى صَاحِبِهَا .

'তোমাদের দৃষ্টিতে এই বকরিটি কি তার মালিকের কাছে মূল্যহীন?'

তারা উত্তর দিলেন, 'জি হ্যাঁ, আল্লাহর রাসুল!'

তখন নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى صَاحِبِهَا، وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةً .

'ওই সত্তার শপথ—যার হাতে আমার প্রাণ! এই মৃত বকরিটি তার মালিকের কাছে যতটা মূল্যহীন; মহান রবের কাছে এই দুনিয়া তার চেয়েও অধিক মূল্যহীন। দুনিয়ার মূল্য যদি তাঁর কাছে একটি মাছির ডানা পরিমাণও হতো, তবে তিনি কোনো কাফিরকে এক ঢোক পানিও পান করাতেন না।'[২৩]

দুনিয়া মৃত বকরির চেয়েও মূল্যহীন

[৩১] ইবনু শাদ্দাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার আমরা বেশ কয়েকজন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে কোথাও যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে তিনি একটি মরা বকরি দেখতে পেলেন এবং সে দিকে ইঙ্গিত করে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন—

أَتَرَوْنَ هَذِهِ هَانَتْ عَلَى أَهْلِهَا حِينَ أَلْقَوْهَا.

'তোমরা কি মনে করো যে, বকরিটি তার মালিকদের কাছে মূল্যহীন বিবেচিত হওয়ার কারণেই তারা একে ফেলে দিয়েছে?'

আমরা বললাম, জি হ্যাঁ, আল্লাহর রাসুল! মূল্যহীন বিবেচিত হওয়ার কারণেই তারা একে ফেলে দিয়েছে।'

তখন নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا .

'ওই সত্তার শপথ— যার হাতে আমার প্রাণ! এই মৃত বকরিটি তার মালিকের কাছে যতটা মূল্যহীন; মহান রবের কাছে এই দুনিয়া তার চেয়েও অধিক মূল্যহীন।'[২৪]

[৩২] ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন মৃত একটি বকরির পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রমকালে মন্তব্য করেন—

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذِهِ الشَّاةِ عَلَى أَهْلِهَا .

---

[২৩] *আস সুনান ইবনু মাজাহ*: ৪১১০। সনদ : হাসান।

[২৪] *আস সুনানুত তিরমিজি*: ২৩২২। সনদ : সহিহ।

‘ওই সত্তার শপথ—যার হাতে আমার প্রাণ! এই মৃত বকরিটি তার মালিকের কাছে যতটা মূল্যহীন; মহান রবের কাছে এই দুনিয়া তার চেয়েও অধিক মূল্যহীন।’[২৫]

দুনিয়া তুচ্ছ বলেই পাপীদের আহার জোটে

[৩৩] আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

‘দুনিয়ার মূল্য যদি মহান আল্লাহর কাছে মাছির ডানা পরিমাণও হতো, তাহলে তিনি ফিরাউন-এর মতো নাফরমানকে এক ঢোক পানি কিংবা এক লুকমা খাবারও খাওয়াতেন না।’

এ জীবন মরিচীকাময়

[৩৪] সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা রহিমাহুল্লাহু বলেন—

‘মহান রবের শপথ, দুনিয়ায় মানুষকে যা কিছু দেওয়া হয়, তা কেবলই পরীক্ষার জন্য। সচ্ছলতা দেওয়া হলেও পরীক্ষার জন্য; আবার দারিদ্র্য দেওয়া হলেও পরীক্ষার জন্য। এর বড় প্রমাণ হলো, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি অনেক সময় না খেয়েও থাকতেন। তোমরা তো দিব্যি পেট পুরে খেতে পারো।’

‘হে বনি আদম, এখনই তোমরা আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি নাও। আমলনামা হাতে পাওয়ার পূর্বেই সেটাকে ঢেলে সাজাও। আর মনে রেখো! তোমাদেরকে মহান সত্তার সামনে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে। তোমাদের আমলের হিসাব নেওয়া হবে। দুনিয়ার জীবনের কোনো স্থায়ীত্ব নেই। আর যার কোনো স্থায়িত্ব নেই, তার কোনো মূল্যও নেই।’

[৩৫] আবদুল্লাহ ইবনু আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

একবার নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু হাদিয়া নিয়ে আসা হয়। তখন তিনি হাদিয়া রাখার জন্য একটি পাত্র খুঁজেন। এরপর ওই পাত্রে হাদিয়া রেখে বলেন, ‘এগুলো ঘরের সবচেয়ে সাধারণ জায়গাটিতে রেখে এসো। মহান আল্লাহর কাছে যদি এই দুনিয়ার সামান্য মূল্যও থাকত, তাহলেও তিনি কোনো কাফিরকে মাছির ডানা পরিমাণ খাদ্য-পানীয় দিতেন না।’[২৬]

---

[২৫] *মাজমাউয যাওয়ায়েদ*: ১০/২৮৬। সনদ যয়িফ।

[২৬] *কানযুল উম্মাল*: ৬০৮৪।

[৩৬] সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ একবার বলেন—

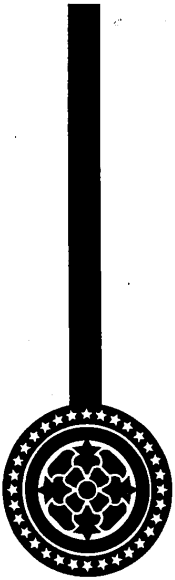
'সৃষ্টিলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত দুনিয়ার যতটুকু ব্যয় হয়েছে, তার চেয়ে আমার এই পুরাতন চাদরটি বেশি মূল্যবান। আর যেটুকু বাকি আছে, সেটুকুও ব্যয়িত অংশের চেয়ে মহোত্তম নয়।'

[৩৭] হারূন ইবনু ইয়াযিদ রহিমাহুল্লাহু বলেন, হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহুর কাছে জানতে চাওয়া হয়—

ثَمَنًا قَلِيلًا

'তার মূল্য সামান্য।' [সুরা বাকারা : ৪১]

উপরোক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যা কী। উত্তরে তিনি বলেন, এর অর্থ হলো, 'সমগ্র দুনিয়া নিতান্ত তুচ্ছ'।



দুনিয়ার দৃষ্টান্ত

দুনিয়া বৃদ্ধা নারীর মতো

[৩৮] আলি ইবনু যিয়াদ রহিমাহুল্লাহু বলেন, একবার আমি অতিশয় এক বৃদ্ধাকে স্বপ্নে দেখি। বার্ধক্যের কারণে তার চামড়ায় ভাঁজ পড়ে গেছে। কিন্তু দেহজুড়ে বহুমূল্য স্বর্ণালংকার থাকায় তাকে বেশ অপরূপ লাগছে। একেবারে ষোড়শী যুবতী মনে হচ্ছে। তার চারপাশে শিশু, যুবক, বৃদ্ধসহ সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষ ভিড় করেছে। তার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এ দৃশ্য দেখে আমি খুবই অবাক হই। কারণ উদ্ঘাটনের জন্য ধীরে-ধীরে বৃদ্ধার দিকে অগ্রসর হই এবং কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করি—

'আপনি কে?'

'তুমি কি আমাকে চিনতে পারোনি?'

'না। আমি আপনাকে কীভাবে চিনব! আমি তো আপনাকে এর আগে কখনো দেখিনি।'

'আমার নাম—দুনিয়া।'

'আমি আপনার অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকতে চাই।'

'সত্যিই যদি তুমি আমার অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকতে চাও, তবে কখনো টাকা-পয়সার মোহে পড়ো না।'[২৭]

[৩৯] সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, আমাকে আবু বকর ইবনু আইয়াশ রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'আমি দুনিয়াকে বৃদ্ধা নারীর আকৃতিতে দেখেছি।'[২৮]

[৪০] ইবরাহিম ইবনু সাইদ রহিমাহুল্লাহু বর্ণনা করেন, আবু বকর ইবনু আইয়াশ রহিমাহুল্লাহু বলেন, একদিন আমি স্বপ্নে একজন কদাকার বৃদ্ধাকে দেখি। তার মাথার চুলগুলো ছিল আধাপাকা ও এলোমেলো। সে মনের সুখে হাত-তালি দিয়ে, কোমর দুলিয়ে হাঁটছিল। বেশ কিছু মানুষ উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করতে করতে তাকে অনুসরণ করছিল। আমার পাশ দিয়ে অতিক্রমের সময় বৃদ্ধা আমাকে বলল, 'তোমাকে বাগে আনতে পারলে এদের মতোই হাল করে ছাড়ব।'

উল্লেখ্য যে, আমি স্বপ্নে যে বৃদ্ধা নারীকে দেখেছিলাম, সে ছিল দুনিয়া।[২৯]

দুনিয়া প্রাণ সংহারকারী পত্নির মতো

[৪১] লাইছ রহিমাহুল্লাহু বলেন, একবার ইসা আলাইহিস সালাম দুনিয়াকে রূপবতী বৃদ্ধা মহিলার আকৃতিতে দেখতে পান। তখন তিনি দুনিয়াকে জিজ্ঞেস করেন—

'এ যাবৎ তুমি মোট কত জনকে বিয়ে করে ছেড়ে দিয়েছ?'

'অনেককে। তবে সঠিক সংখ্যাটা মনে নেই।'

'আচ্ছা, তারা সবাই কি মৃত্যুবরণ করেছে না তোমাকে তালাক দিয়েছে?'

'কেউ মরেনি। আমাকে তালাকও দেয়নি; বরং আমি তাদের সবাইকে নিজ হাতে গলা টিপে হত্যা করেছি।'

'তবে তোমার বর্তমান স্বামীরাও ধ্বংস হোক। তারা পূর্বের স্বামীদের পরিণতি দেখে শিক্ষা নেয় না কেন? তুমি তাদেরকে সারাজীবন তোমার রূপের চাদরে আবৃত করে রাখো; সাথে নিয়ে দেশদেশান্তরে ঘুরে বেড়াও—এরপরও এই হতভাগারা তোমার পিছু ছাড়ে না কেন? আফসোস এদের জন্য। শুধুই আফসোস!'[৩০]

---

[২৭] *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন*: ৩/২২৯। *মুসনাদু আহমাদ*: ৩১২।
[২৮] *হিলইয়াতুল আউলিয়া, আবু নুআইম*: ৮/৩০৪।
[২৯] *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন*: ৩/২২৯।
[৩০] *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন*: ৩/২২৯।

[৪২] লাইছ রহিমাহুল্লাহু বলেন—

একবার জনৈক ব্যক্তি হজরত ইসা আলাইহিস সালামের কাছে এসে বলল, 'আমি আপনার সাথে কিছুদিন থাকতে চাই।' ইসা আলাইহিস সালাম বললেন, 'ঠিক আছে।' এরপর থেকে তার দুজন এক সঙ্গে অবস্থান করতে লাগলেন। একদিন তারা সফরে বের হলেন। চলতে চলতে তারা একটি নদীর তীরে গিয়ে পৌঁছলেন। ততক্ষণে ক্ষুধা ও ক্লান্তি তাদেরকে পেয়ে বসেছে। ইসা আলাইহিস সালাম সঙ্গীকে খাবার বের করতে বললেন। তাঁদের সাথে তিনটি রুটি ছিল। তাঁরা দুজনে দুটি রুটি খেয়ে একটি রুটি রেখে দিলেন। খাওয়ার পরে ইসা আলাইহিস সালাম নদীতে পানি পান করতে গেলেন। কিন্তু ফিরে এসে দেখলেন, রেখে যাওয়া রুটিটি নেই। ইসা আলাইহিস সালাম তখন সফরসঙ্গীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাই, ওই রুটিটা কোথায়?' সে উত্তর দিল, 'আমি জানি না।'

ইসা আলাইহিস সালাম কোনো মন্তব্য না-করে গন্তব্য অভিমুখে চলতে লাগলেন। হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা দূরে যাওয়ার পর সুন্দর একটি হরিণ দেখতে পেলেন। হরিণের সাথে দুটি বাচ্চাও ছিল। ইসা আলাইহিস সালাম একটি হরিণের বাচ্চাকে ডেকে জবাই করলেন। এরপরে হরিণের গোস্ত ভুনা করে দুজনে আহার করলেন। আহার শেষে হরিণের বাচ্চার হাড্ডিগুলো একত্রিত করে বললেন—'হে হরিণ-শাবক, আল্লাহর হুকুমে তুমি জীবিত হয়ে যাও।' ব্যস, সাথে বাচ্চাটি জীবিত হয়ে তার মায়ের সাথে চলে গেল।

ইসা আলাইহিস সালাম তখন তাঁর সঙ্গীকে বললেন, 'আল্লাহর অলৌকিক ঘটনা তো তুমি নিজ চোখেই দেখলে, এবার বলো, ওই রুটিটি কে খেয়েছে?' কিন্তু এবারও সে পূর্বের মতো একই উত্তর দিল। বলল, 'আমি জানি না।'

ইসা আলাইহিস সালাম কথা না-বাড়িয়ে সঙ্গীকে নিয়ে আবারও সামনে চলতে লাগলেন। অনেকক্ষণ চলার পরে তারা একটি পানি ভরা উপত্যাকায় গিয়ে পৌঁছলেন। ইসা আলাইহিস সালাম লোকটির হাত ধরে পানির ওপর দিয়ে উপত্যাকা পার হলেন।

এরপর পুনরায় লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তুমি আল্লাহর মুজিযা দেখলে তো! আমি এই মুজিযার দোহাই দিয়ে বলছি, সত্যি করে বলো, ওই রুটিটি কে নিয়েছে?' লোকটি এবারও আগের উত্তরেরই পুনরাবৃত্তি করল। বলল, 'আমি জানি না।'

তারা আবার সামনে চলতে শুরু করলেন। এবার তারা হাঁটতে হাঁটতে একটি জঙ্গলে গিয়ে পৌঁছালেন। ইসা আলাইহিস সালাম গহীন জঙ্গলের এক জায়গা থেকে এক মুঠো মাটি তুলে বললে, 'হে মাটি, তুমি আল্লাহর হুকুমে স্বর্ণ হয়ে যাও।' তার মুখের কথা

শেষ হতে না হতেই হাতের মাটিগুলো স্বর্ণ হয়ে গেল। এবার ইসা আলাইহিস সালাম স্বর্ণগুলোকে তিন ভাগ করে বললেন, 'এই স্বর্ণগুলোর একভাগ তোমার, এক ভাগ আমার, আর অন্যভাগ যে তৃতীয় রুটিটি নিয়েছিল তার।'

এবার লোকটি আবেগের সুরে বলল, 'তৃতীয় রুটিটি তো আমি নিয়েছিলাম।' প্রত্যুত্তরে ইসা আলাইহিস সালাম বললেন, 'তাহলে সব স্বর্ণ আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম।' একথা বলে তিনি লোকটিকে সেখানে একাকী রেখে অন্যত্র চলে গেলেন।

ইসা আলাইহিস সালাম সেখান থেকে যেতে না যেতেই দুই জন লোক এসে সেখানে হাজির হলো। তারা এত স্বর্ণ দেখে লোভ সামলাতে পারল না। তাই স্বর্ণের মালিককে বলল, তোমার স্বর্ণ আমাকে দিয়ে দাও। অন্যথায় আমরা তোমাকে খুন করে ফেলব। মালিক তখন কৌশল খাটিয়ে বলল, খুনখারাবির দরকার নেই। এই স্বর্ণ আমরা তিনজনে সমানভাবে ভাগ করে নেব। তার এই প্রস্তাব ডাকাতদের মনে ধরল। তারা সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল।

এরপর তারা খাবার কেনার জন্য একজনকে বাজারে পাঠাল। লোকটি বাজারে যেতে যেতে মনে-মনে ভাবল, সমস্ত স্বর্ণ সে একাই নেবে। তাই সে ফন্দি করে খাবারে বিষ মিশিয়ে নিয়ে গেল।

ওদিকে অপর দুইজন ভাবল, আমরা একটি অংশ শুধু অন্য একজনকে কেন দিতে যাব? এরচেয়ে বরং লোকটি বাজার থেকে ফেরা মাত্রই আমরা তাকে হত্যা করে ফেলব এবং সমস্ত স্বর্ণ দু-ভাগে ভাগ করে নিয়ে নেব।

ব্যস, যেই কথা, সেই কাজ। লোকটি খাবার নিয়ে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে তারা তাকে হত্যা করে ফেলল। এরপর তারা মনের সুখে খাবার খেতে বসল। খাবার খাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই বিষক্রিয়া শুরু হয়ে গেল এবং ধীরে ধীরে তারা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। এভাবে তারা তিনজনই মারা পড়ল।

ইসা আলাইহিস সালাম সফর থেকে ফেরার পথে তাদের এই অবস্থা দেখে স্বগতোক্তির মতো করে মন্তব্য করলেন, 'এটাই হলো 'দুনিয়া'।[৩১]

দুনিয়া যেন সরাইখানা

[৪৩] যাবের রহিমাহুল্লাহু বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু আলি রহিমাহুল্লাহু একবার আমাকে ডেকে বলেন—

---

[৩১] *হিলইয়াতুল আওলিয়া*: ৩/২৪২।

'যাবের! আমি খুব অস্বস্তি বোধ করছি।'

'কিন্তু কেন?'

'আমার মনে হয়, স্বচ্ছ হৃদয়ে যখন নির্মল দ্বীনের প্রবেশ ঘটে, তখন সেখানে দুনিয়ার মায়া-মোহ বলতে কিছু থাকে না। বরং দুনিয়ার মায়া-মোহ তখন একেবারেই মেকি মনে হয়। কারণ, বাস্তবে দুনিয়া নিতান্তই তুচ্ছ।

যাবের! দুনিয়া মূলত আরোহণের বাহনের মতো—একটু পরেই তোমাকে গন্তব্যে নামিয়ে দিয়ে চলে যাবে। কিংবা পরিধানের কাপড়ের মতো—একটু পরেই তুমি তা খুলে ফেলবে। কিংবা ফুলশয্যায় শায়িত নারীর মতো—একটু পরে যে তোমার বিরক্তি উৎপাদন করবে।

যাবের! তুমি সব সময় আল্লাহকে স্মরণ করবে। দুনিয়ার চিন্তা মনে ঠাঁই দেবে না। আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়ার চেষ্টা করবে। কারণ, যারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা, দুনিয়া তাদেরকে ধোঁকা দিতে পারে না। দুনিয়ার চাকচিক্য তাদের হৃদয়কে আপ্লুত করতে পারে না। মনে রেখো, দুনিয়া একটি সরাইখানার মতো—যেখানে মুসাফির ও পথচারীরা কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেয়। এরপর আবার যাত্রা শুরু করে। কেউ সেখানে চিরকাল থাকে না। তাই তুমিও দুনিয়ায় চিরকাল থাকার কথা ভেবো না। নিজের প্রতি খেয়াল রেখো। আল্লাহ তোমাকে যেভাবে হিফাজত করছেন, তুমিও ঠিক সেভাবে তাঁর দ্বীনকে হিফাজত করো।'

দুনিয়া ঘুমন্ত ব্যক্তির স্বপ্নের মতো

[৪৪] হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'দুনিয়াটা ঘুমের মতো। ঘুমন্ত ব্যক্তি যেমন ঘুমের ঘোরে হাজারো স্বপ্ন দেখে; কিন্তু ঘুম থেকে উঠলে সেগুলোর কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পায় না—দুনিয়াও ঠিক তেমনি। এখানে মানুষ হাজারো স্বপ্ন দেখে; কিন্তু মৃত্যুর ফেরেশতা আসা মাত্রই মনে হয়, স্বপ্নগুলো অধরাই রয়ে গেছে। তখন স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা নিয়েই কবরে যেতে হয়।'

নুহ আলাইহিস সালামের দৃষ্টিতে দুনিয়ার দৃষ্টান্ত

[৪৫] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার আজরাইল আলাইহিস সালাম নুহ আলাইহিস সালামের কাছে গিয়ে বলেন, 'হে আল্লাহর নবি, আপনি তো দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন। এই দীর্ঘ জীবনে দুনিয়া সম্পর্কে কী অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন?

উত্তরে নুহ আলাইহিস সালাম বলেন—

اَلدُّنْيَا كَرَجُلٍ دَخَلَ بَيْتًا لَهُ بَابَانِ، فَقَامَ فِي وَسَطِ الْبَيْتِ هُنَيَّةً، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ الْآخَرِ.

'দুনিয়া দুই দরোজা বিশিষ্ট ছোট্ট একটি ঘরের মতো—যার এক দরোজা দিয়ে ঢুকে অপর দরোজা দিয়ে বের হতে হয়।'

দুনিয়া ও আল্লাহর কথোপকথন

[৪৬] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

দুনিয়া মূলত আসমান-জমিনের মাঝে ঝুলন্ত একটি নষ্ট মশকের মতো। সে সৃষ্টির শুরুলগ্ন থেকে ধ্বংসের শেষ লগ্ন পর্যন্ত মহান আল্লাহকে ডেকে বলতে থাকবে, 'হে আমার রব, আপনি কেন আমাকে এতটা ঘৃণা করেন? আপনি কেন আমাকে এতটা নিকৃষ্ট বানিয়েছেন?' তারা প্রতিটি ডাকের উত্তরে আল্লাহ বলেন, 'খামোশ, তুই এতটাই তুচ্ছ যে, আমার সঙ্গে কথা বলার যোগ্যতাও তোর নেই।'[৩২]

দুনিয়া যেন বিষাক্ত সাপ

[৪৭] আওন ইবনু মা'মার রহিমাহুল্লাহু বলেন, জনৈক আলিম পত্র মারফত উমর ইবনু আবদুল আজিজ রহিমাহুল্লাহুকে জানান যে—

'দুনিয়া একেবারেই ক্ষণস্থায়ী। মানুষ এখানে চিরদিন থাকতে পারে না। খালি হাতে আসে; আবার খালি হাতে ফিরে যায়। আমাদের আদি পিতা আদম আলাইহিস সালামকে এখানে পাঠানো হয়েছিল শাস্তিস্বরূপ। কিন্তু মানুষ এটা বুঝতে চায় না। এই জীবনের পরেও যে, একটা জীবন আছে এবং সেই জীবনে পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা আছে মানুষ সেটা মানতে চায় না। তাই দুনিয়ার প্রাপ্তিকেই তারা মহান আল্লাহর দেওয়া মহাপুরস্কার মনে করে। অনুরূপ দুনিয়ার কষ্ট ও শাস্তিকেই তারা চূড়ান্ত শাস্তি মনে করে।

মনে রাখবেন, দুনিয়া সাপের মতো। গায়ে হাত দিলে কোমল ও শীতল মনে হয়। ভেতরে অন্যরকম শিহরণ জাগে। কিন্তু ছোবল দিলে বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয়। দুনিয়ার এই ছোবল থেকে বাঁচতে হলে আপনাকে অসুস্থ ব্যক্তির মতো সাবধান থাকতে হবে। অসুস্থ ব্যক্তি যেমন চিকিৎসকের নির্দেশনা মেনে চলে। যাচ্ছে তাই করতে পারে না। আপনাকেও ঠিক তাই করতে হবে। আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলতে হবে। যাচ্ছে তাই করা যাবে না।

---

[৩২] *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন*: ৩/২১৮। (আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।)

আরেকটা ব্যাপার, দুনিয়ার ধোঁকায় পড়ে নিজেকেব শেষ করে দেবেন না। এপারের সামান্য সুখ-দুঃখকে চূড়ান্ত মনে করবেন না। মহান রব আপনার জন্য ওপারে অনেক সুখের ব্যবস্থা রেখেছেন। তাই ওপারের সুখের জন্য এপারের সুখ বিসর্জন দিন।'

দুনিয়া সুখের জায়গা নয়

[৪৮] আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে ছিলাম। তিনি কবুতরের বাসার মতো ছোট একটি ঘরে খেজুর-পাতার পাটি বিছিয়ে শুয়ে ছিলেন। তাঁর কোমল দেহে শক্ত পাটির দাগ বসে গিয়েছিল। আমি সেই দগদগে দাগে আলতো করে হাত বুলাচ্ছিলাম আর কাঁদছিলাম। তিনি আমার কান্নার শব্দ পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—

يَا عَبْدَ اللهِ مَا يُبْكِيكَ .

'আবদুল্লাহ, তুমি কাঁদছ কেন?'

আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনার এই দুরবস্থা দেখে আমার শুধু কায়সার-কিসরার কথা মনে পড়ছে। তারা রেশমের ও মখমলের দামি বিছানায় শয়ন করে। আর আপনি সামান্য খেজুর পাতার চাটাইয়ে শুয়ে আরাম করেন! আপনি কি লক্ষ করেছেন, আপনার গায়ে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গেছে। উত্তরে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ؟ مَا أَنَا وَالدُّنْيَا إِلَّا كَمَثَلِ رَجُلٍ مَرَّ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ فَاسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَمَّا أَبْرَدَ ارْتَحَلَ، فَذَهَبَ .

'কেঁদো না। তুমি কি এটা জেনে প্রীত হবে না যে, দুনিয়ার সুখ তাদের জন্য; আর আখিরাতের সুখ একান্তই আমাদের জন্য? 'আমার এবং দুনিয়ার দৃষ্টান্ত হলো ওই পথিকের মতো, যে গ্রীষ্মের ভরদুপুরে গরমের তীব্রতা থেকে বাঁচতে গাছের ছায়ায় একটু জিরিয়ে নেয়। এরপর গরমের তীব্রতা কমে এলে গাছটিকে পেছনে ফেলে সামনে চলে যায়।'[৩৩]

[৩৩] *মাজমাউয যাওয়ায়েদ*: ১০/৩২৬। সনদ সহিহ।

দুনিয়া হলো ক্ষণপুর

[৪৯] মুহাম্মাদ ইবনু আনাস রহিমাহুল্লাহু বলেন, একবার একটি কাফেলা 'আবরাকুল আযযাফ' নামক স্থান অতিক্রম করছিল। তখন তারা একটি অদৃশ্য আওয়াজ শুনতে পায়। তাদেরকে বলা হয়—

وَإِنَّ امْرَءًا دُنْيَاهُ أَكْبَرُ هَمِّهِ ... لَمُسْتَمْسِكٌ مِنْهَا بِحَبْلِ غُرُورِ

'দুনিয়াকে লক্ষ্য মেনে
রইছে মানুষ অনেক দূরে
পড়ছে গলায় ধোঁকার রশি
বাঁধছে বাসা ক্ষণপুরে।'[৩৪]

দুনিয়া হলো পানির মতো

[৫০] হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু বলেন, আমার নিকট একথা পৌঁছেছে যে, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন—

إِنَّمَا مَثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ الْمَاشِي فِي الْمَاءِ، هَلْ يَسْتَطِيعُ الَّذِي يَمْشِي فِي الْمَاءِ أَلَّا تَبْتَلَّ قَدَمَاهُ؟.

'দুনিয়া হলো পানির মতো। পানিতে নেমে কেউ কি পা না ভিজিয়ে থাকতে পারে?'[৩৫]

[৩৪] *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন*: ৩/২২৮। *বাহজাতুল মাজালিস*: ৩/২৯৫।
[৩৫] *কানযুল উম্মাল*: ১/২০১। মুনকাতি, মুরসাল।



দুনিয়ার প্রতারণা

দুনিয়া বিশ্বাস ঘাতকতার পরম ক্ষেত্র

[৫১] জাবের ইবনু আওন আল আসাদি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, সুলাইমান ইবনু আবদুল মালিক খলিফা হওয়ার পরে সর্বপ্রথম প্রদত্ত ভাষণে বলেন—

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর। তিনি যা ভাবেন, তাই করেন। যাকে ইচ্ছা, মর্যাদার উচ্চাসনে উন্নীত করেন। আবার যাকে ইচ্ছা, অমর্যাদার অতলে অবনমিত করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা, দান করেন। আবার যাকে ইচ্ছা, বঞ্চিত করেন। নিঃসন্দেহে এই ধূসর দুনিয়া ধোঁকায় পূর্ণ। প্রতারণা ও বিশ্বাস ঘাতকতার পরম ক্ষেত্র। এই দুনিয়া যেকোনো সময় যেকোনো রূপ ধারণ করতে পারে। যেকোনো জায়গায় যে কাউকে ধোঁকায় ফেলতে পারে। আজ এক রূপে একজনের কাছে; কাল আবার আরেক জনের কাছে আরেক রূপে।

সে বেদনাহত ব্যক্তির মুখে সহসাই হাসি ফোটায়। আবার আনন্দিত ব্যক্তিকে এক নিমিষেই কাঁদিয়ে ফেলে। নিরাপদকে আতঙ্কগ্রস্ত করে; আবার আতঙ্কগ্রস্তকে নিরাপদ করে। ধনীকে গরিব করে; আবার গরিবকে ধনী করে।

সম্মানিত উপস্থিতি! আপনারা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতারিত কুরআন আঁকড়ে ধরুন। কুরআনকে নিজেদের আদর্শ ও সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করুন। এই কিতাব পূর্ববর্তী

সকল কিতাবকে রহিত করে দিয়েছে। এর পরে আল্লাহ তাআলা আর কোনো কিতাব নাযিল করবেন না। মনে রাখবেন, এই কুরআন শয়তানের ষড়যন্ত্র ও কূটচাল এমনভাবে স্পষ্ট করে দেয়, যেভাবে প্রভাতের আলো রাতের আঁধারকে দূর করে দেয়।[৩৬]

প্রতারণা দুনিয়া ও দুনিয়ার মানুষের মজ্জাগত

[৫২] হিশাম ইবনু ইসমাইল রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'প্রাচীন কালে লোকেরা পায়ে হেঁটে কিংবা কোনো পশুর পিঠে চড়ে দূরদূরান্তে সফর করত। পাথেয় হিসেবে হালকা পোশাক, শুকনো খাবার ও নগদ অর্থ সাথে নিত। বিভিন্ন এলাকার ডাকাতদের এ কথা খুব ভালো করে জানা ছিল। তাই তারা মুসাফিরদের টাকা-পয়সা লুট করার জন্য বিজন প্রান্তরে ওত পেতে থাকত। সুযোগ পেলেই তাদেরকে হত্যা করে টাকা-পয়সা নিয়ে যেত। একদিন এক মুসাফির জনমানবহীন একটি মরু-এলাকা অতিক্রম করছিল। একদল ডাকাতের চোখ পড়ে যায় ওই মুসাফিরের ওপর। সুযোগ বুঝে তারা ওই মুসাফিরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাকে হত্যা করে ফেলে। কিন্তু তার দেহ ও পাথেয় তল্লাশি করে কেবল একটি চিরকুট পাওয়া যায়। সে চিরকুটটিতে লেখা ছিল—

এক. আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ভাগ্য ও তাকদির সত্য। সুতরাং দুনিয়ার অর্থসম্পদ ও মান-সম্মানের জন্য অতিরিক্ত দৌড়ঝাঁপ করা অর্থহীন।

দুই. প্রতারণা মানুষের মজ্জাগত স্বভাব। সুতরাং কাউকে চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস না করাই উন্নত মানবীয় গুণ।

তিন. মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কাজে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা এক ধরনের বোকামি।'

দুনিয়া ধোঁকায় পূর্ণ

[৫৩] আবু জা'ফর রহিমাহুল্লাহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

يَا عَجَبًا كُلَّ الْعَجَبِ لِلْمُصَدِّقِ بِدَارِ الْخُلُودِ وَهُوَ يَسْعَى لِدَارِ الْغُرُورِ.

[৩৬] *যুহদ, ইমাম বাইহাকি*: ২১৫।

'আফসোস তাদের জন্য, যারা পরকালের চিরস্থায়ী বাসস্থানের ওপর বিশ্বাস রাখা সত্ত্বেও; ধোঁকায় পূর্ণ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জন্য দৌড়ঝাঁপ করে।'[৩৭]

[৫৪] হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু নিচের আয়াতটি—

فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورِ.

'পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে। আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারিত শয়তানও যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে।'[সুরা লোকমান : ৩৩]

তিলাওয়াত করার সময় বলতেন, 'এ কথাটি কে বলেছেন, জানো?' এরপর নিজেই বলতেন, 'এটা হচ্ছে সেই মহান রবের কথা যিনি এই দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি দুনিয়া সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞাত।'

দুনিয়া সবাইকে ফাঁদে ফেলে

[৫৫] ফুদাইল ইবনু ইয়াজ রহিমাহুল্লাহু বলেন, একবার বাদশাহ হারুনুর রশিদ একবার কাবা-চত্বরে দাঁড়িয়ে সমবেত মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে বলেন—

'মুহতারাম হাজিরিন! দুনিয়া ধোঁকায় পূর্ণ। সীমাহীন প্রবঞ্চক। সে কারও ক্ষতি বৈ উপকার করতে পারে না। সে আমাদের অনেক পূর্ববর্তীকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে ধ্বংস করেছে। একসময় আমাদেরকেও ধ্বংস করবে। সুতরাং সাবধান! দুনিয়ার প্রতারণার জালে পা দেবেন না। নিজেদের আখিরাতের বরবাদি ডেকে আনবেন না।'

ফুদাইল ইবনু ইয়াজ রহিমাহুল্লাহু বলেন, তার এই বক্তব্য শুনে আমার হৃদয় কেঁপে উঠে। চোখগুলো অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ে।

[৩৭] আল ইতহাফ: ৮/৮২। হাদিস, মুরসাল।



দুনিয়াদার ও তার পরিণতি

জাহান্নাম আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে

[৫৬] ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন—

কিয়ামতের দিন দুনিয়াকে বৃদ্ধা নারীর আকৃতিতে উপস্থিত করা হবে। তার চক্ষুযুগল থাকবে নীল। চেহারা থাকবে বিশ্রী ও কদাকার। দাঁতগুলো থাকবে উঁচু। নাক থাকবে থ্যাবরানো। এই বৃদ্ধা নারীর দিকে ইঙ্গিত করে মানুষকে জিজ্ঞাসা করা হবে, 'তোমরা কি এই বৃদ্ধাকে চেনো?' তারা বলবে, 'না, আমরা একে চিনি না। আর চিনতেও চাই না।' তখন তাদেরকে বলা হবে, 'এই বৃদ্ধার নাম দুনিয়া। এরই জন্য তোমরা আত্মহননে লিপ্ত হয়েছ। পরস্পর রক্তপাত করেছ। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছ এবং এরই পেছনে ছুটতে গিয়ে মহান আল্লাহকে ভুলে গিয়েছ।'

এরপরে ওই কুৎসিত কদাকার বৃদ্ধাকে জাহান্নামের অতলে নিক্ষেপ করা হবে। সে তখন বলতে থাকবে, 'হে আল্লাহ, দুনিয়ায় যারা আমাকে হৃদয় উজাড় করে ভালোবাসত, আমার আজ্ঞাবহ হয়ে চলত তারা আজ কোথায়? তাদেরকেও আমার সঙ্গে জাহান্নামে নিক্ষেপ করুন। আমি তাদেরকে ছাড়া থাকতে পারব না।' তখন আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে লক্ষ করে বলবেন—

أَلْحِقُوا بِهَا أَتْبَاعَهَا .

'যারা দুনিয়াকে ভালোবাসত, তার আজ্ঞাবহ হয়ে চলত তাদেরকেও আজ তার সাথে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো।'[৩৮]

[৫৭] ফুদাইল ইবনু ইয়াজ রহিমাহুল্লাহু বলেন—

কিয়ামতের দিন দুনিয়াকে অনেক অলংকারে সুসজ্জিত করে আল্লাহর সামনে উপস্থিত করা হবে। তখন দুনিয়া বলবে, 'হে আমার রব, আপনি আমাকে ওই বান্দার ঠিকানা বানান যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। আল্লাহ তাআলা তখন বলবেন, 'তুমি আমার সবচেয়ে নিকৃষ্ট বান্দার ঠিকানা হওয়ারও যোগ্য নও। তুমি বরং ধুলিস্যাৎ হয়ে যাও।' তখন দুনিয়া ধুলিস্যাৎ হয়ে যাবে।[৩৯]

দুনিয়াদার যখন মনিব

[৫৮] কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

তোমরা এই দুনিয়াকে ভালোবাসতে-বাসতে এক সময় দুনিয়া এবং দুনিয়াদারদের দাসে পরিণত হবে। আর দুনিয়া এবং দুনিয়াদাররা হবে তোমাদের মনিব। তোমাদের মাঝে এমন একটা সময় আসবে যখন তোমরা ওয়াজ-নসিহতকে অপছন্দ করবে। দুনিয়াটা তখন পাপাচারে ছেয়ে যাবে। মুমিনরা নিজেদের ইমান এমনভাবে গোপন করবে, যেভাবে ফাসিকরা তাদের পাপকে গোপন রাখে। তখন মুমিনদেরকে তাদের ইমানের জন্য এমনভাবে লজ্জা দেওয়া হবে, যেভাবে ফাসিকদেরকে তাদের পাপের কারণে লজ্জা দেওয়া হয়। এজন্য তখন ইমান-আমল নিয়ে থাকাটাই হবে সবচেয়ে বড় 'যুহুদ'।[৪০]

বনি ইসরাইলের ধ্বংসের কারণ ছিল দুনিয়া

[৫৯] হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

বনি ইসরাইল যথেষ্ট পরিমাণে আল্লাহর ইবাদাত করত। এরপরও তাদেরকে ধ্বংস করার কারণ হলো, তারা দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল। দুনিয়ার প্রেমে মত্ত হয়ে পড়েছিল এবং এই দুনিয়ার কারণেই মূর্তি পূজায় লিপ্ত হয়েছিল।[৪১]

---

[৩৮] *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন*: ৩/২২৯।
[৩৯] *রাবিউল আবরার*: ১/৬০।
[৪০] *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন*: ৩/২২৫।
[৪১] ইহইয়াউ *উলুমুদ্দিন*: ৩/২২৩।

দুনিয়ার মোহগ্রস্ত হৃদয় নিস্তরঙ্গ

[৬০] মালেক ইবনু দিনার রহিমাহুল্লাহু বলেন—

শরীর অসুস্থ হলে যেমন আহার, নিদ্রা কিছুই ভালো লাগে না; ঠিক তেমনি অন্তরটা দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে এবং হৃদয়ের তার ভালোবাসা গেঁথে গেলে ওয়াজ-নাসিহাও ভালো লাগে না। অনেক সময় ওয়াজ-নাসিহা শুনলেও হৃদয়ে বসে না। তাই কোনো সুফলও পাওয়া যায় না।[৪২]

[৬১] জা'ফর রহিমাহুল্লাহু বলেন, আমি মালেক ইবনু দিনার রহিমাহুল্লাহুকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন—

দুনিয়া নিয়ে তুমি যে-পরিমাণ চিন্তা করবে, হৃদয় থেকে আখিরাতের সে পরিমাণ চিন্তা বিদায় নেবে। আর আখিরাত নিয়ে যে-পরিমাণ চিন্তা করবে, হৃদয় থেকে দুনিয়ার সে পরিমাণ চিন্তা চিন্তা বের হয়ে যাবে।

দুনিয়াদারদের জন্য আফসোস

[৬২] সিররি ইবনু ইয়ান'আম রহিমাহুল্লাহু বলেন—

আফসোস দুনিয়া প্রেমীদের জন্য! তোমরা কি এমন কিছুকে ভালোবাসবে, যেটাকে আল্লাহ অপছন্দ করেন?

[৬৩] আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, জনৈক জ্ঞানী বলেছেন, দুনিয়াদারদের শিক্ষার জন্য কি এতটুকু যথেষ্ট নয় যে, তারা দুনিয়ার পঙ্কিল অবস্থা দেখছে! জীবন এবং সম্পদের মধ্যে বিপদ-আপদ, উত্থান-পাতান দেখছে। শরীরের ভালো-মন্দ, সুস্থতার উঠানামা অনুভব করছে? তারপরেও তারা দুনিয়ার ব্যাপারে উদাসীন কেন?

[৬৪] আবদুল ওয়াহিদ রহিমাহুল্লাহু বলেন—

আফসোস, ওই সকল আবেদের জন্য—যারা রাত-দিন একাকার করে দুনিয়া তালাশ করে। অথচ তারা জানে, মহান আল্লাহ নিজ দায়িত্বে তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করেন। এরপরও দুনিয়ার জন্য দৌড়ঝাঁপ করতে তাদের বিবেকে বাঁধে না?

[৬৫] হুসাইন ইবনু কাসেম রহিমাহুল্লাহু বলেন, আবদুল ওয়াহিদ ইবনু যায়েদ রহিমাহুল্লাহু কসম করে বলেন, আমার দৃষ্টিতে দুনিয়ার লোভলালসা মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। অতএব, বন্ধুরা আমার! দুনিয়াদারদেরকে দেখলে আপনারা ঈর্ষা করবেন না।

---

[৪২] *হিলইয়াতুল আওলিয়া*: ২/৩৬২।

তাদের বিপুল উপার্জন ও অর্থকড়ি দেখে লালায়িত হবেন না। বরং তাদেরকে সব সময় বাঁকা চোখে দেখবেন। তাদের প্রতি দৃষ্টি গেলেই, কিয়ামত দিবসে মহান রবের সামনে তাদের অপরাধী হয়ে দাঁড়ানোর করুণ দৃশ্য কল্পনা করবেন।

বন্ধুরা আমার! লোভ দুই প্রকার। **এক.** উপকারী লোভ। আর এই লোভের তাৎপর্য হলো, অনবরত মহান রবের ইবাদাত করা সত্ত্বেও হৃদয় পরিতৃপ্ত না হওয়া। আরও বেশি বেশি ইবাদাত করার আগ্রহ পোষণ করা। **দুই.** ক্ষতিকর লোভ। এই লোভের তাৎপর্য হলো, সব সময় দুনিয়ার প্রতি লালায়িত থাকা। কিছু পেলে আরও বেশি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা।

প্রিয় ভায়েরা আমার! মানুষ দুনিয়াকে এত বেশি ভালোবাসে ও গুরুত্ব দেয় যে, পরকালের জন্য কোনো কাজ করার সময় পায় না। তারা অনবরত দুনিয়া জমা করে চলেছে। অথচ এই দুনিয়া চিরকাল তাদের হাতে থাকবে না। একদিন এই সব ছেড়ে আখিরাতে পাড়ি জমাতে হবে। আখিরাত বাকি থাকবে। কিন্তু আফসোস, আখিরাত নিয়ে মানুষের কোনো চিন্তা নেই।

দুনিয়াদার ধিকৃত; দুনিয়া নয়

[৬৬] আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াররাক আমাকে একটি কবিতা শুনিয়েছিলেন। কবিতাটি হলো—

'মৃত্যু দুনিয়ার সৌন্দর্য কেড়ে নিয়েছে। দুনিয়াদারদেরকে অপদস্থ করে ছেড়েছে। দুনিয়াকে কখনো ভর্ৎসনা করো না। কারণ, দুনিয়ার প্রকৃতি ও চরিত্র একেবারে পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট। সে তার ভক্তদের ত্রুটি প্রকাশ করে দেয়। তাদেরকে অপদস্থ করে। দুনিয়া ব্যক্তি, পরিবার, আত্মীয়স্বজন—সবাইকে ধ্বংস করে দেয়। যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, দুনিয়া তার অনুগত হয়। দুনিয়া মানুষদের সাথে শত্রুসুলভ আচরণ করা সত্ত্বেও মানুষ দুনিয়ার প্রতি বন্ধুসুলভ আচরণ করে।'

[৬৭] আবি সুলাইমান রহিমাহুল্লাহু বলেন—

যারা দিন-রাত দুনিয়ার তালাশে ব্যতিব্যস্ত থাকে, দুনিয়া তাদের হাতে ধরা দিতে চায় না। আর যারা দুনিয়া থেকে দূরে থাকে, দুনিয়া তাদের পদতলে মাথা ঠুকে। দুনিয়াদাররা দুনিয়ার পেছনে ছুটতে ছুটতে একসময় আয়ু শেষ করে ফেলে। এরপর সবকিছু ছেড়ে নিঃসঙ্গ অবস্থায় পরপারে পাড়ি জমায়। অতএব তুমি ভেবে দেখো, কী করবে?[৪৩]

---

[৪৩] *যুহ্দ, ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহু*: ৫৩৯।

দুনিয়াদার ইবাদতের স্বাদ পায় না

[৬৮] ওয়াহহাব ইবনু মুনাব্বিহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, ইসা আলাইহিস সালাম বলেন—

بِحَقٍّ أَقُولُ لَكُمْ: كَمَا يَنْظُرُ الْمَرِيضُ إِلَى طَيِّبِ الطَّعَامِ فَلَا يَلْتَذُّ بِهِ مِنْ شِدَّةِ الْوَجَعِ، كَذَلِكَ صَاحِبُ الدُّنْيَا لَا يَلْتَذُّ الْعِبَادَةَ، وَلَا يَجِدُ حَلَاوَتَهَا مَعَ مَا يَجِدُ مِنْ حُبِّ الدُّنْيَا.

'আমি তোমাদেরকে একটি বাস্তব কথা বলছি, অসুস্থ ব্যক্তি যেমন অসুস্থতার কারণে ভালো খাবারেরও স্বাদ পায় না; ঠিক তেমনি দুনিয়াদার ব্যক্তিও দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা পোষণের কারণে আল্লাহর ইবাদাতে স্বাদ পায় না।'

দুনিয়াদার ভুল ধারণার শিকার হয়

[৬৯] ইসহাক ইবনু আব্বাদ রহিমাহুল্লাহু বলেন, আমাকে একজন জ্ঞানী লোক বলেছিলেন—

'মানুষের চরিত্র ও প্রকৃতি দেখলে বড় অবাক লাগে। তারা দুনিয়াকে আসল ঠিকানা মনে করে। কাজেই তুমি যদি দুনিয়াদারকে সদুপদেশ দিতে যাও, তাহলে সে তোমাকে শত্রু ভেবে বসবে।'

[৭০] হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'দুনিয়াদাররা দুনিয়ায় ধোঁকার শিকার হয়। আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।'[৪৪]

দুনিয়ার চিন্তা আখিরাতের চিন্তাকে দূর করে দেয়

[৭১] মালেক ইবনু দিনার রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'তুমি এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জন্য যে-পরিমাণ চিন্তা করবে, তোমার হৃদয় থেকে আখিরাতের চিন্তা সে-পরিমাণ হ্রাস পাবে। অনুরূপ তুমি আখিরাত নিয়ে যতটুকু চিন্তা করবে, তোমার অন্তর থেকে দুনিয়ার চিন্তা ততটুকু কমে যাবে।'[৪৫]

---

[৪৪] *বাহজাতুল মাজালিস*: ২/২৯৭।
[৪৫] *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন*: ৩/২২৪।

একটি চিঠির হৃদয় নিংড়ানো কথা

[৭২] ইসহাক ইবনু আবদুল মুমিন রহিমাহুল্লাহু বলেন, আহমাদ ইবনু আসেম ইনতাকি রহিমাহুল্লাহু একবার আমার কাছে দীর্ঘ একটি চিঠি লিখেন। সেখানে তিনি বলেন—

মুহতারাম, আমি খুব দুশ্চিন্তায় আছি। দুশ্চিন্তা আমাকে বিপর্যস্ত করে ফেলেছে। আমি এখন খেই হারিয়ে ফেলেছি। বর্তমানে আলিমরা দুনিয়া ও সম্পদের ফিতনায় জর্জরিত। আর মূর্খরা দুনিয়া নিয়েই তৃপ্ত ও পরিতৃপ্ত।

ভাই আমার! বুজুর্গদের সান্নিধ্যে থাকার চেষ্টা করবেন। তাঁরা আপনাকে ভালো কাজের দিকে আহ্বান করবেন। মুমিন মুত্তাকিদের সাথে উঠা-বসা করবেন। তারা আপনাকে তাকওয়ার পাঠ দেবেন।

কখনোই দুনিয়াদারদের সাথে মিশবেন না। তারা আপনার দ্বীন ও ইমান বরবাদ করে ফেলবে। অসৎ পথে পরিচালিত করবে। তখন অবচেতনেই আপনি দুনিয়ামুখী হয়ে পড়বেন।

ভাই আমার, কামনাবাসনা থেকে দূরে থাকবেন। আল্লাহ তাআলা আপনাকে যে অবস্থায় রাখেন, তাতেই সন্তুষ্ট থাকবেন। প্রবৃত্তির দাসত্ব করবেন না। কারণ, সঠিক পথে চলার ক্ষেত্রে প্রবৃত্তিই সবচেয়ে বড় বাধা।

কখনো দুনিয়ার পেছনে কখনো পড়বেন না। কারণ, দুনিয়া মানুষের স্থায়ী ঠিকানা নয়। এটা মুসাফিরের সরাইখানার মতো। বিশ্রাম শেষ হলেই আপনাকে এখান থেকে প্রস্থান করতে হবে।

দুনিয়াদার দ্বীন বিসর্জন দেয়

[৭৩] যাকারিয়া ইবনু আদ রহিমাহুল্লাহু বলেন, ইসা আলাইহিস সালাম বিশিষ্টজনদের উদ্দেশ্যে বলেন—

'তোমরা সর্বাবস্থায় দ্বীনকে নিরাপদ রাখবে। প্রয়োজনে দুঃখ-দারিদ্র্যে ধৈর্য ধারণ করবে। দুনিয়ার অপ্রাপ্তি বা ক্ষতির কারণে কখনো দুঃখিত হবে না—যেমন দুনিয়াদাররা দ্বীন নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে দুঃখিত হয় না।'

দুনিয়ার মহব্বত পোষণ করা অনুচিত

[৭৪] দাউদ ইবনু হিলাল রহিমাহুল্লাহু বলেন, আল্লাহ তাআলা একবার দাউদ আলাইহিস সালামের নিকট এ মর্মে অহি প্রেরণ করেন যে—

'যারা আমার বন্ধু, তাদের হৃদয়ে দুনিয়ার মহব্বত থাকা উচিত নয়। কেননা দুনিয়ার মহব্বত আমার সঙ্গে কথোপকথনের স্বাদ নষ্ট করে দেয়।

হে দাউদ, আপনি আমার ও আপনার মাঝে দুনিয়াদার আলিমকে টেনে আনবেন না। কারণ, তাদের আনলে আমার ও আপনার মধ্যকার মহব্বত হ্রাস পেতে থাকে। দুনিয়াদার আলিম আমার মুমিন বান্দাদের জন্য ডাকাতের মতো। তাই তাদেরকে কখনো কাছে ডাকবেন না।'

[৭৫] ইয়াযিদ ইবনু হাযেম রহিমাহুল্লাহু বলেন, সুলাইমান ইবনু আবদুল মালেক রহিমাহুল্লাহু প্রতি জুমায় আগত মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে বলতেন—

'দুনিয়াদাররা সব সময় অসম্ভব রকম অস্থিরতা ও আতঙ্কের মধ্যে থাকে। তারা দুনিয়া হারানোর ভয়ে কারও ওপর বিশ্বাস রাখতে পারে না। কোথাও গিয়ে দু-দণ্ড স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে না। এরই মধ্যে একদিন মৃত্যুর পরোয়ানা চলে আসে। অমনি সব কিছু ছেড়ে কবরদেশে চলে যেতে হয়। জীবনের সমস্ত অর্জন ও উপার্জন পরবর্তীরা ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়। সারা জীবনের মূল্যবান সম্পদ অন্যদের হাতে চলে যায়।'

এই সংক্ষিপ্ত নাসিহার পরে তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করতেন—

أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ .

'তুমি ভেবে দেখো, যদি আমি তাদেরকে দীর্ঘকাল ভোগ-বিলাস দিই এবং পরে তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল তা তাদের নিকট এসে পড়ে, তখন তাদের ভোগ-বিলাসের উপকরণ তাদের কোনো কাজে আসবে কি?'
[সূরা শূ'আরা : ২০৫-২০৭]

উমর ইবনু আবদুল আজিজ রহিমাহুল্লাহর চিঠি

[৭৬] সালেহ ইবনু আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, উমর ইবনু আবদুল আজিজ রহিমাহুল্লাহু আদি ইবনু আরতাত নামের জনৈক গভর্নরের নিকট নিম্নোক্ত পত্রটি প্রেরণ করেন—

'গভর্নর, মহান আল্লাহ প্রিয়-অপ্রিয় সবাইকে দুনিয়া দান করেন। তবে যারা প্রিয়, দুনিয়া তাদের দুঃখ ও দুশ্চিন্তার কারণ হয়। আর যারা অপ্রিয়, দুনিয়া পেয়ে তারা ধোঁকা ও প্রবঞ্চনার শিকার হয়।'

দুনিয়াদারদের এক বিস্ময়কর ঘটনা

[৭৭] আম্মার ইবনু সাইদ রহিমাহুল্লাহু বলেন, একবার হজরত ইসা আলাইহিস সালাম তাঁর সহচরদের নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তারা একটি এলাকার পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন। তখন গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করেন, এলাকাবাসীদের কেউ বেঁচে নেই। সবাই মারা গেছে এবং তাদের মৃতদেহগুলো এখানে-সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এ মর্মান্তিক অবস্থা দেখে তিনি সহচরদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন—

'প্রিয় সহচরবৃন্দ, এরা আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তোষের কারণে ধ্বংসের শিকার হয়েছে। এজন্য তাদের কাফনদাফনের কোনো ব্যবস্থা হয়নি। তারা যদি স্বাভাবিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করত, তবে তাদের কাফনদাফনের ব্যবস্থা হতো'

সহচররা তখন বলেন, 'আল্লাহর নবি, আপনি আমাদেরকে তাদের পুরো ঘটনা খুলে বলুন।' তখন ইসা আলাইহিস সালাম দু-হাত তুলে আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন। তৎক্ষণাৎ আল্লাহ অহির মাধ্যমে তাঁকে জানিয়ে দেন যে, আপনি গভীর রাতে এখানে এসে তাদেরকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকবেন। তখন তারাই আপনাকে নিজেদের ঘটনা বর্ণনা করে শোনাবে।'

মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ইসা আলাইহিস সালাম গভীর রাতে অতি সন্তর্পণে সেখানে এসে উপস্থিত হন। এরপর একটি টিলার ওপর দাঁড়িয়ে তাদেরকে উঁচু আওয়াজে ডেকে বলেন, 'আমি আল্লাহর নবি ইসা বলছি। তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? প্রতিউত্তরে মৃতদের থেকে একজন বলে উঠে—

'হে রুহুল্লাহ, আপিন বলুন। আমরা শুনতে পাচ্ছি।'

'তোমরা কেমন আছ?'

'আমরা রাতে শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকি। কিন্তু সকাল হলেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হই।'

'কিন্তু কেন?'

'কারণ, আমরা আখিরাতের তুলনায় দুনিয়াকে বেশি ভালোবাসতাম। পাপকাজের ক্ষেত্রেও মানুষের কথামতো চলতাম।'

'দুনিয়ার প্রতি তোমাদের ভালোবাসা কেমন ছিল?'

'মায়ের প্রতি দুগ্ধপোষ্য সন্তানের ভালোবাসার মতো। সন্তান যেমন মাকে পেলে আনন্দিত হয়; আমরাও তেমন দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ পেলে আনন্দিত হতাম। আবার কোনো কিছু হাতছাড়া হয়ে গেলে হতাশ ও পেরেশান হয়ে পড়তাম।'

'তুমি একাই কেন সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছ? তোমার সাথি-সঙ্গীরা কোথায়?'

'তাদের মুখে আগুনের লাগাম পরানো হয়েছে। কঠোর হৃদয় ফেরেশতারা সেই লাগাম টেনে ধরে রেখেছে।'

'সবার এই করুণ অবস্থা হয়ে থাকলে, তুমি কথা বলছ কী করে?'

'আমি দুনিয়াকে তাদের মতো ভালোবাসতাম না। তবে তাদের সাথে চলাফেরা করতাম। আমি এখন 'আ'রাফ' তথা জাহান্নামের পাড়ে অবস্থান করছি। জানি না, আল্লাহ আমাকে এখান থেকে মুক্তি দেবেন নাকি জাহান্নামে ঠেলে দেবেন।'[৪৬]

[৪৬] *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন*: ৩/২২০।



যুহুদ ও দুনিয়াবিমুখতার পরিচয় ও ফলাফল

যুহুদের পরিচয়

[৭৮] আবু আবদুল্লাহ আর রাযি রহিমাহুল্লাহু বলেন, বিজ্ঞজনদের কাছে 'যুহুদ' হলো এমন কাজে লেগে থাকা, যে কাজের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করা যায়।[৪৭]

[৭৯] হুসাইন ইবনু আবদুর রহমান রহিমাহুল্লাহু বলেন—

জনৈক বিদ্বানকে যুহুদের পরিচয় জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন—

'যুহুদ হলো ওই জ্ঞান যা অর্জিত হলে, দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। আর এই জ্ঞান অর্জনের উপায় হলো, দুনিয়ার চিন্তা মনে জায়গা না দেওয়া এবং সব সময় আখিরাতের চিন্তায় বিভোর থাকা।'

[৮০] হুসাইন ইবনু আবদুর রহমান রহিমাহুল্লাহু বলেন, জনৈক বিদ্বানের কাছে যুহুদের পরিচয় জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন—

'মহান রবের শপথ! মলিন বদনে জীর্ণ পোশাক জড়িয়ে রাখার নাম যুহুদ নয়। যুহুদ হলো, মনের চাহিদা দমন করা ও প্রবৃত্তির লাগাম টেনে ধরা।'

---

[৪৭] *যুহুদ, ইমাম বাইহাকি রহিমাহুল্লাহ*: ৭১।

যুহ্দের প্রাথমিক সংজ্ঞা

[৮১] সুফিয়ান ইবনু উইয়ানাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, একবার কয়েক জন আলিম ইমাম যুহ্রি রহিমাহুল্লাহুর কাছে 'যুহ্দ'-এর সংজ্ঞা জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'যুহ্দ হলো, ধৈর্য সহকারে হারাম থেকে বিরত থাকা এবং কৃতজ্ঞতার সঙ্গে হালাল গ্রহণ করা।'

যুহ্দ বা দুনিয়াবিমুখতার অর্থ

[৮২] ইউনুস ইবনু মাইসারা রহিমাহুল্লাহু বলেন—

দুনিয়াবিমুখতার অর্থ এই নয় যে, হালাল বস্তুকে হারাম মনে করতে হবে কিংবা সমস্ত সম্পদ জলে ফেলে দিতে হবে। বরং দুনিয়াবিমুখতার অর্থ হলো, আল্লাহ আপনাকে যা দিয়েছেন তার চেয়ে, যা দেননি—তার ওপর বেশি বিশ্বাস রাখা। সুখে-দুঃখে সব সময় একই আচরণ করা। হকের ক্ষেত্রে কেউ নিন্দা বা প্রশংসা করলে নিজের মধ্যে কোনো প্রকার ভাবান্তর ঘটতে না-দেওয়া এবং সর্বাবস্থায় স্বাভাবিক ও নির্লিপ্ত থাকা।[৪৮]

যুহ্দের ব্যাখ্যা

[৮৩] আবদুল্লাহ ইবনু আবদুল আজিজ রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'যুহ্দ হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ভ্যাগ ও তাকদিরে সন্তুষ্ট রাখা।'

যুহ্দের আরও কিছু ব্যাখ্যা

[৩৬৫] আহমাদ রহিমাহুল্লাহু বলেন, একবার আমি হিশাম আবদুল মালেক রহিমাহুল্লাহুকে জিজ্ঞেস করি, 'আচ্ছা, যুহ্দ কী? তিনি বলেন, 'যুহ্দ হচ্ছে, আশা-আকাঙ্ক্ষার লাগাম টেনে ধরা, প্রিয় বস্তু দান করা এবং আরাম-আয়েশ ত্যাগ করা।'

[৮৪] ইউসুফ ইবনু আসবাত রহিমাহুল্লাহু বলেন—

---

[৪৮] *কাসরুল আমাল*: ৩২। এক হাদিসে আছে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَيْسَ الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ، وَلَا فِي إِضَاعَةِ الْمَالِ، وَلَكِنِ الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا أَنْ لَا تَكُونَ بِمَا فِي يَدَيْكَ أَوْثَقَ مِنْكَ بِمَا فِي يَدِ اللهِ، وَأَنْ تَكُونَ فِي ثَوَابِ الْمُصِيبَةِ، إِذَا أُصِبْتَ بِهَا، أَرْغَبَ مِنْكَ فِيهَا، لَوْ أَنَّهَا أُبْقِيَتْ لَكَ.

'হালালকে হারাম মনে করা এবং সম্পদ ব্যয় করে দেওয়ার নাম দুনিয়াত্যাগ নয়, বরং দুনিয়া ত্যাগ হলো, তোমার হাতে যা আছে তার তুলনায় আল্লাহর হাতে যা কিছু রয়েছে তার প্রতি তুমি অনেক ভরসা রাখবে। এবং মুসিবতে না পড়ার থেকে মুসিবতে পড়াকে অধিক কামনা করবে।' *[আস সুনান ইবনু মাজাহ: ৩১০০]*

'দুনিয়ার দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ ও হালাল রুজি অন্বেষণ 'যুহুদ' বা দুনিয়াবিমুখতার মূল।[৪৯]

[৮৫] সালাম ইবনু আবি মুতি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'যুহুদ তিন প্রকার। এক. একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করা। দুনিয়ার জন্য নিজেকে ব্যতিব্যস্ত না-রাখা। দুই. আল্লাহর আদেশ পালন করা। নিষেধগুলো এড়িয়ে চলা। তিন. বৈধ বিলাসিতা থেকেও বিরত থাকা। তৃতীয় প্রকারের যুহুদ হলো সর্বোত্তম যুহুদ।

[৮৬] উহাইব আল মাক্কি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

যুহুদের ব্যাখ্যা হলো, আপনি যা পাননি, তা নিয়ে আফসোস ও দুশ্চিন্তা না করা। আর যা পেয়েছেন, তা নিয়ে অহংকার বা কৃপণতা না করা।

যুহুদ মানে চাহিদার লাগাম টেনে ধরা

[৮৭] সুফিয়ান রহিমাহুল্লাহু বলেন—

যুহুদ হলো চাহিদার লাগাম টেনে ধরা। নিছক শক্ত খাবার গ্রহণ করা কিংবা মোটা কাপড় পরিধান করার অর্থ যুহুদ নয়।[৫০]

যুহুদের নিগূঢ় অর্থ

[৮৮] হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

প্রয়োজন পরিমাণ দুনিয়া অর্জন করা দুনিয়াপ্রীতি নয়। তবে প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও দুনিয়া অর্জন না করার নাম হলো—'যুহুদ বা দুনিয়াবিমুখতা।' যে বান্দা মরীচিকাময় দুনিয়ায় কোনো কিছু পেলে খুশি হয়, তার হৃদয় থেকে আখিরাতের চিন্তা দূর হয়ে যায়। ধীরে ধীরে সে ভ্রষ্টতার দিকে ধাবিত হয়।

সর্বোত্তম যুহুদ

[৮৯] আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক রহিমাহুল্লাহু বলেন—

সর্বোত্তম যুহুদ হলো, দুনিয়া ত্যাগের বিষয়টি সবার কাছ থেকে গোপন রাখা। (কারণ, এটা প্রকাশ পেয়ে গেলে অন্তরে অহংকার ও লৌকিকতার অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে।)

---

[৪৯] *যুহুদ, ইমাম বাইহাকি রহিমাহুল্লাহু*: ১৭৫।

[৫০] আমাদের দেশে জুমার দিনে খতিব সাহেবরা পরিধান করে থাকে।

যুহদের প্রকার

[৯০] ইবরাহিম ইবনু আদহাম রহিমাহুল্লাহু বলেন, যুহুদ বা দুনিয়াবিমুখতা তিন প্রকার—

এক. ফরজ যুহুদ—অর্থাৎ, হারাম থেকে বেঁচে থাকা। **দুই.** নফল যুহুদ—অর্থাৎ, আয়েশি হালাল উপকরণ গ্রহণ থেকে বিরত থাকা। **তিন.** প্রশংসনীয় যুহুদ—অর্থাৎ, সন্দেহপূর্ণ বিষয়াবলি থেকে বেঁচে থাকা।[৫১]

যুহুদ কাকে বলে?

[৯১] আহমাদ ইবনু আবিল হাওয়ারি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

একবার আমি সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ রহিমাহুল্লাহুকে জিজ্ঞেস করি, 'আচ্ছা, হজরত! যুহুদ বা দুনিয়াবিমুখতা কাকে বলে?' উত্তরে তিনি বলেন, 'সুখের সময়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা আর দুঃখের সময়ে ধৈর্যধারণ করা' আমি আবার জানতে চাই, 'কারও যদি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উপযুক্ত কোনো নিয়ামত না থাকে এবং ধৈর্যধারণের মতো বিশেষ দুঃখও থাকে—তবে ওই ব্যক্তি কীভাবে প্রকৃত যাহিদ হবে?' উত্তরে তিনি বলেন—'সে আখিরাত নিয়ে চিন্তা করবে। এটাই তার 'যুহুদ'।'[৫২]

দুনিয়াবিমুখতা হৃদয়ে প্রশান্তি আনে

[৯২] তারুস রহিমাহুল্লাহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا يُرِيحُ الْقَلْبَ وَالْبَدَنَ، وَالرَّغْبَةُ فِي الدُّنْيَا تُطِيلُ الْهَمَّ وَالْحَزَنَ.

'দুনিয়াবিমুখতা দেহ ও মনে প্রশান্তি বয়ে আনে। আর দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ ও ভালোবাসা দুশ্চিন্তা ও মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি করে।'[৫৩]

[৯৩] আহমাদ ইবনু আবিল হাওয়ারি রহিমাহুল্লাহু বলেন, একদিন মা'জা রহিমাহুল্লাহু সিবা' আল মাওসিলি রহিমাহুল্লাহুকে জিজ্ঞেস করেন, আবু মুহাম্মাদ! যুহুদ যাহিদদের

---

[৫১] *বাহজাতুল মাজালিস*: ২/৩০৩।
[৫২] *হিলইয়াতুল আওলিয়া*: ৭/২৭৩।
[৫৩] *কানযুল উম্মাল*: ৬০৬১। মুরসাল।

জীবনে কী পরিণাম বয়ে আনে? উত্তরে তিনি বলেন, আল্লাহর নৈকট্য ও তার ভালোবাসা।

দুনিয়া ত্যাগীদেরকে বিয়ের দাওয়াত

[৯৪] একবার ইসা আলাইহিস সালাম কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে আকাশে মেঘেরা গর্জন করতে শুরু করে। অনবরত বিদ্যুৎ চমকাতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়। ইসা আলাইহিস সালাম তখন বৃষ্টির প্রকোপ থেকে বাঁচতে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে থাকেন। এমন সময় রাস্তার পাশে জঙ্গলের ভেতর একটি তাঁবু চোখে পড়ে। অমনি তিনি তাঁবুতে গিয়ে উপস্থিত হন। গিয়ে দেখেন, একজন নারী আগে থেকেই সেখানে অবস্থান করছে। তাই তিনি সেখান থেকে ফিরে আসেন।

পাশেই একটি পাহাড় দেখতে পান। পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেওয়ার জন্য সেখানে ছুটে যান। কিন্তু গিয়ে দেখেন, একটি বাঘ ওই গুহায় আশ্রয় নিয়েছে। অগত্যা তিনি দু-হাত তুলে মহান প্রভুকে ডেকে বলেন, 'হে আমার রব, আপনি সবাইকে আশ্রয় দিয়েছেন; কিন্তু আমাকে নিরাশ্রয় ছেড়ে দিয়েছেন।'

আল্লাহর পক্ষ থেকে তখন এই মর্মে অহি আসে, 'হে ইসা, দুনিয়ায় তোমার আশ্রয় নয়। তোমার প্রকৃত আশ্রয় তো আমার রহমতের ছায়ায়। আখিরাতে আমি তোমার সাথে একশত চিরযৌবনা হুরের বিয়ে দেবো। দীর্ঘ চার হাজার বছর বিয়ের ওলিমা খাওয়াব। আর এই চার হাজার বছরের প্রতিটি দিন হবে, দুনিয়ার মোটা বয়সের সমান।

সেদিন আমি ঘোষককে এই মর্মে ঘোষণা করতে বলব—

أَيْنَ الزُّهَّادُ فِي دَارِ الدُّنْيَا؟ زُورُوا عُرْسَ الزَّاهِدِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ .

'দুনিয়াত্যাগীরা আজ কোথায়? তোমরা দুনিয়াবিমুখ ইসা ইবনু মারইয়ামের ওলিমায় শরিক হও।'[৫৪]

দুনিয়াত্যাগীরা আখিরাতে ওলিমার দাওয়াত খাবে

[৯৫] আবু জা'ফর রহিমাহুল্লাহু বলেন—

জান্নাতে হজরত ইয়াহইয়া ও ইসা আলাইহিমাস সালাম-এর ওলিমা উপলক্ষ্যে তিনশ বছর মেহমানদারি করানো হবে। তাদের ওলিমায় অংশ গ্রহণের জন্য এই বলে দাওয়াত করা হবে—

[৫৪] *তারিখে দিমাশক*: ২০/১১৭।

'দুনিয়া ত্যাগীরা কোথায়? এসো। নবির বিয়ের ওলিমা খেয়ে যাও।'

প্রকৃত ফকিহ কে?

[৯৬] কালবি রহিমাহুল্লাহু বলেন, মক্কায় অবস্থান কালে একবার হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহুকে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। আমি একটু অধৈর্য হয়ে বলে ফেললাম, 'হে ফকিহগণ, আমরা আপনাদেরকে মাসআলা জিজ্ঞেস করি, কিন্তু আপনারা কোনো উত্তর দেন না! (বেশ! তাহলে অন্তত এতটুকু বলে দেন যে, আমরা কার নিকট মাসআলা জিজ্ঞেস করব!) তখন হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু বললেন, 'ধিক তোমাকে! তুমি কি কখনো সত্যিকার ফকিহ দেখেছ? তুমি কি জানো প্রকৃত ফকিহ কে? প্রকৃত ফকিহ হলো সে, যে দুনিয়া ত্যাগ করে আখিরাতমুখি হয়; সব সময় ইবাদাতে লেগে থাকে; নিজের দোষত্রুটি সংশোধনে ব্যস্ত থাকে এবং দ্বীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখে।'[৫৫]

[৯৭] আবু নাসর ইবনুল হারিস রহিমাহুল্লাহু বলেন—

একবার সুফিয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহু বকর আল-আবিদকে লক্ষ করে বলেন, হে বকর! তুমি দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করো—দু-দণ্ড শান্তিতে ঘুমাতে পারবে। তুমি দৈহিক শান্তির জন্য ন্যূনতম মাত্রায় দুনিয়া গ্রহণ করতে পারো, তবে আত্মিক প্রশান্তির জন্য তোমাকে অবশ্যই আখিরাতকে প্রাধান্য দিতে হবে।

আবু যর গিফারির যুহ্দ

[৯৮] জা'ফর ইবনু সুলাইমান রহিমাহুল্লাহু বলেন—

এক ব্যক্তি আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহুর গৃহে প্রবেশ করে তেমন কোনো আসবাবপত্র না দেখে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনার গৃহের আসবাবপত্র কোথায়?' উত্তরে আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমার অনেক দামি একটি বাড়ি আছে। মূল্যবান আসবাবগুলো ওই বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি।' লোকটি আবার জানতে চায়, 'তাহলে ওই বাড়িতে উঠার আগে আপাতত এখানে কিছু আসবাব রেখে দিতেন।' এ কথার জবাবে আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'ওই ঘরের মালিক তো আমাকে এই ঘরে বেশি দিন থাকতে দেবে না। (তো দামি আসবাবগুলো এখানে রেখে লাভ কী?)'

---

[৫৫] *হিলইয়াতুল আউলিয়া*: ২/২৪৭।

মুসাফিরদের কি বিলাসিতা সাজে?

[৯৯] ইবরাহিম আত তাইমি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

একবার কয়েকজন কুরাইশ যুবক আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গিয়ে বলেন, 'আপনি তো দুনিয়াকে চূড়ান্তরূপে অপদস্থ করেছেন।' তাদের কথায় রেগে গিয়ে আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'তোমরা কী বলছ! এই দুনিয়ার সাথে আমার কিসের সম্পর্ক? সারা সপ্তাহে এক সা' পরিমাণ খাবার এবং দু-তিন ঢোক পানি হলেই আমার যথেষ্ট হয়ে যায়। এই দুনিয়ায় আমি বিলাসিতা করতে আসিনি। মুসাফিররা কি কখনো বিলাসিতা করে?'[৫৬]

যুহ্দের ফলাফল

[১০০] আবদুল আজিজ আল কুরাশি রহিমাহুল্লাহু বলেন, আমি সুফিয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহুকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন—

* তুমি দুনিয়াবিমুখ হয়ে চলবে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার ত্রুটিগুলো তোমার সামনে তুলে ধরবেন।

* আল্লাহকে ভয় করে চলবে, আল্লাহ তাআলা তোমার হিসাব-নিকাশ সহজ করে দেবেন।

* হালাল-হারাম বিষয়ে সন্দেহ থেকে দূরে থাকবে, আল্লাহ তাআলা তোমার দ্বীন ঝুঁকিমুক্ত রাখবেন।[৫৭]

সর্বোত্তম ইবাদাত

[১০১] আম্মার ইবনু ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَا عُبِدَ اللهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا .

'এই দুনিয়ায় যত প্রকার ইবাদাত করা হয়, তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ইবাদাত হলো—'যুহুদ' বা দুনিয়াবিমুখতা।'[৫৮]

---

[৫৬] ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহু, *যুহ্দ*: ১৮৪।

[৫৭] *বাইহাকি*: ৩১৫।

[৫৮] *কানযুল উম্মাল*: ৬১৭৬। সনদ যয়িফ।

যুহ্দ হলো অন্তরের সচ্ছলতা

[১০২] ইবরাহিম ইবনু আসআছ রহিমাহুল্লাহু বলেন, আমি একবার ফুদাইল ইবনু ইয়াজ রহিমাহুল্লাহুকে জিজ্ঞেস করি, 'আচ্ছা 'যুহ্দ' কাকে বলে?' উত্তরে তিনি বলেন, 'দুনিয়ার ব্যাপারে অল্পেতুষ্টিকেই 'যুহ্দ' বলে। আর এটাই অন্তরের সচ্ছলতা।'

দুনিয়াবিমুখতায় আল্লাহর ভালোবাসা অর্জিত হয়

[১০৩] উসমান ইবনু উমারা রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'তাকওয়া মানুষকে যুহ্দ অবলম্বনে অনুপ্রাণিত করে। আর যুহ্দ তাকে আল্লাহর ভালোবাসায় সুসিক্ত করে।'[৫৯]

দুনিয়াবিমুখীরাই সৌভাগ্যবান

[১০৪] মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব রহিমাহুল্লাহু বলতেন—

'দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আগেই আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহ করতে হবে। এজন্য যারা সৌভাগ্যবান, তারা দুনিয়াকে উপেক্ষা করে আখিরাত অভিমুখে ধাবিত হয়। আর যারা হতভাগা, তারা দুনিয়ার মায়া-মহব্বতে মজে থাকে।

মনে রেখো, দুনিয়া আল্লাহর প্রতি মানুষের আনুগত্যবোধ দূর করে দেয়। দুনিয়াদারদের বিপদ ডেকে আনে। এজন্যই নিরেট দুনিয়াবি জ্ঞান অর্জন করা এক ধরনের নির্বুদ্ধিতা। দুনিয়ার সচ্ছলতা এক ধরনের দরিদ্রতা, প্রাচুর্য এক ধরনের দেউলিয়াত্ব এবং সুখ-দুঃখ ও ধন-ঐশ্বর্য এক ধরনের অস্থিরতা।

প্রকৃত যাহিদ

[১০৫] মুআবিয়া ইবনু আবদুল কারিম রহিমাহুল্লাহু বলেন— একবার কয়েকজন আলিম হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহুর নিকট গিয়ে 'যুহ্দ' বিষয়ে আলোচনা করেন। তখন কেউ বলেন, যুহ্দের ক্ষেত্র হলো পোশাক। আবার কেউ বলেন, যুহ্দের ক্ষেত্র হলো আহার-বিহার। সেদিন অনেকেই যুহ্দ সম্পর্কে অনেক রকম মন্তব্য করেন। সব শেষে হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু বলেন, প্রকৃত যাহিদ কেবল তাকেই বলা যায়, যে অন্যকে দেখে বলে, 'তিনি আমার চেয়ে অনেক ভালো।'[৬০]

---

[৫৯] *বাইহাকি*: ৩১৩।

[৬০] *যুহ্দ, বাইহাকি*: ৭৯।

আলিমদের প্রতি...

[১০৬] মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ রহিমাহুল্লাহু বলেন, উহাইব রহিমাহুল্লাহু বলেছেন—

'যদি আমাদের উলামায়ে কেরাম মানুষের মঙ্গল কামনা করতেন এবং বলতেন—আল্লাহর বান্দাগণ! আমরা আপনাদেরকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো হাদিস শোনালে কিংবা পূর্ববর্তীদের যুহুদের কোনো ঘটনা শোনালে, আপনারা তা মনোযোগসহকারে শুনবেন এবং সে অনুযায়ী আমল করবেন; ভুলেও আমাদের ভালোমন্দ আমলের দিকে তাকাবেন না, তবেই আপনারা সফল হতে পারবেন—তাহলে খুব ভালো হতো। কিন্তু তারা সেটা না-করে উল্টো সাধারণ মানুষগুলোকে ফিতনায় লিপ্ত করছে এবং নিজেরাও ফিতনায় জড়িয়ে পড়ছে।'

সবকিছু আল্লাহর জন্যই করার নাম 'যুহুদ'

[১০৭] আলি রহিমাহুল্লাহু বলেন, জনৈক বিদ্বানকে 'যুহুদের' পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন—

'তোমার সব কাজ আল্লাহর জন্য হওয়া মানেই 'যুহুদ'। ঘরে বসলে আল্লাহ তাআলার জন্য বসা। বাহিরে গেলে আল্লাহ তাআলার জন্যই যাওয়া। আবার বাহির থেকে ঘরে ফিরলে আল্লাহ তাআলার জন্যই ফিরা। সফরে কোনো কিছু ব্যয় করলে আল্লাহ তাআলার জন্যই ব্যয় করা। কথা বললে আল্লাহ তাআলার জন্যই বলা। নীরব থাকলে আল্লাহ তাআলার জন্যই থাকা।'

যুহুদের এই পরিচয় শোনে তাকে বলা হয়, 'এটাতো অনেক কঠিন কাজ।' উত্তরে তিনি বলেন, 'এটাই আল্লাহর কাছে পৌঁছার সবচেয়ে বড় উপায়।'

এ কাল আর সে কাল

[১০৮] মু'তামির ইবনু সুলাইমান রহিমাহুল্লাহু বলেন, লাইছ রহিমাহুল্লাহু তাঁর ভাইয়ের উদ্দেশ্যে প্রেরিত একটি চিঠিতে লিখেন—

'জনৈক সাহাবি আমাকে বলেছেন, আমরা ইসলাম গ্রহণের পর থেকে শুধু আখিরাত নিয়েই চিন্তা করতাম। দুনিয়াকে কাফির-মুশরিকদের অভয়ারণ্য বলে ভাবতাম। কিন্তু এখন অবস্থা অনেক পাল্টে গেছে। এখন মুসলমানরা আখিরাত ভুলে দুনিয়াকেই তাদের গন্তব্য বানিয়ে ফেলেছে। তুমি তাদের মতো হয়ো না।'

মানুষ তিন প্রকার

[১০৯] ইবরাহিম ইবনু রাজা রহিমাহুল্লাহু বলেন, ইবনু সাম্মাক রহিমাহুল্লাহু বলেছেন—

'মানুষ তিন প্রকার—**এক.** 'যাহিদ'। **দুই.** 'সাবির'। **তিন.** 'রাগিব'।

যাহিদ বলা হয়, যার হৃদয়ে দুনিয়ার ভালোবাসা থাকে না। ফলে সে দুনিয়া পেলে খুশি হয় না; আবার হাতছাড়া হয়ে গেলে দুঃখিতও হয় না।

'সাবির' বলা হয়, যার মনে দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ থাকে; কিন্তু দুনিয়ার প্রতারণার ভয়ে সে আকর্ষণ দমিয়ে রাখে। ফলে দুনিয়া তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না।

'রাগিব' বলা হয়, যে শুধু দুনিয়া তালাশ করে। দিন-রাত সম্পদের পেছনে ছুটে বেড়ায়। হালাল-হারামের কোনো পরোয়া করে না। আখিরাত বিনষ্ট হলেও সে দিকে ভ্রুক্ষেপ করে না।

এই তিন প্রকারের মধ্যে 'যাহিদ' সর্বোত্তম। 'সাবির' উত্তম। আর 'রাগিব' অধম।'

[১১০] আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

صَلَحَ أَمْرُ أَوَّلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالزُّهْدِ وَالْيَقِينِ، وَهَلَكَ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ .

'এই উম্মাহর প্রথম প্রজন্ম পরিশুদ্ধি লাভ করেছে যুহুদ ও ইয়াকিনের মাধ্যমে। আর এই উম্মাহর শেষ প্রজন্ম ধ্বংস হবে দীর্ঘ আশা এবং কৃপণতার কারণে।'[৬১]

দুনিয়ার স্বরূপ বোঝা আখিরাতকে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক

[১১১] আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَهَانَتْ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، وَلَآثَرْتُمُ الْآخِرَةَ .

'দুনিয়ার ব্যাপারে আমি যা জানি, যদি তোমরা তা জানতে, তাহলে বেশি কাঁদতে; কম হাসতে। সেই সাথে দুনিয়াকে তুচ্ছ মনে করতে এবং আখিরাতকে প্রাধান্য দিতে।'[৬২]

---

[৬১] *শুআবুল ঈমান*: ১৩/১১৭।

[৬২] *আত তারাগিব*: ৪/২৪৬।



দুনিয়ার মোহ ও তার ক্ষতি

দুনিয়ার মোহ সমস্ত পাপের মূল

[১১২] হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ .

'দুনিয়ার মোহ সমস্ত পাপের মূল ও উৎস।'[৬৩]

[১১৩] মালেক ইবনু দিনার রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'দুনিয়ার মোহ সকল মন্দের মূল। নারীরা হলো শয়তানের ফাঁদ। মদ গর্হিত কাজের দিকে আহ্বানকারী।'

দুনিয়া-বিষয়ে ইবলিস ও তার দোসরদের কথোপকথন

[১১৪] আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়ত প্রাপ্তির পর ইবলিসের দোসররা এসে তাকে জানাল—

---

[৬৩] *কানযুল উম্মাল* : ৩/ ১৯৪।

'গুরুজি, শেষ নবির আগমন ঘটেছে। ইতিমধ্যে তার একদল অনুসারীও তৈরি হয়ে গেছে।'

'আচ্ছা, তার অনুসারীদের মধ্যে কি দুনিয়ার মোহ ও মহব্বত আছে?'

'হুম, তা আছে। তারা দুনিয়াকে ভীষণ ভালোবাসে।'

'ব্যস, হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে যদি দুনিয়ার মোহ থাকে, তবে তারা মূর্তি পূজা না-করলেও কোনো ক্ষতি নেই। কারণ, আমি তাদেরকে এরচেয়েও বড় ক্ষতিতে নিক্ষেপ করব। আমি তাদেরকে দিন-রাত তিনটি কাজে লিপ্ত রাখব। **এক.** অবৈধ পথে অর্থ উপার্জন। **দুই.** অবৈধ খাতে ব্যয়। **তিন.** বৈধ খাত পরিত্যাগ। আর তোমরা তো ভালো করেই জানো, এই তিনটি কাজই হলো সমস্ত অন্যায়ের মূল।'[৬৪]

[১১৫] সাবিত রহিমাহুল্লাহু বলেন—

নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৃথিবীতে আগমন করার পর ইবলিস-পাড়ায় হইচই শুরু হয়ে যায়। ইবলিস তার অনুচরদের ডেকে বলে, 'দেখো তো সম্প্রতি বিশেষ কোনো ঘটনা ঘটেছে কিনা?'

তারা দুনিয়া ব্যাপী অনুসন্ধান করে ফিরে এসে বলে, না, উস্তাদ। বিশেষ কোনো ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারিনি। তখন ইবলিস নিজেই বেরিয়ে পড়ে। এরপর ফিরে এসে বলে, 'দুনিয়ায় একজন নবির আভির্বাব ঘটেছে। তিনিই শেষনবি। পূর্ববর্তীদের মতো এই নবির উম্মতকে ভ্রষ্ট করতে পারলেই আমরা সফল। তোমরা যাও, যেকোনো মূল্যে তাদেরকে বিপথগামী করো এবং পাপকাজে প্ররোচিত করো।'

কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়ে ইবলিসের কাছে এসে বলল, গুরুজি, এমন মানুষ আমরা জীবনেও দেখেনি। সামান্য পাপ হলেই তারা সালাতে দাঁড়িয়ে যায়। আল্লাহর কাছে তাওবা করে। অঝোরে অশ্রু ঝরায়। অমনি আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেন।' ইবলিস তখন তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'ঘাবড়ানোর কিছু নেই। মন খারাপ করো না। এই তো ক'দিন অপক্ষো করো। অচিরেই তারা অনেক ধনসম্পদের মালিক হবে। তাদের অন্তরে দুনিয়ার লোভলালসা প্রবেশ করবে। তখন তোমরা অনায়েসেই তাদেরকে দিকভ্রান্ত ও ধ্বংস করে ফেলতে পারবে।'

দুনিয়ার ভালোবাসা যখন হৃদয়ে গেঁথে যায়

[১১৬] ওয়াহহাব ইবনু মুনাব্বিহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, হজরত শুআইব আলাইহিস সালাম একবার ইউনুস আলাইহিস সালামকে বলেন—

---

[৬৪] *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন*: ৩/২২৩। সনদে— মুহাম্মাদ ইবনু আবি কাইস অপরিচিত।

'জনাব! কোনো আলিমের অন্তরে যখন দুনিয়ার মহব্বত প্রবেশ করে, তখন সে আল্লাহর কাছে দোয়া-মুনাজাতের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়।'

[১১৭] আবু বকর আল আবদি রহিমাহুল্লাহু বলেন, আমি বিশ্বস্ত ও বরেণ্য ব্যক্তিদের থেকে জানতে পেরেছি যে, হজরত ইসা আলাইহিস সালামকে দুনিয়া থেকে তুলে নেওয়ার পূর্বে তিনি তার অনুসারীদেরকে কিছু উপদেশ প্রদান করেন—

- প্রিয় সাথিবর্গ, আমি দুনিয়াকে অধোমুখী করে ছেড়েছি। সুতরাং আমার প্রস্থানের পরে তোমরা তাকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দিয়ো না।[৬৫]

- দুনিয়ার দুটি ক্ষতিকর দিক রয়েছে। **এক.** দুনিয়া অর্জন করতে গেলে আল্লাহর অবাধ্যতা করতে হয়। **দুই.** দুনিয়া ত্যাগ করা ব্যতীত আখিরাত লাভ করা যায় না। সুতরাং তোমরা দুনিয়ার দরিয়া পার হও; কিন্তু তাতে ডুব দিয়ো না।

- মনে রেখো, যে কাজে আল্লাহর বিরোধিতা আছে; সে কাজে কোনো কল্যাণ নেই।

- যে ঘর ছেড়ে অন্য ঘরে যেতে হয়; সে ঘরেও মৌলিক কোনো কল্যাণ থাকে না।

- সমস্ত অনিষ্টের মূল হচ্ছে 'দুনিয়ার মোহ ও মহব্বত।'

- দুনিয়ার অনেক কাজের পেছনেই পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করতে হয়। মেধা খরচ করতে হয়। স্বস্তি বিসর্জন দিতে হয়। তাই দুনিয়ার ব্যাপারে সজাগ ও সাবধান থেকো।

দুর্ভাগ্যের লক্ষণ

[১১৮] হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

চারটি জিনিস দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। ১. হৃদয়ের কাঠিন্য।[৬৬] ২. অশ্রু সংকট।[৬৭] ৩. পার্থিব জীবনের ব্যাপারে উচ্চাভিলাষ।[৬৮] ৪. দুনিয়ার মোহ ও মহব্বত।[৬৯]

[১১৯] ইবনু আমর রহিমাহুল্লাহু বলেন, হজরত দাউদ আলাইহিস সালাম বলেছেন—

---

[৬৫] অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে দুনিয়ার মোহমুক্ত থাকার সার্বিক শিক্ষা দিয়েছি। দুনিয়াকে তোমাদের সামনে নিতান্ত তুচ্ছ বস্তু বলে প্রমাণ করেছি। সুতরাং আমার ঊর্ধ্বলোকে গমনের পরে তোমরা এই শিক্ষা ভুলে যেয়ো না। দুনিয়ার মোহে পড়ো না এবং দুনিয়াকে মহান করে দেখো না।

[৬৬] অর্থাৎ, হৃদয় অত্যধিক পাষাণ হওয়ার কারণে সেখানে আল্লাহর ভয় জাগ্রত না-হওয়া।

[৬৭] অর্থাৎ, আল্লাহর প্রেমে ও আকর্ষণে চোখ অশ্রুসিক্ত না-হওয়া।

[৬৮] অর্থাৎ, দুনিয়ার ব্যাপারে এতবেশি আশা পোষণ করা, যা আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণের ক্ষতির কারণ হয়।

[৬৯] *কানযুল উম্মাল* : ৩/২১৩। এই বর্ণনাটি আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর থেকে মারফু হাদিস হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

দুনিয়াটা ধোঁকায় পূর্ণ। সে মানুষকে সব সময় ব্যতিব্যস্ত করে রাখে। হৃদয়ের প্রশান্তি কেড়ে নেয়।

দুনিয়ামুখী হলে জীবন হয় বিক্ষিপ্ত

[১২০] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ طَلَبَ الْآخِرَةِ جَعَلَ اللهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ طَلَبَ الدُّنْيَا جَعَلَ اللهُ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَشَتَّتَ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَلَا يَأْتِيهِ مِنْهَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ .

'যে ব্যক্তি আখিরাতকে লক্ষ্য বানায়, মহান আল্লাহ তাকে সবকিছুতে স্থিতি দান করেন। হৃদয়ে প্রাণ-প্রাচুর্য ঢেলে দেন। ফলে দুনিয়া তার পদতলে আছড়ে পড়ে। আর যে ব্যক্তি পার্থিব দুনিয়াকে লক্ষ্য বানায়, আল্লাহ তাকে সবকিছুতেই অস্থির চিত্ত করে দেন। তার কপালে দারিদ্রতার তিলক এঁকে দেন। তার তার পরিকল্পনা বিক্ষিপ্ত করে দেন এবং তার জন্য দুনিয়ার যে-টুকু প্রাপ্তি লিখে রেখেছেন, সেটুকুই কেবল তাকে দান করেন।'[৭০]

দুটি পত্র ও তার বার্তা

[১২১] একবার হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু খলিফাতুল মুসলিমিন উমর ইবনুল আবদুল আজিজ রহিমাহুল্লাহুর কাছে একটি চিঠি প্রেরণ করেন। চিঠিতে যাতে লিখা ছিল—

'হামদ ও সালাতের পর, সম্মানিত খলিফা! মনে রাখবেন, দুনিয়া স্থায়ী বসবাসের জায়গা নয়। সাময়িক বাসস্থান মাত্র। এখানে কেউ চিরদিন থাকতে পারে না। এখানে সবাই আখিরাতের সওদা করতে আসে। আদম আলাইহিস সালামকে এখানে শাস্তিস্বরূপ পাঠানো হয়েছিল। কাজেই আপনি সব সময় দুনিয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন। আর মনে রাখবেন, আপনি দুনিয়াকে যতটুকু ত্যাগ করতে পারবেন, ততটুকুই আপনার পুঁজি। আর যতটুকু গ্রহণ করবেন, ততটুকুই আপনার ক্ষতি। দুনিয়ায় যারা ধনী, তারাই মূলত অভাবী। আর যারা অভাবী, তারাই মূলত ধনী।

দুনিয়া প্রতি মুহূর্তে তার প্রার্থীদেরকে হত্যা করে। এই নীরব হত্যা কেউ বুঝে; আবার কেউ বুঝে না। যে দুনিয়াকে সম্মান করে, দুনিয়া তাকে অপদস্থ করে। আর যে দুনিয়া সঞ্চয় করে, দুনিয়া তাকে দারিদ্র্যের চরম সীমায় নিক্ষেপ করে।

---

[৭০] *যাওয়ায়েদ*: ১০/২৪৭। সনদ যয়িফ।

দুনিয়া হলো, নীরব ঘাতক—বিষের পেয়ালায় দুধ। যারাই এতে ঠোঁট ছোঁয়ায়, তারাই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

সুতরাং মহামান্য খলিফা, আপনি দুনিয়ায় ওই অসুস্থ ব্যক্তির ন্যায় বসবাস করুন, যে তার ক্ষতস্থানে ওষুধের প্রলেপ দিয়েছে। দীর্ঘ রোগ-ভোগের ভয়ে আহার-বিহারে বেছে চলছে এবং সীমাহীন কষ্ট থেকে মুক্তির আশায় ওষুধের সাময়িক তিক্ততা বরদাশত করছে।

মনে রাখবেন, দুনিয়া নিষ্ঠুর। প্রতারক। প্রবঞ্চক। সে সৌন্দর্যের জাল বিছিয়ে মানুষকে ঘায়েল করে। বড় বড় আশা দেখিয়ে বশে আনে। প্রণয়-প্রার্থীদের সামনে গোপন সৌন্দর্য তুলে ধরে তাদেরকে বিভ্রান্ত করে। দুশ্চরিত্রা নববধূর ন্যায় ঘুরে বেড়ায়। অপলোক চোখগুলো তাকে অবলোকন করে। দূষিত মনগুলো তার জন্য লালায়িত থাকে। ইন্দ্রিয় থেকে প্রতিনিয়ত লালসা ঝরতে থাকে। এরপর যখন তাদের মিলন হয়, তখন একান্ত মুহূর্তে সে তাদের সবাইকে গলা টিপে হত্যা করে।

দুনিয়া সব সময়ই তার নাগরদের সঙ্গে এমন আচরণ করে আসছে। কিন্তু পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের পরিণতি দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে না। আগের জনকে দুনিয়ার গর্ভে বিলীন হতে দেখে পরের জন সতর্ক হয় না। একারণে অনেক খোদাপ্রেমিকও দুনিয়ার মায়ার জালে আটকে পড়ে। দুনিয়ার ঈষৎ ছোঁয়া পেয়ে প্রতারিত হয়। স্বেচ্ছাচারিতায় মেতে ওঠে। পরকাল ও পরিণতির কথা বেমালুম ভুলে যায়। তার মন-মস্তিষ্কজুড়ে কেবলই দুনিয়া বিরাজ করে। সে কর্তব্য কর্ম ভুলে যায়। তখন দুনিয়াও তাকে ত্যাগ করে। সে পদস্খলনের শিকার হয়। হতাশা, অনুতাপ ও অনুশোচনা তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরে। এই অনুশোচনা একসময় তার মনস্তাপে পরিণত হয়। সে তখন সবকিছুতেই দিশেহারা বোধ করে। লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। ক্লান্তি ও অবসাদ তার নিত্য সঙ্গী হয়। ফলে সে একসময় নিঃস্ব ও নিঃসম্বল হয়ে পড়ে। দিকভ্রান্তের ন্যায় এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ায়।

সুতরাং আমিরুল মুমিনিন, দুনিয়ার ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক থাকুন। দুনিয়ায় যে-অবস্থা ও অবস্থানে আছেন, তাতেই তুষ্ট থাকুন। দুনিয়া গ্রহণ করলে কোনো পরিণতির দিকে ধাবিত হবেন, সে ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখুন। কারণ দুনিয়ার মোহগ্রস্ত ব্যক্তি যখনই নিজেকে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ মনে করে, তখনই দুনিয়া তার জন্য বিপর্যয় ডেকে আনে। একারণে দেখা যায়, দুনিয়ায় যে সুখে থাকে, সে প্রতারিত হয়। যে অব্যাহত কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বস্তুত দুনিয়ার সচ্ছলতাকে বিপদের সুতোয় গেঁথে দেওয়া হয়েছে। সৃষ্টিকে ধ্বংসের উপলক্ষ্য হিসেবে স্থির করা হয়েছে। কাজেই দুনিয়ায় সুখের অব্যবহিত পরেই দুঃখ আসে। সুখের দুঃখের গভীরে হারিয়ে যায়। আর ফিরে আসে না। ভবিষ্যতে কী ঘটবে,

তাও জানা যায় না। ফলে সুনির্দিষ্ট কোনো বস্তুর জন্য অপেক্ষাও করা যায় না। একারণেই জ্ঞানীরা বলেন, দুনিয়ার স্বপ্ন মিথ্যা। আশা-আকাঙ্ক্ষা অমূলক।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এর কাছে এই দুনিয়া পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি গ্রহণ করেননি। অথচ তিনি দুনিয়া গ্রহণ করলেও তার সম্মান হ্রাস পেত না। আখিরাত নষ্ট হতো না। তবু তিনি দুনিয়াকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। কারণ, তিনি জানতেন, আল্লাহ দুনিয়াকে ঘৃণা করেন। আর আল্লাহ যা ঘৃণা করেন, তাকে সেটা দেওয়া হলেই তিনি গ্রহণ করতে পারেন না।

বস্তুত আল্লাহ তাআলা দুনিয়াকে খুবই হীন করে সৃষ্টি করেছেন। ফলে নবি কিংবা তার কোনো অনুসারীর পক্ষে দুনিয়াকে সম্মান করা সঙ্গত নয়। ভালোবেসে সম্মানের উচ্চাসনে আসীন বিজ্ঞচিত নয়।

মহান প্রভু পরীক্ষাস্বরূপ তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে দুনিয়ার ধনসম্পদ থেকে দূরে রাখেন। অভাবঅনটন ও দুঃখদারিদ্র্য দিয়ে তাদের ঈমান পরখ করেন। এরপর তাদের পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন। অপর দিকে তিনি অভাজনদেরকে দুনিয়ার প্রাচুর্য ও ভোগ-সম্ভার দান করেন। তাদেরকে আমৃত্যু দুনিয়ার মোহে ফেলে রাখেন। তারা তখন ভাবে যে, দুনিয়ার মাধ্যমে তাদেরকে সম্মানিত করা হয়েছে। সে বিলকুল ভুলে যায় যে, দুনিয়ার অর্থসম্পদ প্রকৃত সম্মানের মানদণ্ড নয়। অন্যথায় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া ত্যাগ করে সারাটা জীবন অভাবঅনটনে থাকতেন। ক্ষুধার যন্ত্রণায় পেটে পাথর বাঁধতেন না।

হাদিসে কুদসিতে এসেছে মহান রব একবার হজরত মুসা আলাইহিস সালামকে বলেছিলেন—

إِذَا رَأَيْتَ الْغِنَى مُقْبِلًا فَقُلْ: ذَنْبٌ عُجِّلَتْ عُقُوبَتُهُ، وَإِذَا رَأَيْتَ الْفَقْرَ مُقْبِلًا فَقُلْ: مَرْحَبًا بِشِعَارِ الصَّالِحِينَ، .

> 'আপনি সচ্ছলতার মুখ দেখলে মনে করবেন, আপনার কোনো পাপের নগদ শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। আর দারিদ্র্যে নিপতিত হলে ভাববেন, আপনি সৎ বান্দাদের কিছুটা গুণ ধারণ করতে পেরেছেন। সুতরাং হে দারিদ্র্য, তোমায় স্বাগতম!'

আমিরুল মুমিনিন! আপনি চাইলে ইসা আলাইহিস সালাম-এর অনুসরণ করতে পারেন। তিনি বলতেন, পেটের ক্ষুধাই আমার খাদ্য। ভয় আমার পরিচয়-প্রতীক। শরীরের লোম আমার পোশাক। শীত কালের সোনালি রোদ আমার গরম কাপড়। চাঁদ আমার রাতের প্রদীপ। পা দুটো আমার যানবাহন। জমিনের তৃণলতা আমার ফলমূল। আমার কাছে

কখনোই কোনো সম্পদ সঞ্চিত থাকে না। তবু এই পৃথিবীতে আমার চেয়ে ধনী কেউ নেই। কারণ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও প্রতি আমার বিন্দুমাত্র মুখাপেক্ষিতা নেই।[৭১]

[১২২] যুহাইর ইবনু নু'আইম রহিমাহুল্লাহু আবদুল্লাহ ইবনু আবদুল গাফফার রহিমাহুল্লাহুর কাছে চিঠি লিখেন—

'হামদ ও সালাতের পর নিবেদন এই যে, স্নেহের ভাতিজা! আমি এখন আল্লাহর রহমতে সুস্থ আছি। কিন্তু মৃত্যু যেকোনো সময় আমার সাথে আলিঙ্গন করতে পারে। আমি ওপারে চলে যেতে পারি। কারণ আমার তো জানা নেই, কখন মৃত্যুর খেয়া জীবনের তটে এসে ভিড়বে।

ভাতিজা আমার! তোমার আব্বু-আম্মুর প্রতি খেয়াল রেখো। তাঁদের খেদমত করতে ভুলে যেয়ো না। পরম যত্নে তাদের সেবা করবে। দুনিয়ার লোভলালসা থেকে নিজেকে সংযত রাখবে। যতটুকু অর্থসম্পদ প্রয়োজন, কেবল ততটুকুই গ্রহণ করবে। কারণ, দুনিয়ার প্রতি যারা ঝুঁকে পড়ে, দুনিয়া তাদেরকে ধ্বংস করে ছাড়ে।

সব সময় নেক আমল করবে। যে আমলে মহান আল্লাহ খুশি হন, বেছে বেছে সে আমলগুলো করবে। আর যে আমলে তিনি বিরক্ত হন, সেগুলো থেকে বিরত থাকবে।

ভাতিজা আমার! আরেকটা কথা শোনো, রবের কারিমের এই আয়াতটা সব সময় স্মরণ রেখো—

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ .

'তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের নীরব কথা ও গোপন পরামর্শের কথা শুনি না? অবশ্যই আমি সব শুনি। আমার ফেরেশতা তাদের কাছে আছে। তারা সবকিছু লিখে রাখে।' [সুরা যুখরুফ : ৮০]'

দুনিয়ালোভীরা কতই-না বোকা!

[১২৩] ইসা আলাইহিস সালাম বলেন—

দুনিয়ালোভীরা নিপাত যাক! তারা বড্ড বোকা। দুনিয়া তাদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত প্রতারণা করে; এরপরও তারা দুনিয়াকে বিশ্বাস করে! দুনিয়া তাদেরকে যেখানে সেখানে অপদস্থ করে; এরপরও তারা দুনিয়ার প্রতি আস্থা রাখে। সুতরাং এই ধোঁকাগ্রস্ত ও প্রবঞ্চিত দুনিয়ালোভীরা নিপাত যাক।

---

[৭১] *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন* : ৩/২১৭।

দুনিয়া তাদেরকে নানামুখি বিপদে নিপতিত করে। প্রিয় ও আপনজনদের বিচ্ছেদ ঘটায়। এরপর একসময় তার একান্ত অনুগতদেরকে ছুড়ে ফেলে। পরকালীন শাস্তির মুখোমুখি করে। এই বাস্তবতা জেনেও যারা দুনিয়ার প্রতি লালায়িত থাকে, দুনিয়ার চিন্তা ও চেষ্টায় মন ও মস্তিষ্ক ব্যতিব্যস্ত রাখে এবং এর জন্য পাপ কাজে লিপ্ত হয়, তারা নিপাত যাক।[৭২]

দুনিয়ালোভী রহমত থেকে বঞ্চিত হয়

[১২৪] হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু অনেক সময় বলতেন—

দুনিয়া ও দুনিয়ার রঙ-তামাশা যার ভালো লাগে, তার হৃদয় থেকে আখিরাতের ভয় দূর হয়ে যায়। ইলমে দ্বীন শিক্ষা করার পরও দুনিয়ার প্রতি যার লোভ-লালসা থাকে, সে আল্লাহ তাআলার চোখে ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়; আল্লাহর সাথে তার দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যায়। ফলে সে রহমত থেকে বঞ্চিত হয়। সিরাতে মুস্তাকিম থেকে ছিটকে পড়ে।[৭৩]

দুনিয়ালোভীরা পিপাসার্ত ব্যক্তির মতো

[১২৫] আবু আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, হজরত ইসা আলাইহিস সালাম বলেছেন—

طَالِبُ الدُّنْيَا مِثْلُ شَارِبِ مَاءِ الْبَحْرِ، كُلَّمَا ازْدَادَ شُرْبًا ازْدَادَ عَطَشًا حَتَّى يَقْتُلَهُ.

> 'দুনিয়ালোভীরা সমুদ্রে ভেসে চলা কাফেলার মতো—যাদের মিঠা পানির মজুদ শেষ হয়ে গেছে। ফলে বাধ্য হয়ে সমুদ্রের লোনা পানি দিয়ে তৃষ্ণা নিবারণের চেষ্টা করছে। কিন্তু এই পানি তাদের তৃষ্ণা আরও বাড়াচ্ছে এবং ক্রমশ তাদেরকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে।'[৭৪]

[১২৬] আবুল মুগিরা রহিমাহুল্লাহু বলেন—

কোনো বান্দা যদি নিছক শ্বাস-প্রশ্বাসের বিনিময়েও সমগ্র দুনিয়া পেয়ে যায়, তবুও সে কিয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

---

[৭২] *নিহায়াতুল আরব*: ৫/২৪৫।
[৭৩] *বাহজাতুল মাজালিস*: ২/২৮১।
[৭৪] *তারিখে দিমাশক*: ২০/১২০।

দুনিয়ালোভীরা ধর্মের সওদা করে

[১২৭] আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, একবার আবু সাইদ মাদানি রহিমাহুল্লাহু আমাকে আবদুল্লাহ ইবনু উরওয়াহ রহিমাহুল্লাহুর একটি কবিতা আবৃত্তি করে শুনান। কবিতাটির সারমর্ম হচ্ছে—

'দুনিয়ালোভীরা দ্বীনের সওদা করে বেড়ায়। দ্বীনের বিনিময়ে দুনিয়া ক্রয়ের জন্য উদভ্রান্তের ন্যায় ছুটে বেড়ায়। সবাই আজকে এই রোগে আক্রান্ত। দ্বীনের মাধ্যমে দুনিয়া শিকারে ব্যস্ত। দুনিয়া নিয়ে তারা এতই ব্যস্ত ও মত্ত যে, আখিরাত নিয়ে ভাবার ফুরসতটুকুও তাদের নেই। সকলের লক্ষ্য দুনিয়া অর্জন। এক্ষেত্রে অনুজ-অগ্রজ এবং কর্তা ও অনুসারীর মাঝে কোনো প্রভেদ নেই। ফলে গোটা সমাজই আজ আদর্শ ও লক্ষ্যচ্যুত হয়ে পড়ছে। দ্বীনের সরল পথ থেকে বহুদূরে ছিটকে পড়ছে।'

দুনিয়ালোভীরা দুর্ভাগা

[১২৮] আবদুর রহমান ইবনু যায়েদ রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'যারা আখিরাতকে উজাড় করে দুনিয়াকে সমৃদ্ধ করে, তারা বড় দুর্ভাগা। অনুরূপ যারা দ্বীনের ক্ষতি করে ধনসম্পদ জোগাড় করে, তারা বড় ক্ষতিগ্রস্ত। এরপর তিনি নিচের আয়াতটি তিলাওয়াত করেন—

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا .

> 'নিশ্চয় যারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না এবং পার্থিব জীবনেই সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত এবং যারা আমার নিদর্শনাবলি সম্পর্কে গাফিল, তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। [সুরা ইউনুস : ৭-৮]

দুনিয়ালোভীরা জাহান্নামে যাবে

[১২৯] আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

"إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صَارَتْ أُمَّتِي ثَلَاثَ فِرَقٍ: فِرْقَةٌ يَعْبُدُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لِلدُّنْيَا، وَفِرْقَةٌ يَعْبُدُونَهُ رِيَاءً وَسُمْعَةً، وَفِرْقَةٌ يَعْبُدُونَهُ لِوَجْهِهِ وَلِدَارِهِ، فَيَقُولُ لِلَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ لِلدُّنْيَا: بِعِزَّتِي وَجَلَالِي وَمَكَانِي مَا

أَرَدْتُمْ بِعِبَادَتِي؟ فَيَقُولُونَ: بِعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ وَمَكَانِكَ رِيَاءً وَسُمْعَةً قَالَ: فَإِنِّي لَمْ أَقْبَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، اذْهَبُوا بِهِمْ إِلَى النَّارِ. قَالَ: وَيَقُولُ لِلَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ لِوَجْهِهِ وَلِدَارِهِ: بِعِزَّتِي وَجَلَالِي وَمَكَانِي مَا أَرَدْتُمْ بِعِبَادَتِي؟ فَيَقُولُونَ: بِعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ وَمَكَانِكَ لِوَجْهِكَ وَلِدَارِكَ، فَيَقُولُ: صَدَقْتُمْ، اذْهَبُوا بِهِمْ إِلَى الْجَنَّةِ".

'কিয়ামতের দিন আমার উম্মত তিনটি দলে বিভক্ত হবে। প্রথম দল—যারা দুনিয়া অর্জনের জন্য আল্লাহ তাআলার ইবাদাত করত। দ্বিতীয় দল—যারা সুনাম-সুখ্যাতির জন্য আল্লাহ তাআলার ইবাদাত করত। তৃতীয় দল—যারা একমাত্র আল্লাহ এবং জান্নাতের আশায় ইবাদাত করত। যারা দুনিয়া অর্জনের জন্য ইবাদাত করত আল্লাহ তাআলা তাদের ডেকে বলবেন, 'আমার সম্মান, বড়ত্ব ও মর্যাদার শপথ! বলো, তোমরা দুনিয়ায় কেন আমার ইবাদাত করতে?' তারা বলবে, 'আপনার সম্মান, বড়ত্ব ও মর্যাদার শপথ, আমরা দুনিয়া অর্জনের জন্য ইবাদাত করতাম।' তখন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের লক্ষ্য করে বলবেন, 'তোমরা তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাও। আমি তাদের কোনো ইবাদাত কবুল করিনি।'

এরপর যারা সুনাম-সুখ্যাতি অর্জনের জন্য ইবাদাত করত আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ডেকে বলবেন, 'আমার সম্মান, বড়ত্ব ও মর্যাদার শপথ! বলো, তোমরা দুনিয়ায় কেন আমার ইবাদাত করতে?' তারা বলবে, 'আপনার সম্মান, বড়ত্ব মর্যাদার শপথ, আমরা সুনাম-সুখ্যাতি অর্জনের জন্য ইবাদাত করতাম।' তখন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের লক্ষ্য করে বলবেন, 'তোমরা তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাও। আমি তাদের কোনো ইবাদাত কবুল করিনি।'

অতঃপর যারা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও জান্নাতের আশায় ইবাদাত করত, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ডেকে বলবেন, 'আমার সম্মান, বড়ত্ব ও মর্যাদার শপথ! বলো, তোমরা কেন আমার ইবাদাত করতে?' তারা বলবে, 'আপনার সম্মান, বড়ত্ব ও মর্যাদার শপথ, আমরা আপনার সন্তুষ্টি ও জান্নাতের আশায় ইবাদাত করতাম।' তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে

বলবেন, 'তোমরা সত্য বলেছ। এরপর ফেরেশতাদেরকে বলবেন এদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাও।'[৭৫]

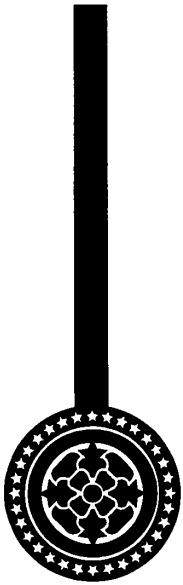
দুনিয়ালোভীরা কুকুরের মতো

[১৩০] হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'দুনিয়ার জীবনে কেউ আখিরাত তালাশ করে; আবার কেউ কেউ দুনিয়াকেই চূড়ান্ত লক্ষ্য মনে করে। যারা আখিরাত তালাশ করে, আল্লাহ তাদেরকে পূর্ণরূপে আখিরাত দান করেন। আর যারা দুনিয়া তালাশ করে, আল্লাহ তাদেরকে যৎসামান্য দুনিয়া দান করেন। তখন তারা কুকুরের মতো হয়ে যায়। সম্পদের জন্য একে অপরের ওপর হামলে পড়ে এবং রক্তপাত ঘটায়।'



[৭৫] ইমাম বুখারি রহিমাহুল্লাহু বলেন, এই হাদিসটি মুনকার। ইবনু মাইন রহিমাহুল্লাহু বলেন, হাদিস মাজহুল। [*মিযানুল ইতেদাল*: ২/৬৭৮]



দুনিয়ার ব্যাপারে কয়েকটি আন্তরিক অসিয়ত ও উপদেশ

নবিজির আন্তরিক অসিয়ত

[১৩১] সাহর ইবনু হাওশাব রহিমাহুল্লাহু বর্ণনা করেন, ইসা আলাইহিস সালাম বলেন—

- তোমরা এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করো না। অন্যথায় সে তোমাদেরকে গোলাম বানিয়ে ছাড়বে।
- তোমাদের অর্থ-কড়ি এমন ব্যক্তির কাছে আমানত রেখো, যে তা বিনষ্ট করবে না।
- মনে রেখো, দুনিয়ার কারও কাছে অর্থ-কড়ি জমা রাখলে, তা লোপাট হওয়ার আশঙ্কা থাকে; কিন্তু মহান রবের কাছে গচ্ছিত রাখলে, তা সুরক্ষিত থাকে এবং নিশ্চিত প্রবৃদ্ধি লাভ করে।[৭৬]

---

[৭৬] *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন*: ৩/২২৯। *আল-ইতহাফ*: ৮/৮২।

সংক্ষিপ্ত দুটি নাসিহা

[১৩২] একবার কয়েকজন ভদ্রলোক আলি ইবনু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অনুরোধ করে বললেন—

'আমিরুল মুমিমিন, আপনি আমাদেরকে দুনিয়ার ব্যাপারে উপদেশ দিন।'

'সংক্ষিপ্তাকারে? নাকি বিশদভাবে?

'সংক্ষিপ্তাকারে।'

'দুনিয়ার বৈধ উপকরণ গ্রহণ করলে, কিয়ামতের দিন হিসাব দিতে হবে। আর অবৈধ উপকরণ গ্রহণ করলে, জাহান্নামে দগ্ধ হতে হবে।'[৭৭]

দুনিয়া ও আখিরাত দুই সতীনের মতো

[১৩৩] ওয়াহহাব ইবনু মুনাব্বিহ রহিমাহুল্লাহু দুনিয়ার ব্যাপারে বলেন—

দুনিয়া আর আখিরাত দুই সতীনের মতো। তাদের একজন যে-পরিমাণ খুশি হবে; অপর জন ঠিক সে-পরিমাণ কষ্ট পাবে।[৭৮]

দুনিয়া তাদেরকে দিয়ে দাও

[১৩৪] ইবনু উয়াইনাহ রহিমাহুল্লাহু বর্ণনা করেন, ইসা ইবনু মারয়াম আলাইহিমাস সালাম বলেন—

দুনিয়ায় তোমাদের প্রতিপক্ষ হচ্ছে শাসক ও নারী। তবে শাসকদের চেয়ে নারীরা বেশি বিপজ্জনক। কারণ, শাসকদেরকে দুনিয়া নিয়ে মেতে থাকতে দিলে তারা তোমাদের বিরোধিতা করবে না। কোনো ক্ষতিও করবে না। কিন্তু নারীদেরকে সামর্থ্যের সবটুকু দিলেও তারা তোমাদের বিচ্যুতির কারণ হতে পারে। কাজেই সালাত ও সিয়ামের মাধ্যমে তাদের থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করবে।[৭৯]

ইসা ইবনু মারয়ামের কয়েকটি নাসিহা

[১৩৫] শু'আইব ইবনু সালিহ রহিমাহুল্লাহু বর্ণনা করেন, ইসা আলাইহিস সালাম বলেন, দুনিয়া কারও হৃদয়ে জায়গা করে নিলে সে তিনটি বিপদের সম্মুখীন হয়—

---

[৭৭] *কানযুল উম্মাল*: ৮৫৬৬।
[৭৮] *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন*: ৩/২২৪।
[৭৯] *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন*: ৩/২১৭। *আল ইতহাফ*: ৮/৮২।

এক. অনিঃশেষ ব্যস্ততা। এই ব্যস্ততা তাকে এতটাই অধীর করে রাখে যে, সে স্থিরচিত্তে একটি সিজদাও আদায় করতে পারে না।

দুই. মনস্তাত্ত্বিক ক্ষুধা ও সীমাহীন দারিদ্র্য। এই ক্ষুধা ও দারিদ্র্য তার মাঝে সম্পদের এমন আসক্তি তৈরি করে যে, কোটি টাকাকেও তখন নস্যি মনে হয়।

তিন. অযাচিত উচ্চাভিলাষ। এই উচ্চাভিলাষ কখনো তাকে দু-দণ্ড স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে দেয় না।

মনে রেখো, কেউ দুনিয়া তালাশ করে; আবার কাউকে দুনিয়া স্বয়ং তালাশ করে। যে আখেরাত তালাশ করে, তাকে দুনিয়া স্বয়ং তালাশ করে এবং তার জীবিকার ব্যবস্থা করে। আর যে দুনিয়া তালাশ করে, আখিরাত তার মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকে এবং মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার গলা চেপে ধরে।[৮০]

দুনিয়া কারও উপকার করে না

[১৩৬] সাহাবি মুয়াজ ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু বলেন—

প্রিয় বন্ধু, এই ধূসর দুনিয়ার কাছ থেকে তোমরা ভালো কিছু পাবার আশা করো না। কারণ, দুনিয়া সব সময় তোমাদের ক্ষতি করতে চায়; কখনো উপকার করতে চায় না। মহান আল্লাহ যার হৃদয়কে দুনিয়াবিমুখ করেন, সে-ই দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম। দুনিয়া অতীতে কারও উপকার করেনি। ভবিষ্যতেও করবে না।

[১৩৭] আবু জা'ফর রহিমাহুল্লাহু বলেন— আমার দাদার যিয়াদ নামক একজন গোলাম ছিল। সে দাদার পুত্রদেরকে কুরআনুল কারিম ও দ্বীন শিক্ষা দিত। একদিন তার পড়ানোর সময় দাদা তন্দ্রা যান। সে দাদাকে ঘুমন্ত ভেবে ছেলেদের সামনে দুনিয়ার মাহাত্ম্য নিয়ে আলোচনা করে। দাদা তন্দ্রা থেকে উঠে তাকে ডেকে বলেন, 'বেটা, তুমি আমার পুত্রদের সামনে দুনিয়ার মাহাত্ম্য নিয়ে আলোচনা করে তাদের মনে শয়তানের মিনার তৈরি করে দিয়েছ। সুতরাং তুমি এখন তাদেরকে আল্লাহর সিফাত ও তাঁর জিকির শিখিয়ে ওই মিনার ভেঙে দাও।'

দুনিয়া যার কম অর্জন হয়েছে সে সফল

[১৩৮] হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

যাকে দুনিয়ার প্রাচুর্য দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে যদি এই অনুভূতি জাগ্রত না-হয় যে, তাকে ক্রমশ ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে; তাহলে বুঝে নিয়ো—তার জ্ঞান-বুদ্ধি

[৮০] *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন*: ৩/২১৭। *আল ইতহাফ*: ৮/৮২।

কমে গেছে। অপর দিকে যাকে পার্থিব জীবনে অভাব-অনটনে রাখা হয়েছে, সে যদি এই অভাব-অনটনকে নিজের জন্য মঙ্গলজনক মনে না করে; তাহলে বুঝে নিয়ো—তারও বিবেক-বুদ্ধি লোপ পেয়েছে এবং সে সঠিক চিন্তা-চেতনা হারিয়ে ফেলেছে।

সাথিদের প্রতি সালাফদের নাসিহা

[১৩৯] ইয়াযিদ আল আ'রাজ রহিমাহুল্লাহু তার সাথিদেরকে প্রায়ই বলতেন—

দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী আর আখিরাত চিরস্থায়ী হওয়াই তোমার শিক্ষা গ্রহণের জন্য যথেষ্ট। দুনিয়াতে তুমি যে-আমল করবে আখিরাতে ঠিক সেরকমই প্রতিদান দেওয়া হবে। সুতরাং দুনিয়াকে ত্যাগ করে নেক আমল করে যেতে পারলে আখিরাতে উত্তম প্রতিদান পাবে।

[১৪০] উমর ইবনু আবদুল আজিজ রহিমাহুল্লাহু একটি খুতবায় বলেন—

সাবধান! দুনিয়া যেন তোমাদের ধোঁকায় না ফেলে। কারণ, অচিরেই দুনিয়া ছেড়ে ওপারে চলে যেতে হবে। ফিরে আসার কোনো সুযোগ থাকবে না। কাজেই এখনই বিদায়ের প্রস্তুতি নাও। পাথেয় সংগ্রহে নেমে পড়ো। দুনিয়ার ব্যাপারে উচ্চাশা ত্যাগ করো। কারণ, দুনিয়ার উচ্চাশা মানুষের হৃদয়কে কঠিন করে দেয়। তখন সেখানে আল্লাহর ভয় প্রবেশ করতে পারে না...' এ কথা বলে তিনি মিম্বর থেকে নেমে আসেন। তার দুচোখ বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু পড়তে থাকে।[৮১]

ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর নাসিহা

[১৪১] আবদুর রহমান ইবনু হুযাইরা রহিমাহুল্লাহু বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথিদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলতেন—

'তোমরা খুব অল্প সময়ের জন্য দুনিয়ায় এসেছ। রাত-দিনের পালাবদলে হঠাৎ করেই একদিন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসবে। তবে ভয়ের কথা হলো, দুনিয়ায় যাপিত প্রতিটি মুহূর্ত হিসাব করে রাখা হচ্ছে। আখিরাতে এর জন্য পুরস্কার বা শাস্তির ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

মনে রেখো, দুনিয়া আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহের উর্বর ক্ষেত্র। এখানে চাষাবাদ করেই তোমাকে আখিরাতের শস্য ঘরে তুলতে হবে। কাজেই এখানে যদি ভালো ফসল ফলাতে

[৮১] সনদ যয়িফ।

পারো, তাহলে আখিরাতে পুরস্কার পাবে। অনন্তকাল সুখে থাকবে। আর যদি এখানে মন্দ ফসল ফলাও তাহলে আখিরাতে শাস্তির সম্মুখীন হবে। অনন্তকাল কষ্টে থাকবে।

তাই কখনো দুনিয়ার মায়ায় জড়াবে না। সব সময় নেক আমলের চেষ্টা করবে। কারণ, আখিরাতে মুক্তি পেতে হলে নেক আমলের কোনো বিকল্প নেই। সেখানে ধন-দৌলত ও বংশ-কৌলিন্য কোনো কাজে আসবে না।

মনে রাখবে, জীবনে যা-কিছু ভালো, তা আল্লাহ দান করেন। আর যা-কিছু মন্দ তাও তিনিই দূর করেন। মুত্তাকিরা দ্বীনের সর্দার ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাই যথাসম্ভব তাঁদের সংস্পর্শে থাকার চেষ্টা করবে।

দু-কূলের বাদশা হবে যেভাবে

[১৪২] আবু মুহাম্মাদ রহিমাহুল্লাহু বলেন—

এক ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসি' রহিমাহুল্লাহুকে অনুরোধ করে বলে, 'আপনি আমাকে অসিয়ত করুন।' প্রতি উত্তরে মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসি' রহিমাহুল্লাহু বলেন, 'তুমি দুনিয়া এবং আখিরাতের মালিক হয়ে যাও।' লোকটি জিজ্ঞেস করে, 'এটা কী করে সম্ভব?' উত্তরে ওয়াসি' রহিমাহুল্লাহু বলেন, 'তুমি সর্বান্তকরণে দুনিয়া ত্যাগ করো; হৃদয় থেকে দুনিয়ার মায়া-মহব্বত মুছে ফেলো, তবেই সম্ভব।'[৮২]

[১৪৩] মিহরাজ আত-তাফাবি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'হে আল্লাহর বান্দারা, তোমরা অযথা সময় নষ্ট করো না। কেননা, প্রকৃত মুমিনরা আল্লাহর আনুগত্যের বাইরে একটি মুহূর্তও কাটায় না।'

বিশিষ্টজনদের অসিয়ত

[১৪৪] আওন ইবনু আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, ওলামায়ে কেরাম রহিমাহুমুল্লাহ পরস্পরকে তিনটি ব্যাপারে অসিয়ত করতেন—

এক. যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমল করবে, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন।

দুই. যে ব্যক্তি আখিরাতের জন্য আমল করবে, আল্লাহ তার দুনিয়ার প্রয়োজন পূরণ করে দেবেন।

---

[৮২] *হিলইয়াতুল আওলিয়া*: ২/৩৫০।

দিন. যে ব্যক্তি তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা ভালো করবে, আল্লাহ তার বাহ্যিক অবস্থাও ভালো করে দেবেন।

[১৪৫] হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

প্রকৃত মুমিন সে, যে সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তাআলা যা কিছু বলেছেন সব-ই সত্য এবং তা বাস্তবায়িত হবেই। তা ছাড়া প্রকৃত মুমিন সবচেয়ে বেশি আমল করে। আল্লাহর আযাবকে ভয় করে। আল্লাহর রাস্তায় বিপুল অর্থসম্পদ ব্যয় করেও নিজেকে নিরাপদ মনে করে না। বরং দ্বীনের রাস্তায় অনেক কাজ করার পরেও পড়ন্তবেলায় এসে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—

'আল্লাহর জন্য কিছুই করতে পারলাম না। মৃত্যুর পর হয়তো আল্লাহর শাস্তি থেকে রেহাই পাব না।'

অপর দিকে মুনাফিকের মাঝে এ ধরনের কোনো লক্ষণই দেখা যায় না। সে সব সময় দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে আর বুক ফুলিয়ে বলে—

'দুনিয়ায় আমার মতো হাজারও মানুষ আছে, তারা ক্ষমা পেয়ে গেলে আমিও পেয়ে যাব।' এই চিন্তা তাকে আরও ভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়। আর সে আল্লাহর কাছে মিথ্যা আশা পোষণ করতে থাকে।

[১৪৬] আবু বকর রহিমাহুল্লাহু বলেন, একজন অন্তর্জ্ঞানী বলেছেন—

হে বনি আদম, তুমি যখন দুনিয়ার কথা ভুলে যেতে পারবে, তখনই প্রকৃত আনন্দ অনুভব করবে।

দুনিয়া পেয়ে তখনই তুমি খুশি হতে পারবে, যখন নিশ্চিত করে জানতে পারবে যে, তোমার জন্য জান্নাত নির্ধারণ হয়ে গেছে।

শরীরের যত্ন নিতে তখনই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে, যখন জানতে পারবে যে, তোমার কাফনের কাপড় পরতে হবে না।

[১৪৭] মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়ালিদ রহিমাহুল্লাহু বলেন, লোকেরা একবার হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহুকে বলেন, আপনি আমাদের সামনে দুনিয়া ও দুনিয়ার জীবনের তাৎপর্য তুলে ধরুন। তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

অতীত কখনো ফিরে আসবে না। বর্তমান তোমার আমলের মোক্ষম সময়। ভবিষ্যৎ তোমার আশা-নিরাশার দোলাচল। পেতে পারো; আবার হারাতেও পারো।'

[১৪৮] হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

হে আদম সন্তান, তুমি সারা বছরের চিন্তা একদিনে করতে যেয়ো না। কারণ, তুমি সারা বছর বেঁচে থাকলে, আল্লাহ নিজ দয়াগুণে তোমার রিজিকের ব্যবস্থা করবেন। আর মৃত্যুবরণ করলে, তুমি এমন জিনিসের চিন্তা করছ, যা আদৌ তোমার নয়। কাজেই দুনিয়াবিমুখ হয়ে জীবনযাপন করো। দুনিয়ার জীবন নির্ঝঞ্ঝাট কেটে যাবে। পরকালে সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবে।'

[১৪৯] উমর ইবনু যার রহিমাহুল্লাহু একবার তাঁর বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলেন—

প্রিয় বন্ধুগণ, আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর রহম করুন। তোমরা দিন ও রাতের বিভিন্ন প্রহরে মহান আল্লাহর ইবাদাত করবে। আখিরাতের পাথেয় জোগাড় করবে। কারণ, যারা ইবাদতের মাধ্যমে আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহ করে, তারাই মূলত সৌভাগ্যবান। আর যারা এটা করে না, তারাই মূলত হতভাগা।

মনে রাখবে, দিন-রাতের বিভিন্ন প্রহর ও গমনাগমন রবের সঙ্গে বান্দার আত্মার সম্পর্ক গড়ার সুবর্ণ সুযোগ। যারা অলস ও অকর্মণ্য, তাদের জন্য এই সুযোগ ক্ষতির কারণ।

আরেকটা ব্যাপার, তোমরা প্রভুর স্মরণের মাধ্যমে হৃদয়কে উজ্জীবিত ও প্রাণবন্ত রাখবে। যারা গভীর রাতে অশ্রুসজল চোখে প্রভুর পায়ে মাথা ঠুকে, তাদেরকে অনুসরণ করবে। যারা সীমাহীন আশা ও ভয় নিয়ে মহান রবকে ডাকে, তাদের সান্নিধ্য গ্রহণ করবে।

আর মনে রাখবে, রাতের শেষ প্রহরে যারা মহান রবকে ডাকে, আল্লাহ তাদের ডাকে সাড়া দেন। সৃষ্টিকুলের গভীর ঘুমের মুহূর্তে যারা রবের পদরেখায় এসে দাঁড়ায়, তাদের ওপর রহমতের শিশির বর্ষণ করেন। তা ছাড়া যারা রাতগুলো হেলায় নষ্ট করে কিংবা ঘুমে বিভোর থাকে, আখিরাতে অনুতাপ তাদেরকে ঘিরে ধরবে। কিন্তু সেদিন কারও কোনো আক্ষেপ বা অনুতাপ কোনো কাজে আসবে না। আল্লাহ তোমাদের ওপর রহম করুন।'

[১৫০] ইবনু শাওযাব রহিমাহুল্লাহু বলেন, একবার কাছির ইবনু যিয়াদ রহিমাহুল্লাহুকে নসিহত করার অনুরোধ করা হলে তিনি বলেন—

'তোমরা দুনিয়াকে আখিরাতের বিনিময়ে বিক্রি করে দাও। তাহলে উভয় জগতেই সুখী হতে পারবে। সাবধান! আখিরাতকে কখনো দুনিয়ার বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়ো না। অন্যথায় উভয় জগতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

[১৫১] বাকর আল আবেদ রহিমাহুল্লাহু বলতেন—

'জীবনের প্রতিটি দিনকে এক একটি যুগ মনে করবে। একটি দিন চলে গেলে, একযুগ নষ্ট হওয়ার সমান দুঃখবোধ করবে।'

আবু হাযেম রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'দুনিয়ার কোনো কিছু তোমাকে সীমাহীন আনন্দিত করলে, মনে করবে, এর পেছনে কষ্টের বীজ লুকিয়ে আছে।'[৮৩]

দুনিয়া যেন হৃদয়কে ব্যস্ত না রাখে

[১৫২] মুহাম্মাদ ইবনু নাজর আল হারেসি রহিমাহুল্লাহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَا تَشْغَلُوا قُلُوبَكُمْ بِذِكْرِ الدُّنْيَا .

'হৃদয়ে দুনিয়ার আলোচনা ঠাঁই দিয়ো না।'[৮৪]

দুনিয়ার জালে আটকা পড়ো না

[১৫৩] হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'তোমরা দুনিয়ার জালে আটকা পড়ে আখিরাতকে ভুলে যেয়ো না। দুনিয়া মানুষকে মায়ার জালে জড়িয়ে ব্যস্ততার অকূল দরিয়ায় নিক্ষেপ করে। তখন মানুষ একটি ব্যস্ততায় জড়ালে তার সামনে আরও দশটি ব্যস্ততা এসে দাঁড়িয়ে পড়ে।

যে নিজেকে সংশোধন করতে চায়

[১৫৪] আবি সুলাইমান দারানি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

যে নিজেকে সংশোধন করতে চায়, সে যেন দুটো কাজ করে। **এক.** দুনিয়ার মায়া-মহব্বত হৃদয় থেকে বের করে দেয়। **দুই.** আখিরাতের ভয়াবহ শাস্তি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে। তাহলেই তার আত্মসংশোধন হয়ে যাবে।[৮৫]

আজকের দিনটিকে গনিমত মনে করো

[১৫৫] মুহাম্মাদ ইবনু সিনান রহিমাহুল্লাহু বলেন, মানসুর আয জাফারি রহিমাহুল্লাহু একজন নেককার বুজুর্গ ছিলেন। তাঁর এক প্রতিবেশী একবার তাঁর কাছে যুগের দুর্যোগ সম্পর্কে অভিযোগ করলে তিনি বলেন—

---

[৮৩] *হিলইয়াতুল আওলিয়া*: ১/২৩৯।
[৮৪] *বাইহাকি*: ৭/৩৬১।
[৮৫] *হিলইয়াতুল আওলিয়া*: ৯/২৬৬।

'তুমি আজকের দিনটিকে জীবনের সর্বশেষ দিন মনে করবে। আগামীকালের আশায় থাকবে না। আর সমস্ত প্রয়োজন কেবল আল্লাহর কাছেই চাইবে। কারণ, দেওয়া-না-দেওয়ার অধিকার কেবল তারই হাতে।'

দুনিয়াকে অপছন্দ করো; আল্লাহ ভালোবাসবেন

[১৫৬] সালাম ইবনু বশির রহিমাহুল্লাহু বলেন, একবার ইসা আলাইহিস সালামের সাথিবর্গ তাকে অনুরোধ করে বলেন, 'হে রুহুল্লাহ, আপনি আমাদেরকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন, যে আমল করলে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং আমরা আল্লাহ তাআলার প্রিয় পাত্র হব।' ইসা আলাইহিস সালাম তখন বলেন—

أَبْغِضُوا الدُّنْيَا يُحِبْكُمُ اللهُ .

'তোমরা দুনিয়াকে অপছন্দ করো; আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন।'[৮৬]

ওপারে ফেরার প্রস্তুতি নাও

[১৫৭] হাসান ইবনু আবুল হাসান রহিমাহুল্লাহু একবার বনু 'শাকিফ' গোত্রের পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে লোকেরা তাঁকে অনুরোধ করে বলল, 'শাইখ, আপনি আমাদেরকে কিছু নাসিহা করে যান।' তাদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে তিনি বললেন—

'এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, আল্লাহর কোনো শরিক নেই। আমাদের জন্য তিনি দুনিয়াকে মুসাফিরখানা বানিয়েছেন। দুনিয়াটা আমাদের জন্য পরীক্ষাগার। দুনিয়ায় আমাদেরকে ভালো-মন্দ যা-কিছু দেওয়া হয়, তার সবই পরীক্ষার বস্তু। দুনিয়ার সুখ-দুঃখও পরীক্ষার বস্তু। এগুলো দিয়ে মহান আল্লাহ আমাদের ইমান পরখ করতে চান। সুখে-দুঃখে আমরা কেমন আমল করি সেটা দেখতে চান। কিন্তু মানুষ এটা বুঝতে চায় না। মানুষ দিন-রাত একাকার করে দুনিয়ার পেছনে ছুটে। এভাবেই একদিন তার আয়ু শেষ হয়ে যায়। কিন্তু আখিরাতের জন্য আদৌ কোনো প্রস্তুতি নেওয়া আর হয়ে উঠে না।

তারা এটা বিশ্বাসই করতে চায় না যে, তাদের জন্মের পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই তাদের রিজিক নির্ধারিত হয়ে আছে। জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত তারা এই রিজিক পেতে থাকবে। কিন্তু আখিরাত! আখিরাত তো চেষ্টা ছাড়া অর্জন করা যায় না। যে আখিরাতের জন্য যতটুকু চেষ্টা করে, সে ততটুকুই সুফল পায়। অথচ এই আখিরাত নিয়ে তাদের কোনো চিন্তা-ভাবনাই নেই।

---

[৮৬] *উলুমুদ্দিন*: ৩/২২০।

দুনিয়ার পেছনে ঘুরতে ঘুরতে যেদিন আয়ু শেষ হয়ে যাবে এবং জীবনর আলোঝলমল সূর্যটা অস্তাচলে ডুব দেবে, সেদিন আফসোসের অন্ত থাকবে না। কিন্তু সেদিনের আফসোস ও আক্ষেপ কোনো কাজে আসবে না। মহান আল্লাহ খালি হাতে ফিরিয়ে দেবেন সবাইকে। তাই তোমরা দুনিয়ার ব্যাপরে সতর্ক থেকো। আখিরাতের প্রতি মনোনিবেশ করো। বেলা শেষ হওয়ার আগেই ওপারে ফেরার প্রস্তুতি নিয়ো।'

স্বার্থান্বেষী আলিম ও একটি সতর্কবার্তা

[১৫৮] ইসা আলাইহিস সালাম বলেন—

হে স্বার্থান্বেষী আলিম, দুনিয়ার পেছনে তোমাদের দৌড়ঝাঁপ দেখে মনে হচ্ছে, আখিরাতের ভয়াবহ শাস্তির কথা তোমরা একেবারে ভুলেই গেছ। তোমরা দুনিয়ার সামান্য জিনিসের জন্য দিন-রাত কষ্ট করে চলেছ; কিন্তু আখিরাতের প্রতি ভ্রুক্ষেপই করছ না। অথচ তোমাদের উচিত ছিল, দুনিয়াকে অবজ্ঞার চোখে দেখা এবং আখিরাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া।

ছেঁড়া পাতার অমূল্য নাসিহা

[১৫৯] ওয়াহহাব ইবুন মুনাব্বিহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, একবার আমি একটা কাগজের টুকরো দেখতে পেলাম। বাতাস কাগজের টুকরোটাকে এদিক-সেদিক নিয়ে যাচ্ছিল। আমি কাগজের টুকরোটা হাতে নিয়ে দেখতে পেলাম, তাতে অমূল্য কিছু কথা লিখা আছে—

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। এই দুনিয়া ধোঁকার ঘর। এখানে যারা থাকে, তারা কেউ-ই নিরাপদ নয়। এখানে মানুষ আসে, আবার চলে যায়। এখানে কেউ আজীবন থাকে না। এটা থাকার জায়গাও না। এখানে মানুষ যা কিছু জোগাড় করে, সব ছেড়ে একদিন চলে যায়। দেখে মনে হয়, দুনিয়ায় তার কোনো অর্জন বা উপার্জন নেই। তাই দুনিয়ার পরিবর্তে আখিরাতের চিন্তা করো। কবরে যাওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করো। দুনিয়াকে দুনিয়াদারদের জন্য ছেড়ে দাও। আখিরাতকে তোমার লক্ষ্য ও গন্তব্য বানাও।'

দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়া

[১৬০] বিলাল ইবনু সা'দ রহিমাহুল্লাহু বলেন—

মহান আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়া থেকে যতই দূরে রাখতে চান, আমরা ততই দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ি। ফলে দেখা যায়, একসময় যারা দুনিয়াবিমুখ ছিল এখন তারাও দুনিয়ামুখী হয়ে গেছে।[৮৭]

সুলাইমান আলাইহিস সালাম ও এক আবেদের কথা

[১৬১] আবু ইমরান আল জাওনি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

একদিন নবি সুলাইমান আলাইহিস সালাম বাতাসে ভর করে কোথাও যাচ্ছিলেন। পাখিরা তাঁকে ছায়া দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তার ডানে-বায়ে জিন, মানুষ, সভাষদ ও সৈন্যসামন্ত ছিল। পথিমধ্যে বনি ইসরাইলের এক নেককার বান্দা সুলাইমান আলাইহিস সালামের এই বিশাল বহর দেখে বলে উঠেন—হে সুলাইমান ইবনু দাউদ, নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ আপনাকে সুবিশাল সম্রাজ্য ও অসামান্য ক্ষমতা দিয়েছেন....। সুলাইমান আলাইহিস সালাম তার এই মন্তব্য শুনে বলেন—

لَتَسْبِيحَةٌ فِي صَحِيفَةِ مُؤْمِنٍ خَيْرٌ مِمَّا أُعْطِيَ ابْنُ دَاوُدَ، فَمَا أُعْطِيَ لِابْنِ دَاوُدَ يَذْهَبُ وَالتَّسْبِيحَةُ تَبْقَى .

> 'মুমিনের আমলের খাতায় লিখিত একবার 'সুবহানাল্লাহ' বলার নেকি ইবনু দাউদের সম্রাজ্য থেকে অনেক দামি। এই ধনসম্পদ ও এই সম্রাজ্য তো একদিন শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহর জন্য জপিত একটি তাসবিহ থাকবে—অনন্তকাল; চিরদিন।'[৮৮]

দুনিয়ার ভালোবাসা থেকে পানাহ চাও

[১৬২] হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'শুধু দুনিয়ার ভালোবাসার কারণেও আল্লাহ আমাদের শাস্তি দিতে পারেন।'

[১৬৩] তিনি আরও বলেন, এক ব্যক্তি তার ভাইকে বলছিল—

'চলো, আমরা দুনিয়ার ভালোবাসা থেকে আল্লাহর কাছে পানা চাই—যা মানুষ সাধারণত করে না।'

---

[৮৭] *আল-মুসনাদু আহমাদ—যুহুদ*: ৩৮৫। সনদ—যয়িফ।
[৮৮] *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন*: ৩/২১৭।

দুনিয়াকে চিরস্থায়ী ঘর বানিও না

[১৬৪] ফুদাইল রহিমাহুল্লাহু বলেন—

হে বনি আদম, দুনিয়াকে তোমরা চিরস্থায়ী ঘর বানিও না। এই দুনিয়া ছেড়ে একদিন তোমাকে চলে যেতে হবে। কাজেই দুনিয়ায় এমনভাবে বসবাস করো—যেন তোমাকে শত্রু তাড়া করছে। আর তুমি প্রাণভয়ে দৌড়ে পালাচ্ছ। দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় আখিরাতের জন্য এমন কিছু করে যাও, যেন মৃত্যুর পর সুখী হতে পারো। আর যদি কোনো কর্ম না-করে নিছক আশায় বুক বেঁধে বসে থাকো, তাহলে অচিরেই তুমি আশাহত হবে।

তুমি তাদের মতো হয়ো না, যাদের ব্যাপারে কুরআনুল কারিমে বর্ণিত হয়েছে—

يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ .

> 'তারা এ থেকে বাধা প্রদান করে এবং এ থেকে পলায়ন করে। তারা নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংস করছে, কিন্তু তারা বুঝতে পারছে না।'[সুরা আ'নআম : ২৬]

এই দুনিয়ার হিসাব তোমাকে দিতে হবে

[১৬৫] আসআছ ইবনু ইসহাক আল কুম্মি রহিমাহুল্লাহু বলেন, ইসা আলাইহিস সালাম বলেছেন—

لَا تَطْلُبُوا الدُّنْيَا بِهَلَكَةِ أَنْفُسِكُمْ، وَاطْلُبُوا الدُّنْيَا بِتَرْكِ مَا فِيهَا، عُرَاةً دَخَلْتُمُوهَا، وَعُرَاةً تَخْرُجُونَ مِنْهَا، كَفَى الْيَوْمَ هَمُّهُ، وَغَدًا إِذَا دَخَلَ بِشُغْلِهِ .

> 'তোমরা তোমাদের জীবনকে দুনিয়ার পেছনে ফেলে ধ্বংস করে দিয়ো না। দুনিয়ার সামান্য বিলাসিতার জন্য তোমরা তোমাদের দ্বীনকে নষ্ট করে দিয়ো না। মনে রেখো, একদিন তুমি এই দুনিয়ায় বস্ত্রহীন হয়ে আগমন করেছিলে। কিছু দিন পর আবার বস্ত্রহীন হয়েই প্রস্থান করবে। আজ তুমি যে-দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত; কাল তোমাকে সেই দুনিয়ারই হিসাব দিতে হবে।'[৮৯]

---

[৮৯] *আল মুসনাদ- আহমাদ— যুহুদ*: ১২০।

অতীত থেকে শিক্ষা

[১৬৬] আসআছ রহিমাহুল্লাহু বলেন, একবার জনৈক ব্যক্তি ইসা আলাইহিস সালামকে একটি বাড়ি নির্মাণ করার পরামর্শ দিয়ে বলেন, আপনি একটি বাড়ি নির্মাণ করলে খুবই ভালো হতো। তখন তিনি বলেন—

تَكْفِينَا خُلْقَانُ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا .

'অতীতে যারা এখানে ছিল, আজ তারা নেই। কাল আমিও থাকব না। এই বাস্তবতার প্রতি বিশ্বাস থাকলে বাড়ি নির্মাণের আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই।'[৯০]

প্রকৃত সফলতা

[১৬৭] আওন ইবনু আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, দুনিয়ার সম্পদ ও সৌন্দর্য ধোঁকার পসরা। কাজেই দুনিয়ার সকল সুখ ও সম্পদ মিলেও আখিরাতের মুহূর্তকালীন সুখের সমান হতে পারবে না। প্রকৃত সফলতা তো আখিরাতের সফলতা। তবুও আমরা এই দুনিয়া নিয়েই ব্যস্ত থাকি।

এক নারীর মূল্যবান উপদেশ

[১৬৮] ইয়ায ইবনু হামযা রহিমাহুল্লাহু বাহরাইনের এক ছেলের সূত্রে বর্ণনা করেন, কুরাইশ গোত্রের এক নারী বলেছেন, দুনিয়াত্যাগীরা যদি জানত যে, রব্বে কারিম তাদের জন্য কী প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন; তাহলে তারা মৃত্যুর জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ত।[৯১]

পুত্রের প্রতি পিতার নাসিহা

[১৬৯] মুসা ইবনু উবাইদা রহিমাহুল্লাহু বলেন, হজরত লোকমান আলাইহিস সালাম তার পুত্রকে নাসিহা করতে গিয়ে বলেন—

يَا بُنَيَّ إِنَّكَ اسْتَدْبَرْتَ الدُّنْيَا مُنْذُ يَوْمَ نَزَلْتَهَا، وَاسْتَقْبَلْتَ الْآخِرَةَ، فَأَنْتَ إِلَى دَارٍ تَقْرُبُ مِنْهَا أَقْرَبُ مِنْكَ إِلَى دَارٍ تُبَاعِدُ عَنْهَا .

---

[৯০] *কাসরুল আমাল*: ২৫৫।

[৯১] *সাফওয়াতুস সাফওয়াহ*: ৪/৭৫।

'প্রিয় বৎস, জন্মের পর থেকে তুমি ধীরে ধীরে দুনিয়া থেকে দূরে যাচ্ছ এবং আখিরাতের নিকটবর্তী হচ্ছ। সুতরাং খেয়াল রেখো, যে ঘর থেকে তুমি বেরিয়ে এসেছ সে ঘর তোমার থেকে অনেক দূরে; আর যে ঘরের দিকে এগিয়ে চলেছ সে ঘর অতি নিকটে।'[৯২]

একটি চিঠি ও কয়েকটি উপদেশ

[১৭০] আবু শুজা রহিমাহুল্লাহু বলেন, একবার আলি ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন। পত্রে তিনি সালমান ফারসিকে দুনিয়ার ব্যাপারে সতর্ক করে বলেন—

'হামদ ও সালাতের পর সমাচার এই যে, মনে রাখবেন! দুনিয়া সাপের মতো। তাকে স্পর্শ করলে খুবই নরম মনে হয়, কিন্তু এই সাপ অত্যন্ত বিষধর। তার দংশন বড়ই বিষাক্ত। তার দংশন মৃত্যু ডেকে আনে। সুতরাং আপনি এই দুনিয়ার আকর্ষণ থেকে দূরে থাকবেন—অনেক দূরে—যাতে দুনিয়া আপনার নাগাল না-পায়।

মনে রাখবেন, এই দুনিয়া থেকে একদিন বিদায় নিতে হবে। এ ব্যাপারে কারও কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং মাথা থেকে দুনিয়ার চিন্তা ঝেড়ে ফেলুন। মন থেকে দুনিয়ার মহব্বত মুছে ফেলুন। সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা পরকালের জন্য তুলে রাখুন। সর্বোপরি দুনিয়ায় সুখ ও আনন্দের কিছু পেয়ে গেলে সতর্ক থাকুন। কারণ, মানুষ যখন দুনিয়ার প্রাপ্তিতে মাত্রাতিরিক্ত খুশি হয়, তখনই কোনো না কোনো বিপদ নেমে আসে।'[৯৩]

যদি ইবাদাতে মজা পেতে চাও

[১৭১] মালেক ইবনু দিনার রহিমাহুল্লাহু বলেন, আবদুল্লাহ রাযি রহিমাহুল্লাহু আমাকে বলেন, তুমি যদি আল্লাহর ইবাদাতে স্বাদ পেতে চাও এবং উত্তরোত্তর উন্নতি লাভের আশা করো, তাহলে তুমি নিজের ও পার্থিব চাহিদার মাঝে বাধার প্রাচীর নির্মাণ করো। তবেই কেবল ইবাদাতে প্রেমের স্বাদ পাবে এবং উত্তরোত্তর তোমার উন্নতি ঘটতে থাকবে।[৯৪]

---

[৯২] *আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক রহিমাহুল্লাহু, যুহুদ*: ১০৬০। সনদ যয়িফ।
[৯৩] *হিলইয়াতুল আওলিয়া*: ২/১৩৫।
[৯৪] *হিলইয়াতুল আওলিয়া*: ২/৩৬৫।

দুনিয়া ও আখিরাত একই পাত্রে জমা হয় না

[১৭২] সুফিয়ান রহিমাহুল্লাহু বলেন, ইসা আলাইহিস সালাম এই দুনিয়ার ব্যাপারে বলে গেছেন—

كَمَا لَا يَسْتَقِيمُ النَّارُ وَالْمَاءُ فِي إِنَاءٍ، كَذَلِكَ لَا يَسْتَقِيمُ حُبُّ الْآخِرَةِ وَالدُّنْيَا فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ .

'আগুন ও পানি যেমন একসঙ্গে একই পাত্রে থাকতে পারে না; ঠিক তেমনি দুনিয়া ও আখিরাতের ভালোবাসাও মুমিনের অন্তরে একসাথে জায়গা করে নিতে পারে না।'[৯৫]

দুনিয়া ও আখিরাতকে এক সাথে ভালোবাসা যায় না

[১৭৩] সাহল ইবনু আবিল আসাদ রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'যে দুনিয়া ও আখিরাতকে সমান্তরালে রেখে চলতে চায়, তার দৃষ্টান্ত ওই ক্রীতদাসের মতো; যার মালিক দুজন এবং ঘটনাক্রমে দুইজনই বিপরীতমুখি স্বভাবের। কাজেই ক্রীতদাস বুঝে উঠতে পারে না যে, সে কাকে রেখে কাকে খুশি করবে। অনুরূপ যে-ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতকে একসাথে ভালোবাসে, সেও ঠাওরে উঠতে পারে না যে, দুনিয়াকে খুশি করবে নাকি আখিরাতকে?'[৯৬]

[১৭৪] সাবেত রহিমাহুল্লাহু বলেন, সাইদ ইবনু আবি বুরদা রহিমাহুল্লাহু আমার কাছে একখানা পত্র লিখেন, তাতে লিখা ছিল—দুনিয়া এখন আর বেশিদিন বাকি নাই, শুধু দুটি জিনিস বাকি আছে। [১] অপেক্ষমান কিছু ফিতনা। [২] আর কিছু দুশ্চিন্তা এবং কষ্ট।[৯৭]

দুনিয়া খুবই সামান্য

[১৭৫] ইবনু মিহরান রহিমাহুল্লাহু বলেন—

দুনিয়া এমনিতে সামান্য। তার ওপর সৃষ্টির পর থেকে এপর্যন্ত অনেক কিছুই শেষ হয়ে গেছে। এখন যেটুকু বাকি আছে, সেটুকু একেবারেই সামান্য।

---

[৯৫] *তারিখে দিমাশক*: ২০/১২০।
[৯৬] *বাহজাতুল মাজালিস*: ২/২৯১।
[৯৭] *যুহুদ, ইবনুল মুবারক*: ১/২৬০।

দুনিয়ার প্রতি যার ভাবনা প্রবল

[১৭৬] আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَنْ أَصْبَحَ وَأَكْبَرُ هَمِّهِ الدُّنْيَا فَلَيْسَ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ .

'যে-ব্যক্তি দুনিয়ার ভাবনা নিয়ে ঘুম থেকে ওঠে এবং দুনিয়াকেই সবচেয়ে বড় মনে করে, আল্লাহর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থাকে না।'[৯৮]

[১৭৭] আবুল হাশেম রহিমাহুল্লাহু বলেন, 'আল্লাহ তাআলা যেমন রোগ সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তার ওষুধও সৃষ্টি করেছেন। দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা হলো একটি রোগ, আর এই রোগের ওষুধ হলো—'যুহুদ বা দুনিয়াবিরাগ'।

দুনিয়ার ভালোবাসা সমস্ত পাপের মূল

[১৭৮] সুফিয়ান ইবনু সাইদ রহিমাহুল্লাহু বলেন, হজরত ইসা আলাইহিস সালাম বলতেন, সমস্ত পাপের মূল হচ্ছে দুনিয়ার ভালোবাসা। অর্থ-সম্পদ হচ্ছে একটি দুরারোগ্য ব্যাধি।' ইসা আলাইহিস সালামের সঙ্গীরা জিজ্ঞাসা করল, 'হজরত, অর্থ-সম্পদ আবার কীভাবে ব্যাধি হলো?' তিনি বললেন, 'অর্থসম্পদ থাকলে মানুষের মাঝে অহংকার ও দাম্ভিকতা চলে আসে।' সঙ্গীরা আবার জিজ্ঞেস করল, 'কেউ যদি সম্পদ থাকা সত্ত্বেও অহংকার থেকে বেঁচে থাকতে পারে, তবে কি সম্পদ তার জন্য রোগ হিসেবে বিবেচিত হবে?' তিনি বললেন, 'সম্পদের আয়-ব্যয় ও তার যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করতেই তার জীবন শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু সে আল্লাহকে স্মরণ করার ফুরসতই পাবে না।'[৯৯]

সকাল-সন্ধ্যা বিদায়ের ডাক

[১৭৯] হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় একজন ঘোষক ঘোষণা করে—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ الرَّحِيلَ الرَّحِيلَ .

'হে লোক সকল, পরকাল-যাত্রার সময় ঘনিয়ে এসেছে। এখনই বেরিয়ে পড়তে হবে না-ফেরার সফরে।'

---

[৯৮] *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন*: ৩/২১৭। হাদিস যয়িফ।
[৯৯] *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন*: ৩/২১৭।

কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

إِنَّهَا لِإِحْدَى الْكُبَرِ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ

'নিশ্চয় জাহান্নাম গুরুতর বিপদসমূহের অন্যতম। মানুষের জন্য সতর্ককারী—তোমাদের মধ্যে যে সামনে অগ্রসর হতে চায়।' [সুরা মুদাছছির : ৩৫-৩৭]

সালাফদের ব্যস্ততা

[১৮০] সুহাইম রহিমাহুল্লাহু বলেন, একবার আমি আমের ইবনু আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহুর কাছে গিয়ে বসি। তিনি তখন সালাত আদায় করছিলেন। সালাত শেষ করে আমার দিকে ফিরে সংক্ষেপে বললেন, 'আমাকে আমার মতো থাকতে দাও। কোনো প্রয়োজন থাকলে জলদি বলো। আমার খুব তাড়া আছে।' আমি বললাম, 'আপনার এত তাড়া কিসের? তিনি বললেন, আমি খুব জলদি আমার রবের সাথে মিলিত হতে চাচ্ছি। এই ধূসর দুনিয়ায় আমার আর ভালো লাগে না।' এটুকু বলে তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। অগত্যা আমি তার কাছ থেকে ফিরে এলাম।[১০০]

আমাকে নিস্তার দাও

[১৮১] সালামা ইবনু সাইদ রহিমাহুল্লাহু বলেন, একবার আবু দাউদ আত-তাই রহিমাহুল্লাহু ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন জনৈক ব্যক্তি তাকে একটি হাদিস জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন, 'অন্তত এই মুহূর্তে আমাকে নিস্তার দাও। আমি চাচ্ছি, যথাসম্ভব দ্রুত আমার প্রাণ-পাখি দেহের জীর্ণ খাঁচা থেকে বেরিয়ে প্রভু-প্রেমের মুক্ত আকাশে উড়ে বেড়াক। প্রতারণাময় দুনিয়া আমার আর ভালো লাগে না। দম বন্ধ হয়ে আসে।'[১০১]

গভীর রাতে ঘুমে বিভোর হয়ে যেয়ো না

[১৮২] আবু বকর আস-সুফি রহিমাহুল্লাহু বলেন, আমি আবু মুআবিয়া আসওয়াদ রহিমাহুল্লাহুকে দেখেছি, তিনি নিজেকে সম্বোধন করে বলছেন—'হে আবু মুআবিয়া, তুমি যদি নিজের উন্নতি দেখতে চাও, তাহলে গভীর রাতে ঘুমে বিভোর হয়ে যেয়ো না। অলসতা ছেড়ে দাও। নেক আমলকে পুঁজি বানাও। অদূর ভবিষ্যতের জন্য পাথেয় সঞ্চয়

[১০০] *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন*: ৪/৬৬৪।
[১০১] *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন*: ৪/৬৬৪।

করো। দুনিয়ার মায়ায় পড়ে আখিরাত ভুলে যেয়ো না। বিদায়ের মুহূর্ত ঘনিয়ে আসার আগেই বিদায়ের প্রস্তুতি নাও। তোমার উত্তরপুরুষদের রুজি-রোজগার নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করো না। কারণ, তাদের রোজগারের ব্যাপারে চিন্তার দায়িত্ব তোমার না।[১০২]

কবির ভাষায়—

'চলবে কিসে ভাবছ মিছে—
তুমি ভাবার কে?
যা ভাবার ভাবছেন তিনি
তুমি ভাব তাঁকে।'[১০৩]

আখিরাতের কাজ দ্রুত করা ভালো

[১৮৩] উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন—

দুনিয়ার সব কাজই ধীর-স্থীরভাবে সম্পাদন করা ভালো। কিন্তু আখিরাতের কাজ ধীরে ধীরে করা ভালো না। যথা সম্ভব দ্রুত করা উচিত।[১০৪]

পরকালের জন্য সঞ্চয় করো

[১৮৪] হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

দুনিয়া হলো আখিরাতের পুঁজি সংগ্রহের জায়গা। একজন মুমিন দুনিয়ায় যা আমল করে, আখিরাতে সেটাই তার একমাত্র পুঁজি হয়। ভরসার শেষ অবলম্বন হয়। তার আমল ভালো হলে, আখিরাত নিরাপদ ও সুখময় হয়। আর আমল মন্দ হলে, আখিরাত অনিরাপদ ও দুঃখময় হয়।

সুতরাং প্রিয় বন্ধু, দুনিয়ায় পুঁজি সংগ্রহের যে-সুযোগ পেয়েছ, সেটা হাতছাড়া করো না।[১০৫]

পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণ করো

[১৮৫] আবদুল ইবনু সাফওয়ান রহিমাহুল্লাহু বলেন, আমরা একবার হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহুর সাথে এক জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি বলেন—

---

[১০২] *সাফওয়াতুস সাফওয়াহ*: ৪/২৭১।
[১০৩] চরণটি অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত।
[১০৪] *জামিউস সাগির*: ৩০০৯।
[১০৫] *কাসরুল আমাল*: ১৪০। সনদ যয়িফ।

আল্লাহ ওই ব্যক্তির ওপর রহম করুন—যে এমন বিদায়ের দিন আসার পূর্বেই বিদায়ের প্রস্তুতি নিয়ে রাখে। এখন আমরা যার জানাযা পড়তে যাচ্ছি, সে যে আমল করতে পারে না, তোমরা সেই আমল করতে পারো। তাই এইদিন আসার পূর্বেই তোমরা সুস্থতা ও অবসরকে গনিমত হিসেবে গ্রহণ করো। আখিরাতের পাথেয় যোগাও।[১০৬] (কারণ ঠিক এভাবেই একদিন তোমার জানাযা পড়ানো হবে। প্রিয়জনেরা কাঁধে করে তোমাকে দূরের কোনো গোরস্থানে রেখে আসবে। সেদিন তুমি বড় একা হয়ে যাবে। কেউ থাকবে না তোমার সাথে। যাদেরকে তুমি খুব আপন ভাবতে, বুকে আগলে রাখতে এবং দিন-রাত যাদের জন্য মেহনত করতে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পয়সা উপার্জন করতে তারাও না। তারা সেদিন তোমার সমাধিতে দু-মুঠো মাটি দেবে। কবরের নেমে তোমাকে মাটির বিছানায় শোয়াবে। তোমার বিয়োগ-ব্যথায় দু-দিন কান্না করবে। ব্যস, এতটুকুই।

এরপর সবাই তোমাকে এমনভাবে ভুলে যাবে, যেন এই দুনিয়ায় তোমার জন্মই হয়নি। যে যার মতো করে সংসার সাজাবে। সবাই সবাইকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। তোমার প্রয়াণে দুনিয়ার চিরাচরিত নিয়মে কোনো ব্যত্যয় ঘটবে না। এটাই নিয়ম। এটাই প্রকৃতি এবং এটাই স্বাভাবিক।

তাই তুমি দুনিয়ার সামনে নতজানু হয়ে বসে থেকো না। বিদায়ের আগেই সফরের পাথেয় যোগাড় করো। দুনিয়ার সামান্য সময়কে গনিমত মনে করো। আখিরাতে হিসাবের কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর পূর্বে সবকিছু ঠিক করে নাও। কাগজ-পত্র গুছিয়ে নাও।)

[১৮৬] জাফর ইবনু সুলাইমান রহিমাহুল্লাহু বলেন, আমি আবু মুহাম্মাদ হাবিব রহিমাহুল্লাহুকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, তোমরা অযথা সময় নষ্ট করো না। কবরের প্রস্তুতি নাও। এই রঙিন দুনিয়ায় তুমি চিরদিন থাকতে পারবে না। কারণ, মৃত্যু ও মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাকে প্রতিনিয়ত খুঁজে বেড়াচ্ছে।[১০৭]

সালাফরা কোনো অবস্থায়ই ইবাদাত ছাড়তেন না

[১৮৭] বিশর ইবনু আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন—

আমরা একবার আবু বকর নাহশালি রহিমাহুল্লাহুকে দেখতে তার বাড়ি যাই। তিনি তখন মুমূর্ষু। আমরা গিয়ে দেখি, তিনি মাথা দিয়ে বিশেষ ভঙ্গিতে ইশারা করছেন। আমাদের একজন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আল্লাহ আপনাকে রহমতের চাদরে জড়িয়ে নিন। আপনি কি সালাত আদায় করছিলেন?' তিনি বললেন—'হ্যাঁ। জীবনের এই পড়ন্ত

[১০৬] *কাসরুল আমাল*: ১৪১। সনদ সহিহ।
[১০৭] *সাফওয়াতুস সাফওয়াহ*: ৩/২১৭।

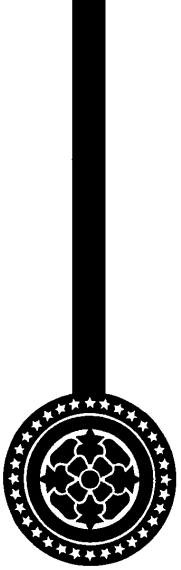
বেলায় আমি আমার রবের কদমে সিজদাহ্ করে নিলাম—যাতে আমলনামা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পূর্বে আখিরাতের জন্য আরেকটু প্রস্তুতি হয়ে যায়।'[১০৮]

দুনিয়া ও আখিরাত কখনো সহাবস্থান করে না

[১৮৮] আবুল হাকাম সাইয়ার রহিমাহুল্লাহু বলেন—

যদি কারও হৃদয়ে দুনিয়া এবং আখিরাত একত্রিত হয়, আর সেখানে কোনো একটি প্রাধান্য লাভ করে, তাহলে অন্যটি তার অধীন হয়ে যায়।[১০৯]

[১০৮] *সিয়ারে আলামুন নুবালা*: ৭/৩৩৩।
[১০৯] *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন*: ৩/২২৪।



প্রকৃত মুমিন ও যাহিদের প্রাপ্তি ও প্রতিদান

মুমিন যেন একজন মুসাফির

[১৮৯] আবু কা'ব রহিমাহুল্লাহু বলেন, আমি হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহুকে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন—

প্রকৃত মুমিন দুনিয়ার জীবনে নিজেকে পরদেশি মুসাফির মনে করে। তাই সে সম্মান পাওয়ার জন্য মানুষের পেছনে-পেছনে ঘুরে বেড়ায় না। আবার কেউ তাকে অযথা অপদস্থ করলেও লজ্জিত হয় না। বিচলিত বোধ করে না। কারণ, সে জানে, দুনিয়া চূড়ান্ত সম্মান কিংবা চূড়ান্ত অপদস্থতার জায়গা নয়।[১১০]

দুনিয়ায় মুমিনের মৌলিক প্রয়োজন চারটি

[১৯০] উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَيْسَ لِابْنِ آدَمَ حَقٌّ فِيمَا سِوَى هَذِهِ الْخِصَالِ: بَيْتٌ يَسْتُرُهُ، وَثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ غَلِيظٌ، وَجِلْفٌ مِنَ الْخُبْزِ وَالْمَاءِ .

---

[১১০] *রাবিউল আবরার*: ১/৮৫।

(দুনিয়ায় মানুষের মৌলিক প্রয়োজন চারটি)—'**এক.** থাকার মত একটি ঘর। **দুই.** লজ্জাস্থান ঢেকে রাখার মতো কাপড়। **তিন.** শুকনো কয়েক টুকরো রুটি। চার. পিপাসা নিবারণের জন্য সামান্য পানি। এ ছাড়া যা কিছু রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে বনি আদমের কোনো অধিকার নেই।'[১১১]

দুনিয়াবিমুখতা হৃদয়ে প্রশান্তির ঢেউ তুলে

[১৯১] মালেক ইবনু দিনার বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনু দাররি রহিমাহুল্লাহুকে বলতে শুনেছি—

إِنَّ الزُّهْدَ فِي الدُّنْيَا يُرِيحُ الْقَلْبَ وَالْبَدَنَ، وَإِنَّ الرَّغْبَةَ فِي الدُّنْيَا تُكْثِرُ الْهَمَّ وَالْحَزَنَ .

'দুনিয়াবিমুখতা হৃদয়ে প্রশান্তি বয়ে আনে। দেহ-মন সতেজ করে। অপর দিকে দুনিয়া প্রীতি দুঃখ ও দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করে। অন্তরে দুঃখের ঢেউ তুলে।'

জান্নাতে বাড়ি

[১৯২] বিশর ইবনুল হারিস রহিমাহুল্লাহু বলেন—

যে দুনিয়াবিমুখ হবে, মহান আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করে রাখবেন।[১১২]

দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম

[১৯৩] হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

একবার সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম নবিকে জিজ্ঞাসা করেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে?' উত্তরে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

أَزْهَدُكُمْ فِي الدُّنْيَا، وَأَرْغَبُكُمْ فِي الْآخِرَةِ .

---

[১১১] *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং—২৪৪২।
[১১২] *হিলইয়াতুল আওলিয়া* : ৮/৩৩৮।

'যে দুনিয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি নির্মোহ ও আখিরাতের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী, সে-ই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।'[১১৩]

দুনিয়াবিমুখরা আখিরাতে নুরের মেলায় মিলিত হবে

[১৯৪] দাউদ ইবনু হিলাল রহিমাহুল্লাহু বলেন, হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সহিফায় লিখা ছিল—

'হে দুনিয়া, তুই সৎলোকদের চোখে অত্যন্ত হীন ও তুচ্ছ। তুই একেক সময় একেক বেশ ধারণ করিস! আমি আমার প্রিয় বান্দাদের অন্তরে তোর প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিয়েছি। তারা তোর থেকে দূরে থাকতে অঙ্গীকারবদ্ধ। আমার সৃষ্টিকুলের মধ্যে তুই সবচেয়ে ঘৃণ্য ও তুচ্ছ। শুধু তুই না; তোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবকিছুই তুচ্ছ। যেদিন আমি সমস্ত মাখলুক সৃষ্টি করেছি, সেদিনই তোর ব্যাপারে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছি যে, তুই চিরকাল কারও আপন হয়ে থাকতে পারবি না; তোর জন্যও কেউ চিরকাল থাকতে পারবে না—যদিও তুই এবং তোর নাগর পরস্পরকে বুকে আগলে রাখার চেষ্টা করিস।

সুতরাং ওই পুণ্যাত্মাদের জন্য, যারা হৃদয় থেকে আমার সিদ্ধান্ত মেনে নেয়। তোকে তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে। আখিরাতমুখী হয় এবং আমাকে পরিপূর্ণ বিশ্বাস করে।

মৃত্যুর পরে তারা নুরের মেলায় সমবেত হবে। সেখানে ফেরেশতারা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে। আমি তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে উন্নত মর্যাদায় উন্নীত করব। আর তারা তো আমার কাছে এটাই চেয়ে থাকে।[১১৪]

দুনিয়াবিরাগদের জন্য সুসংবাদ

[১৯৫] আলি ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

طُوبَى لِلزَّاهِدِينَ فِي الدُّنْيَا، وَالرَّاغِبِينَ فِي الْآخِرَةِ، أُولَئِكَ قَوْمٌ اتَّخَذُوا أَرْضَ اللهِ بِسَاطًا، وَتُرَابَهَا فِرَاشًا، وَمَاءَهَا طِيبًا، وَالدُّعَاءَ دِثَارًا .

'যারা দুনিয়া ত্যাগ করে আখিরাতমুখী হয়, তাদের জন্য সুসংবাদ! যারা মাটিকে বিছানা হিসেবে, বালুকে বালিশ হিসেবে, পানিকে আহার্য হিসেবে এবং দোয়াকে আচ্ছাদন হিসেবে গ্রহণ করে—তাদেরকেই কেবল দুনিয়া ত্যাগী ও আখিরাতমুখী আখ্যা দেওয়া যায়।'

---

[১১৩] *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন*: ৩/৩২৫। হাদিস মুনকাতি, মুরসাল।
[১১৪] *হিলইয়াতুল আওলিয়া*: ১০/১৫৮।

আখিরাতমুখী জীবনে সুখের দোলা

[১৯৬] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

'যে ব্যক্তি দুনিয়াকে সর্বোচ্চ লক্ষ্য বলে স্থির করে এরপর এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা ও সংগ্রাম করে, আল্লাহ দারিদ্র্যকে তার ভাগ্যলিপি করে দেন। তার পরিকল্পনা ভেস্তে দেন এবং দুনিয়ার যৎসামান্য অর্থসম্পদ দিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেন। আর যে ব্যক্তি আখিরাতকে সর্বোচ্চ লক্ষ্য বলে স্থির করে এরপর এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা ও সাধনা করে, আল্লাহ তাকে প্রাণ-প্রাচুর্য দান করেন। সবকিছুতে তাকে দৃঢ়চেতা করে দেন এবং দুনিয়াকে তার অনুগত ও বশীভূত করে দেন।'[১১৫]

[১৯৭] মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদির তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا مَا كَانَ مِنْهَا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

'দুনিয়ার যে অংশ আল্লাহর জন্য সেটুকু ব্যতীত দুনিয়া এবং দুনিয়ার সমস্ত কিছুই অভিশপ্ত।'[১১৬]

দুনিয়া ত্যাগীগণ ওপারে নিশ্চিন্ত থাকবে

[১৯৮] মুসলিম ইবনু আবদুল মালেক রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'যে দুনিয়ার ব্যাপারে কম চিন্তা করবে, সে আখিরাতে নিশ্চিন্ত থাকবে।'

ইসা নবির জীবনবেলা

[১৯৯] উবাইদ ইবনু উমায়ের রহিমাহুল্লাহু বলেন—

ইসা আলাইহিস সালামের জীবন ছিল একেবারেই নির্ঝঞ্ঝাট। তিনি গাছের ছালবাকল ও লতাপাতা খেতেন। চামড়া ও পশমের কাপড় পরতেন। খাওয়ার মতো কিছু পেলে কৃতজ্ঞতার সাথে খেতেন। না-পেলে ধৈর্যধারণ করতেন। কখনো কারও কাছে হাত পাততেন না।

---

[১১৫] *মাজমাউয যাওয়ায়েদ*: ১০/২২২। সনদ, যয়িফ।
[১১৬] *হিলইয়াতুল আওলিয়া*: ৩/১৫৭। হাদিস, যয়িফ।

তাঁর কোনো সন্তান ছিল না। কাজেই দ্বীনি কাজে কোনো রকম পিছুটান ছিল না। সন্তান কেন্দ্রিক বিশেষ ঝামেলা ও দুঃখ কষ্টও ছিল না। তার কোনো ঘরবাড়িও ছিল না। তাই নিরাপত্তা জনিত পেরেশানিও ছিল না। যেখানে রাত হতো, সেখানেই তিনি নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়তেন। এই দুনিয়ার মায়া তাকে কখনো আটকাতে পারেনি। দুনিয়ার ভালোবাসা তাঁকে কখনো গ্রাস করতে পারেনি। তিনি মহান রবকে অনেক ভালোবাসতেন।

[২০০] আবু মুসলিম ইবনু সাইদ রহিমাহুল্লাহু বলেন—

একদিন আমরা 'বনু হানিফা' গোত্রের এক মজলিসে বসা ছিলাম। তখন আমাদের পাশ দিয়ে এক ভদ্রলোক অতিক্রম করেন। তাকে বেশ চিন্তিত ও বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। তিনি আমাদেরকে সালাম দিয়ে সামনে চলে যান। এরপর কী মনে করে যেন পেছনে ফিরে আসেন এবং আমাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, 'বন্ধুগণ, দিন-রাতের আবর্তন দেখে দেখে আমি ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে গেছি। কেউ কি আমাকে এই ক্লান্তি ও হতাশা থেকে মুক্তি দিতে পারবে?'

একথা বলে তিনি সামনে চলে যান। এরপর আবার ফিরে এসে বলেন—

'পাপমুক্ত হৃদয়কে ধন্যবাদ। রবের ইবাদাতে অগ্রগামী অঙ্গ-প্রতঙ্গকে ধন্যবাদ। গুনাহমুক্ত দেহকে ধন্যবাদ। যাদের এমন দেহ, মন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তারা কখনো ক্লান্ত ও হতাশ হয় না। তাদের ইবাদতে ভাটা পড়ে না। বরং দিন বাড়তে বাড়তে একপর্যায়ে মহান রবের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। তখন তারা আল্লাহর সব ধরনের ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকে। তাদের কাছে দুনিয়া ও আখিরাত বরাবর হয়ে যায়। কারণ, তারা জানে, আখিরাতে গেলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দুনিয়ার আমলের বিনিময়ে সুখ দেবেন। জান্নাত দেবেন। সুখের চাবি দেবেন। আর যদি দুনিয়ায় তারা দীর্ঘজীবী হয়, তাহলেও তাদের আফসোস নেই। কারণ, তারা ওপারের জন্য আরও বেশি পরিমাণে পাথেয় জোগাতে পারবে।'

এতটুকু বলেই লোকটি চলে যায়। আবু মুসলিম রহিমাহুল্লাহু বলেন, তার কথাগুলো চিন্তা করে আমি অনেক কেঁদেছি।

দুনিয়াবিমুখতা দেহ-মনে প্রশান্তি বয়ে আনে

[২০১] হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

'এই ধূসর দুনিয়ার প্রতি বিমুখতা দেহ ও মনের জন্য প্রশান্তিস্বরূপ।' (কেননা যার লাখ টাকা নেই, তার লাখ টাকার চিন্তাও নেই। আর যার চিন্তা নেই, তার দেহ মন সব সময়ই ভালো থাকে।[১১৭]

---

[১১৭] *কানযুল উম্মাল*: ৫/১৮৪। সনদে সমস্যা আছে। তবে এ বর্ণনাটি মারফু হাদিস হিসেবে সহিহ সনদে বর্ণনা করা হয়েছে।

কিয়ামতের দিন দুনিয়াবিমুখগণ পোশাক পরিহিত থাকবে

[২০২] হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু—

'কিয়ামতের দিন সবাইকে বিবস্ত্র অবস্থায় সমবেত করা হবে। কেবল যাহিদগণ ব্যতীত।'[১১৮]

দুনিয়াবিমুখতার সুখ

[২০৩] আবু ওয়াকিদ আল লাইছি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

تَابَعْنَا الْأَعْمَالَ وَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا أَبْلَغَ فِي طَلَبِ الْآخِرَةِ مِنَ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا .

'ছোট্ট এই জীবনে আমি অনেক আমল করেছি। সেগুলোর মধ্য থেকে সবচেয়ে বড় আমলটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আখিরাত কামনায় এই দুনিয়া ত্যাগ করার চেয়ে বড় কোনো আমল আমি খুঁজে পাইনি।'[১১৯]

এক কথায় সুখের সন্ধান

[২০৪] নজর ইবনু ইসমাইল রহিমাহুল্লাহু বলেন, একবার আমার কয়েকজন শাইখ আবদুল্লাহ ইবনু উতবা রহিমাহুল্লাহুর সঙ্গে দেখা করতে যান। তাদেরকে দেখে তিনি দীর্ঘ সময় চুপ করে থাকেন। এরপর বলেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এক কথায় সমস্ত কল্যাণের সন্ধান দেবো?' উত্তরে শাইখগণ বলেন, 'জি, আপনি এক কথায় আমাদেরকে পরকালের সুখের সন্ধান দিন।।' তখন তিনি বলেন, 'দুনিয়াবিমুখতার মধ্যেই পরকালীন সমস্ত সুখ নিহিত। অতএব, তোমরা যদি দুনিয়াবিমুখতার গুণ নিয়ে আখিরাতে যেতে পারো, তবে তোমাদের কোনো ভয় নেই। তোমরা সেখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত থাকবে।'

দুনিয়াবিমুখতার উপকার

[২০৫] আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

যে-ব্যক্তি দুনিয়াবিমুখ হবে, তার জন্য দুনিয়ার সব কষ্ট সহ্য করা এবং বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। আর যে-ব্যক্তি সব সময় মৃত্যুকে স্মরণ করবে, সে ধারণার চেয়েও দ্রুত নেক আমল করতে সক্ষম হবে।

---

[১১৮] *হাসান বসরি, ইবনুল জাওযি, পৃ*: ৩৯

[১১৯] ইমাম ওয়াকি রহিমাহুল্লাহু *যুহদ*: ১/২১৯।

বিদায় বেলার অশ্রুগুলো

[২০৬] হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

হজরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি কাঁদতে থাকেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'আপনি রাসুলের প্রিয় সাহাবি হওয়া সত্ত্বেও কাঁদছেন কেন?' উত্তরে তিনি বলেন, 'দুনিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছি বলে আমি কাঁদছি না, বরং আমি কাঁদছি প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি কথা মনে করে। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের থেকে এই অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, দুনিয়ায় যেন আমাদের অর্থ-সম্পদ একজন মুসাফিরের পাথেয়-পরিমাণ থাকে; এরচেয়ে বেশি না হয়। কিন্তু আমার কাছে একজন মুসাফিরের চেয়েও বেশি সম্পদ আছে। আমি রাসুলের সঙ্গে কৃত সেই ওয়াদা পূরণ করতে না-পেরে কাঁদছি।'

একথা বলার কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের পর তার সমুদয় সম্পত্তি হিসেব করে দেখা গেল, তা ৩০ দিরহাম মূল্যের কাছাকাছি।[১২০]

প্রিয়তমার প্রতি স্বামীর আন্তরিক উপদেশ

[২০৭] আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন—

يَا عَائِشَةُ إِنْ أَرَدْتِ اللُّحُوقَ بِي فَلْيَكْفِكِ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ، وَلَا تَسْتَخْلِقِي ثَوْبًا حَتَّى تُرَقِّعِيهِ، وَإِيَّاكِ وَمُجَالَسَةَ الْأَغْنِيَاءِ .

'হে আয়িশা, তুমি যদি আখিরাতে আমার সঙ্গে মিলিত হতে চাও, তাহলে দুনিয়ায় মুসাফিরের পাথেয়-পরিমাণ জীবিকা ও জীবনোপকরণই নিজের জন্য যথেষ্ট মনে করবে। কাপড় তালিযুক্ত করে পরার আগ পর্যন্ত সেটাকে পরিত্যাক্ত বলে রেখে দেবে না। আর মনে রাখবে, কখনো ধনীদের সাথে উঠাবসা করবে না।'[১২১]

হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহর হৃদয় ছোঁয়া নসিহত

[২০৮] হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

---

[১২০] *তারগিব*: ৪/১৬৬। সনদ সহিহ।

[১২১] *আস সুনানুত তিরমিজি, হাদিস নং*— ১৭৮১। হাদিস— গরিব।

‘হে আদম সন্তান, দুনিয়ার মায়া-মোহ যেন তোমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করতে না-পারে। কারণ, দুনিয়ার মায়া-মোহ আখিরাতকে ভুলিয়ে দেয়। কাজেই দুনিয়াকে ভালোবাসার সবগুলো জানালা বন্ধ করে দাও।

হে আদম সন্তান, দুনিয়ার ধনসম্পদকে যে বড় মনে করে, পৃথিবীতে তার চেয়ে বড় বোকা আর নেই। কারণ, ধনসম্পদ একদিন শেষ হয়ে যাবে। জীবনের সূর্যটাও আস্তাচলে ডুব দেবে। তখন সম্পদ ও সন্তান কোনো কাজে আসবে না। কাজেই এখনই ওপারের পাথেয় জোগাড়ের কাজে নেমে পড়ো।’

বিদায় বেলার কথা

[২০৯] হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু বলেন, যে অসুস্থতায় হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু দুনিয়া থেকে বিদায় নেন, সেই অসুস্থতার সময় হজরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে দেখতে যান এবং অনুরোধ করে বলেন, ‘আমিরুল মুমিনিন, আপনি আমাকে অসিয়ত করুন।’ তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘শোনো, যদি তোমাকে অভাবিত প্রাচুর্য দান করা হয় এবং দুনিয়ার সমুদয় সম্পদ তোমার পদতলে এনে রাখা হয়, তবু তুমি নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি দিরহামও গ্রহণ করবে না।

মনে রেখো, যে ফজরের সালাত আদায় করে, সে আল্লাহর দায়িত্বে চলে যায়। সুতরাং আল্লাহর দায়িত্ব থেকে তুমি বের হয়ে যেয়ো না। যদি আল্লাহর দায়িত্ব থেকে বের হয়ে যাও, তাহলে আল্লাহ তাআলা উপুড় করে তোমাকে জাহান্নামের অতলে নিক্ষেপ করবেন।’[১২২]

নবিজির সবচেয়ে নিকটে থাকবে দুনিয়াবিমুখরা

[২১০] আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আখিরাতে আমার প্রিয় হাবিব রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকব। কেননা আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি—

إِنَّ أَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا بِهَيْئَةِ مَا تَرَكْتُهُ فِيهَا ، وَإِنَّهُ وَاللهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ تَشَبَّثَ مِنْهَا بِشَيْءٍ غَيْرِي .

[১২২] *কানযুল উম্মাল*: ৭/৩৭০।

'কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্য হতে আমার সবচেয়ে নিকটে থাকবে ওই ব্যক্তি—যে দুনিয়াকে এমনভাবে ছেড়ে দেয়, যেভাবে আমি দুনিয়াকে ছেড়ে যাচ্ছি। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি ছাড়া তোমরা সবাই দুনিয়ার কোনো না কোনো প্রয়োজনে কিংবা অজুহাতে দুনিয়াকে আঁকড়ে ধরবে।'[১২৩]

দুনিয়াবিমুখতার ফলাফল

[২১১] আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَنْ زَهِدَ فِي الدُّنْيَا أَسْكَنَ اللهُ الْحِكْمَةَ قَلْبَهُ، وَأَطْلَقَ بِهَا لِسَانَهُ، وَبَصَّرَهُ عُيُوبَ الدُّنْيَا دَاءَهَا وَدَوَاءَهَا، وَأَخْرَجَهُ مِنْهَا سَالِمًا مُسْلِمًا إِلَى دَارِ السَّلَامِ.

'যে-ব্যক্তি দুনিয়াবিমুখ হবে, আল্লাহ তাআলা জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা তার হৃদয়কে পূর্ণ করে দেবেন। তার মুখে প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণীর প্রকাশ ঘটাবেন। দুনিয়ার সমস্যা ও তার প্রতিকার সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দেবেন। অবশেষে তাকে সম্পূর্ণ নিরাপদে দুনিয়া থেকে জান্নাতের স্বপ্নীল ভুবনে পাঠাবেন।'[১২৪]

সবচেয়ে বড় দুনিয়াবিমুখ

[২১২] সিহাক ইবনু মুযাহিম রহিমাহুল্লাহু বলেন—

এক ব্যক্তি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, সবচেয়ে বড় দুনিয়াবিমুখ কে?' উত্তরে তিনি বললেন—

مَنْ لَمْ يَنْسَ الْقَبْرَ وَالْبِلَى، وَتَرَكَ أَفْضَلَ زِينَةِ الدُّنْيَا، وَآثَرَ مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى، وَلَمْ يَعُدَّ غَدًا مِنْ أَيَّامِهِ، وَعَدَّ نَفْسَهُ فِي الْمَوْتَى.

---

[১২৩] *মাজমাউয যাওয়ায়েদ*: ৯/৩২৭।

[১২৪] *আল ইতহাদ*: ৯/৩২৯। হাদিস, মুরসাল। যয়িফ।

‘যে কবরের কথা এবং কবরে পচে-গলে যাবার কথা ভুলে না। দুনিয়ার বিলাসিতা পরিহার করে চলে। ক্ষণস্থায়ী বিষয়ের ওপর চিরস্থায়ী বিষয়কে প্রাধান্য দেয়। অনাগত ভবিষ্যৎকে বর্তমান মনে করে না; সে জন্য ব্যতিবস্ত থাকে না। বরং নিজেকে মৃতদের অন্তর্ভুক্ত মনে করে।’[১২৫]

যে বেশি উত্তম

[২১৩] হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু জনৈক সাহাবি থেকে বর্ণনা করেন, একবার সাহাবিরা নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাদের মধ্যে কে সর্বাপেক্ষা উত্তম?’ উত্তরে তিনি বললেন—

أَزْهَدُكُمْ فِي الدُّنْيَا وَأَرْغَبُكُمْ فِي الْآخِرَةِ.

‘তোমাদের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা দুনিয়াবিমুখ ও আখিরাতমুখী।’[১২৬]

আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুহদের পাঠ

[২১৪] আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়া থাকাকালে তার কাছে সেখানকার গভর্নর তিনশত স্বর্ণ মুদ্রা হাদিয়া পাঠান এবং বিনয়ের সঙ্গে বলেন, আপনি যেকোনো কাজে এই মুদ্রাগুলো ব্যয় করতে পারেন। কিন্তু আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু হাদিয়া গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করেন এবং দূতকে এই বলে ফেরত পাঠান যে, তুমি গভর্নরকে গিয়ে বলবে—‘আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দুনিয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্মোহ বানিয়েছেন। কাজেই আমাদের জন্য এক টুকরো গাছের ছায়া, একপাল বকরি এবং একজন বাঁদিই যথেষ্ট। ঘুম পেলে গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়ব। সন্ধ্যায় বকরিগুলোর দুধ পান করব এবং দৈনন্দিন গৃহস্থালি কাজে বাঁদির সাহায্য নেব। ব্যস, এতটুকুই। এরচেয়ে বেশি সম্পদ আমাদের মোটেই দরকার নেই। বরং সেটা আমাদের ধ্বংসের কারণ হতে পারে।’[১২৭]

সাহাবিরা যতটুকু সম্পদ রাখতেন

[২১৫] সালামা ইবনু নুবাতা রহিমাহুল্লাহু বলেন—

---

[১২৫] *মুসান্নাফ ইবনু আবি শাইবা*: ১৩/২২৩। হাদিস, মুরসাল।
[১২৬] *তারগিব*: ৪/১৫৮। হাদিস, মুরসাল।
[১২৭] *হিলইয়াতুল আওলিয়া*: ১/১৬১।

একবার আমরা হজের উদ্দেশ্যে মক্কা যাওয়ার সময় 'রাবযা' নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করি। সংবাদ পেয়ে আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাদের সাথে দেখা করতে আসেন। কথা প্রসঙ্গে আমাদের একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'বর্তমানে আপনার কী পরিমাণ সম্পদ আছে?' উত্তরে তিনি বলেন, 'কয়েকটি বকরি, দু-তিনটি উট এবং একটি গোলাম। এর বাইরে আমার আর কোনো সম্পদ নেই। উট ও বকরি আমার ছেলে দেখাশুনা করে। আর গোলামটি এক বছর পরে আজাদ হয়ে যাবে।'

দ্বীনের প্রিয় স্বভাব

[২১৬] ওয়াহহাব ইবনু মুনাব্বিহ রহিমাহুল্লাহু বলেন—

দ্বীনের সবচেয়ে প্রিয় স্বভাব হলো দুনিয়াবিমুখতা। আর সবচেয়ে অপ্রিয় স্বভাব হলো প্রবৃত্তির তাড়নায় সাড়া দেওয়া।

প্রিয়নবির সতর্কবাণী

[২১৭] হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদেরকে উদ্দেশ্যে করে বলেন—

هَلْ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ تَعَالَى عِلْمًا بِغَيْرِ تَعَلُّمٍ، وَهُدًى بِغَيْرِ هِدَايَةٍ؟ هَلْ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يُذْهِبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ الْعَمَى وَيَجْعَلَهُ بَصِيرًا؟ أَلَا إِنَّهُ مَنْ رَغِبَ فِي الدُّنْيَا وَطَالَ أَمَلُهُ فِيهَا أَعْمَى اللهُ قَلْبَهُ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ، وَمَنْ زَهِدَ فِي الدُّنْيَا وَقَصُرَ أَمَلُهُ فِيهَا أَعْطَاهُ اللهُ عِلْمًا بِغَيْرِ تَعَلُّمٍ، وَهُدًى بِغَيْرِ هِدَايَةٍ، أَلَا إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدَكُمْ قَوْمٌ لَا يَسْتَقِيمُ لَهُمُ الْمُلْكُ إِلَّا بِالْقَتْلِ وَالتَّجَبُّرِ، وَلَا الْغِنَى إِلَّا بِالْبُخْلِ وَالْفَخْرِ، وَلَا الْمَحَبَّةُ إِلَّا بِاسْتِخْرَاجٍ فِي الدِّينِ وَاتِّبَاعِ الْهَوَى، أَلَا فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ الزَّمَنَ مِنْكُمْ فَصَبَرَ لِلْفَقْرِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْغِنَى، وَصَبَرَ لِلْبَغْضَاءِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْمَحَبَّةِ، وَصَبَرَ عَلَى الذُّلِّ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْعِزِّ، لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ إِلَّا وَجْهَ اللهِ تَعَالَى، أَعْطَاهُ اللهُ تَعَالَى ثَوَابَ خَمْسِينَ صِدِّيقًا .

'তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে চায়, মহান আল্লাহ তাকে শিক্ষা গ্রহণ ছাড়াই ইলম দান করবেন। হিদায়াত লাভের ইচ্ছা ও চেষ্টা ছাড়াই হিদায়াত দিয়ে দেবেন?

কিংবা তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে চায়, আল্লাহ স্বপ্রণোদিত হয়ে অজ্ঞতা ও অন্ধত্ব দূর করবেন এবং তাকে জ্ঞান ও দৃষ্টিশক্তি দান করবেন?

শোনো, যে-ব্যক্তি দুনিয়ার মায়ায় জড়িয়ে পড়ে এবং দুনিয়া কেন্দ্রিক বড় বড় স্বপ্ন দেখে, আল্লাহ তাকে অজ্ঞতার অন্ধকারে নিক্ষেপ করেন এবং তার অন্তরদৃষ্টি কেড়ে নেন।

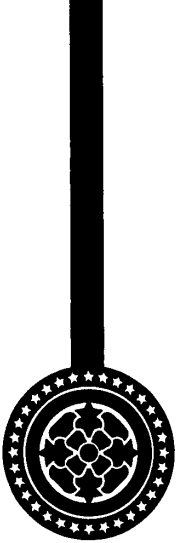
আর যে-ব্যক্তি দুনিয়ার মায়া-মোহ এড়িয়ে চলে এবং সীমিত আশা নিয়ে কোনো রকম বেঁচে থাকে আল্লাহ তাকে চেষ্টা ছাড়াই ইলম দান করেন, কারও সহায়তা ও পথনির্দেশ ছাড়াই হিদায়াত দান করেন এবং তার অন্তরচোখ খুলে দেন।

সাবধান! তোমাদের পরে এমন এক জাতির আবির্ভাব ঘটবে—যারা হত্যা ও রক্তপাতকে শাসনক্ষমতা টিকিয়ে রাখার মাধ্যম মনে করবে। সচ্ছলতাকে কৃপণতা ও গর্বের বস্তু মনে করবে এবং ভালোবাসাকে ধর্মান্তর ও প্রবৃত্তি চর্চার উপলক্ষ্য বানাবে।

সাবধান! তোমাদের কেউ যদি এমন যুগের দেখা পায়, তাহলে সে যেন সচ্ছলতা অর্জনের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ধৈর্য সহকারে অনটনপূর্ণ জীবন যাপন করে; ভালোবাসা ও হৃদ্যতা পোষণের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বিদ্বেষ পোষণ করে এবং সম্মান লাভের উপযোগিতা থাকা সত্ত্বেও অপদস্থতার কষ্ট সহ্য করে।

আর মনে রেখো, যে-ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এগুলো করবে, আল্লাহ তাকে ৫০ সিদ্দিকের সমপরিমাণ সওয়াব দান করবেন।'[১২৮]

[১২৮] *ইহইয়াউ উলমুদ্দিন*: ৩/২১৯। হাদিস— মুরসাল।



কবিদের দৃষ্টিতে দুনিয়া ও দুনিয়াদার

দুনিয়া এক রঙিন স্বপ্ন

[২১৮] মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান রহিমাহুল্লাহু এই ধূসর দুনিয়াকে কাব্যাকারে এভাবে বলেন—

أَحْلَامُ نَوْمٍ أَوْ كَظِلٍّ زَائِلٍ ❁ إِنَّ اللَّبِيبَ بِمِثْلِهَا لَا يُخْدَعُ

দুনিয়া এক রঙিন স্বপ্ন—

নয়তো শেষ বিকেলের ছায়া।

জ্ঞানীরা পড়ে না ধোঁকায়—

জড়িয়ে এর মায়া।"[১২৯]

দুনিয়াটা শেষ বিকেলের ছায়ার মতো

[২১৯] হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ব্যাপারে কাব্যাকারে বলতেন—

---

[১২৯] *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন* : ৩/২২৮।

يَا أَهْلَ لَذَّاتِ دُنْيَا لَا بَقَاءَ لَهَا ❁ إِنَّ اغْتِرَارًا بِظِلٍّ زَائِلٍ حُمُقُ.

‘এই দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী
সে-কথাটা ভুলিও না,
পড়ন্ত এক ধোঁকার ছায়ায়
বোকার মতো ডুব দিয়ো না।’[১৩০]

দুনিয়া অপসৃয়মাণ ছায়া

[২২০] মুসা ইবনু আবদুল্লাহ আল মুকরি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

একবার এক বেদুইন যুবক পাশের একটি গ্রামে গিয়ে মেহমান হয়। গ্রামের লোকেরা তাকে সসম্মানে বরণ করে। সে তাদের আতিথেয়তা গ্রহণ করে তাঁবুতে এসে ঘুমিয়ে পড়ে। ইত্যবসরে গ্রামের লোকেরা এসে তাঁবু উঠিয়ে ফেলে। সূর্যের প্রখর তাপ গায়ে পড়তেই যুবকের ঘুম ভেঙে যায়। তখন সে আবৃত্তি করে—

أَلَا إِنَّمَا الدُّنْيَا كَظِلٍّ ❁ وَلَا بُدَّ يَوْمًا أَنَّ ظِلَّكَ زَائِلُ

‘ধূসর এই দুনিয়াটা
একটু খানি ছায়া,
তোমার গতিও তারই মতো,
থাকবে না এই কায়া।’[১৩১]

[২২১] ওয়াহহাব ইবনু মুনাব্বিহ রহিমাহুল্লাহু বলেন—

একবার একটি কাফেলা কোথাও যাচ্ছিল। পথিমধ্যে তারা অজ্ঞাত এক কবিকে নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করতে শুনেন—

أَلَا إِنَّمَا الدُّنْيَا مَقِيلٌ لِرَائِحٍ ❁ قَضَى وَطَرًا مِنْ حَاجَةٍ ثُمَّ هَجَّرَا

أَلَا لَا وَلَا يَدْرِي عَلَامَ نُزُولُهُ ❁ أَلَا كُلَّمَا قَدَّمْتَ تُلْقَى مُؤَخَّرَا

[১৩০] *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন*: ৩/২২৮।
[১৩১] *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন*: ৩/২২৮।

এই দুনিয়া ক্ষণ-সুখের ঘর
নয় যে চির ভূমি
দুনিয়াটা তো মুসাফির-ঘর
ভেবে নিয়ো তুমি।

মুসাফির তো বিশ্রাম শেষে
যায় যে ফেলে গাছ,
এতটুকু সুখ পাওয়াতে মনে
লাগে না দুঃখের আঁচ।

এই দুনিয়া যদি কাউকে
উঁচু করে তোলে,
একটু পরেই তাকে আবার
মাটিতে ছুড়ে মারে।

দুনিয়ালোভী, বলছি তোমায়

[২২২] ইয়াহইয়া ইবনু জাবের রহিমাহুল্লাহু বলেন—

أَلَا أَيُّها الطَّالِبُ ❁ أَمْرًا لَيْسَ يَلْحَقُهُ

وَيَا مَنْ طَالَ بِالدُّنْيَا ❁ وَزَهْرَتِهَا تَعَلُّقُهُ

أَمَا يَنْفَكُّ ذَا أَمَلٍ ❁ صُرُوفُ الدَّهْرِ تَسْبِقُهُ

أَرَى الدُّنْيَا تُمَنِّي الْمَرْ ❁ ءَ أَمْرًا لَا يُحَقِّقُهُ

وَلَمْ أَرَ جَامِعًا إِلَّا ❁ يَدُ الدُّنْيَا تُفَرِّقُهُ

দুনিয়ালোভী, বলছি তোমায়
রাগ করো না তুমি

আমার কথা শুনলে তবে
পাবে সুখের ভূমি।

যে দুনিয়া করছ তালাশ
অচিরেই তা চলে যাবে,
এই দুনিয়া রয়না হাতে
মানুষের এই জীবন ঘরে।

যে দুনিয়া তালাশে থাকে
সকাল সন্ধ্যা রাতে,
সেই দুনিয়া মিলবে তার
জীবন চলার বাঁকে।

এই দুনিয়া নিয়ে যার
হাজারও স্বপ্ন থাকে,
সব আশাই বিলীন হয়
যুগের দুর্বিপাকে।

দেখেছি আমি জগৎজুড়ে
অনেকের চাওয়া থাকে,
সব আশা তো হয় না পূরণ
বলছি তোমায় ডেকে।

এই দুনিয়া জমা করতে
আমি যাদের দেখি,
খুব অচিরেই এই দুনিয়া
দিবে তাদের ফাঁকি।

দুনিয়াবিমুখতা জান্নাতের চাবি

[২২৩] হুসাইন ইবনু আবদুর রহমান বলেন—

مفتاح باب الجنة الزهد ❁ وبعد الزهد يسر

والفرصة لا يبقي ❁ يعطي الله بيده

দুনিয়া ত্যাগ তোর জন্য

জান্নাতেরই চাবি,

দুনিয়াবিমুখ হলেরে তুই

সুখের দেখা পাবি।

এই সুযোগ আর পাবি না রে

সব সময় কি থাকে?

এই সুযোগটা রব্বে কারিম

দিয়েছেন নিজ হাতে।

আনন্দ ও বাস্তবতা

[২২৪] কা'ব ইবনু মালেক রহিমাহুল্লাহু একটি কবিতায় বলেন—

إِنَّا لَنَفْرَحُ بِالْأَيَّامِ نَقْطَعُهَا ❁ وَكُلُّ يَوْمٍ مَضَى يُدْنِي مِنَ الْأَجَلِ

সুখে কাটছে জীবন মোদের

দিন-রাতের পরিবর্তনে আমরা আনন্দিত হই

অথচ এই পরিবর্তনই আমাদেরকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

অন্যের সম্পদ দেখে অবাক হওয়ার কিছু নেই

[২২৫] আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, একদিন আবু মারইয়াম রহিমাহুল্লাহু আমাকে নিচের কবিতাটি শোনান—

لَا تَغْبِطَنَّ أَخَا حِرْصٍ عَلَى سَعَةٍ ❁ وَانْظُرْ إِلَيْهِ بِعَيْنِ الْمَاقِتِ الْقَالِي

إِنَّ الْحَرِيصَ لَمَشْغُولٌ لِشَقْوَتِهِ ❁ عَنِ السُّرُورِ بِمَا يَحْوِي مِنَ الْمَالِ

ঈর্ষার আগুনে জ্বলো না তুমি
তোমার ভাইর ধন দেখে,
এই ধনে কোনো কল্যাণ নেই
হৃদয় যাবে যে বেঁকে।

ধনের লোভে পড়ছে যারা
তাদের বিপদের নেই কো শেষ,
হতভাগা হবেই তারা
থাকবে না কো খুশির রেশ।

এ জীবন ধোঁকার জালে গাঁথা

[২২৬] আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, আবু জা'ফর আল কুরাশি রহিমাহুল্লাহু আমাকে দুনিয়ার ব্যাপারে একটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনান—

يَا عَاشِقَ الدُّنْيَا وَلِلدُّنْيَا ❁ سَمَادِيرٌ وَسُكْرُ

كَمْ قَدْ مَضَى مَلِكٌ لَهُ ❁ نَظَرٌ إِلَى الْجُلَسَاءِ شَزْرُ

وَلَهُ مُبَاهَاةٌ بِمَا لَمْ ❁ يَبْقَ فِيهِ لَهُ فَخْرُ

وَتَمُرُّ أَزْمِنَةٌ بِنَا ❁ يَمْضِي بِهَا شَهْرٌ وَشَهْرُ

وَتَمُرُّ فِينَا الْحَادِثَاتُ ❁ لَهَا بِنَا طَيٌّ وَنَشْرُ

وَيَكُونُ مَنْ يَبْنِي الْقُصُورَ ❁ يَضُمُّهُ مِنْ بَعْدُ قَبْرُ

وَالدَّهْرُ فِيهِ عَجَائِبٌ ❁ مِنْ صَرْفِهِ شَفْعٌ وَوَتْرُ

দুনিয়া প্রেমী, বলছি তোমায়
শোনো আমার কথা,
এই দুনিয়া মিছে ঘর
ধোঁকার জালে গাঁথা।

অনেক বাদশা গত হলো
রইল না কেউ বেঁচে,
যার ভয়েতে কাঁপত সবাই
তাকাত যখন চোখ বেঁকে।

কথায়-কাজে দাম্ভিকতা
ধীরে ধীরে হলো শেষ,
অহংকার আর গর্বগুলোর
থাকল না রে রেশ।

এসব হলো কালের খেলা
অবাক হওয়ার কিছু নাই,
অপেক্ষা করে তুমিও দেখো,
এ ছাড়া আর উপায় নাই।

ঘর-বাড়ি, দালান-কোঠায়
গড়ল সুখের ভূমি,
ক'দিন বাদেই হবে কবর
দেখে নিয়ো তুমি।

যুগটা হলো বড়ই আজিব
জোড়-বিজোড়ের খেলা
এতটুকুই বললাম তোমায়
কথা আছে ম্যালা।

অবশেষে মানুষ খালি হাতে চলে যায়

[২২৭] আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, ইবরাহিম ইবনু আবদুল মালিক রহিমাহুল্লাহু আমাকে নিচের কবিতাটি শোনান—

عَجَبًا لِأَمْنِكَ وَالْحَيَاةُ قَصِيرَةٌ ❁ وَلِفَقْدِ إِلْفٍ لَا تَزَالُ تَرَوَّعُ

أَحْلَامُ نَوْمٍ أَوْ كَظِلٍّ زَائِلٍ ❁ إِنَّ اللَّبِيبَ بِمِثْلِهَا لَا يُخْدَعُ

وَتَزَوَّدَنَّ لِيَوْمِ فَقْرِكَ دَائِبًا ❁ أَلِغَيْرِ نَفْسِكَ لَا أَبَا لَكَ تَجْمَعُ

আমার খুব অবাক লাগে
যখন তোমায় দেখি,
জীবন তোমার ফুরিয়ে যাচ্ছে
সময় নেই যে বেশি।

ভাবলেশহীন অলসতায়
কাটছে তোমার বেলা,
ক'দিন বাদেই হবে যে শেষ
তোমার জীবন খেলা।

এই দুনিয়া রঙিন ছায়া
কিংবা সুখের রাত,
জ্ঞানীরা এর ধোঁকায় কভু
হয় না যে কাত।

এই দুনিয়ায় থেকে তুমি
পরকালের পাথেয় জোগাও
ভুল করো না আদৌ
আখিরাতে রোজ-হাশরে

ভাই কিংবা বোন বলো—
থাকবে না আর কেউ।

আফসোস লাগে তোমার
লাগি, তুমি কেমন বোকা!
অনেক মাল জমা করেও
চলে যাও যে একা।

দুনিয়াকে আপন করলে দুঃখে ছেয়ে যাবে জীবন

[২২৮] আবু বকর রহিমাহুল্লাহু বলেন, আবুল হাসান রহিমাহুল্লাহু আমাকে একটি কবিতায় বলেন—

يَا خَاطِبَ الدُّنْيَا إِلَى نَفْسِهَا ❁ تَنَاهَ عَنْ خِطْبَتِهَا تَسْلَمِ

إِنَّ الَّتِي تَخْطُبُ قَتَّالَةٌ ❁ قَرِيبَةُ الْعُرْسِ مِنَ الْمَأْتَمِ

দুনিয়াকে প্রস্তাব দিয়ে
করতে চাও যে বিয়ে,
ফিরো এসো তুমি তবে
শান্তি পাবে হিয়ে।

দুনিয়াকে করলে বিয়ে
দুঃখের ছায়ায় পড়বে সবি,
বাসর শেষে জীবন পরে
ওঠবে করুণ রবি।

ধোঁকার জলে ডুব দিয়ো না

[২২৯] আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, আবু জা'ফর আল কুরাশি রহিমাহুল্লাহু একটি কবিতায় বলেন—

أَيُّهَا الْآمِنُ الَّذِي ❁ عَيْنُهُ الدَّهْرَ نَائِمَهْ

أَيْقِظِ الْعَيْنَ إِنَّهَا ❁ بِالْأَمَانِيِّ حَالِمَهْ

لَا تَغُرَّنْكَ الْحَيَا ❁ ةُ بِدُنْيَا مُسَالِمَهْ

إِنَّهَا بَعْدَ سِلْمِهَا ❁ ذَاتَ يَوْمٍ مُرَاغِمَهْ

দুনিয়াকে নিরাপদ ভেবে
কাটছে যার ঘুমের বেলা,
ঘুম থেকে জেগে উঠো
দুনিয়া এক আশার পেয়ালা।

ধোঁকার জলে ডুব দিয়ো না
দুনিয়ার সুখ দেখে,
এই দুনিয়াই সুখের পথটি
করে দেবে বেঁকে।

দুনিয়া একটি মধুময় স্বপ্ন

[২৩০] আবু বকর রহিমাহুল্লাহু বলেন, একদিন আবু জা'ফর রহিমাহুল্লাহু আমাকে দুনিয়া সম্পর্কে একটি কবিতা পাঠ করে শোনান। কবিতার সারাংশ হলো—'দুনিয়া মধুময় স্বপ্নের মতো। মানুষ যেমন গভীর রাতে ঘুমের ঘোরে সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখে; এরপর সকাল হতে না হতেই সেই স্বপ্ন ভেঙে খানখান হয়ে যায়, দুনিয়াও ঠিক তেমনি। এই আছে; এই নেই। কিছুক্ষণ পূর্বে যে-মানুষটি সুন্দর সুন্দর স্বপ্নের কথা বলছিল, একটু পরেই মৃত্যু সংবাদ ভেসে আসে। তখন বুঝে ওঠা যায় না যে, তার স্বপ্নের সংবাদ আগে এসেছিল, নাকি মৃত্যু সংবাদ। কবির ভাষায়—

وَكَمْ نَائِمٍ نَامَ فِي غِبْطَةٍ ❁ أَتَتْهُ الْمَنِيَّةُ فِي نَوْمَتِهْ

وَكَمْ مِنْ مُقِيمٍ عَلَى لَذَّةٍ ❁ دَهَتْهُ الْحَوَادِثُ فِي لَذَّتِهْ

وَكُلُّ جَدِيدٍ عَلَى ظَهْرِهَا ❁ سَيَأْتِي الزَّمَانُ عَلَى جِدَّتِهْ

কত মানুষ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে
সুখ কামনা করে,
ঘুমের ঘোরে কামনারা
আসে দলে দলে।

কত মানুষ সুখের ছোঁয়ায়
কাটায় দিবস-কাল,
সুখগুলো সব করে যে দূর
যুগেরই হালচাল।

দুনিয়ার বুকে এখন যারা
দিব্যি হাসে খেলে,
একদিন তারা যাবে চলে
নতুন প্রজন্ম এলে

একদিন বিদায়-ঘণ্টা বেজে উঠবে

[২৩১] আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, মাহমুদ ইবনুল হাসান রহিমাহুল্লাহু একবার আমাকে নিচের কবিতাটি শোনান—

يَا أَيُّهَا الشَّيْخُ الْمُعَلِّلُ نَفْسَهُ وَالشَّيْبُ شَامِلْ

اعْلَمْ بِأَنَّكَ نَائِمٌ فَوْقَ الْفِرَاشِ وَأَنْتَ رَاحِلْ

وَاللَّيْلُ يَطْوِي لَا يُفَتِّرُ وَالنَّهَارُ بِكَ الْمَنَازِلْ

হে বৃদ্ধ, বলছি তোমায়
মনে রেখো তুমি,
ঘিরে ধরেছে বার্ধক্য তোমায়
জানো সে কি তুমি?

হঠাৎ তোমার যেতে হবে
এই দুনিয়া ছাড়ি,
ঘুম-সফরে থাকলেও তবু
বাজবে বিদায়-ঘড়ি

দিন-রাত্রির অদল-বদল
সতর্ক করছে বারবার,
সমাধির দিকে নিয়ে যাচ্ছে
মঞ্জিল করছে পার।[১৩২]

দুনিয়া নিয়ে গুচ্ছকবিতা

[২৩২] আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, ইয়াসকুর গোত্রের জনৈক কবি একটি কবিতায় দুনিয়া সম্পর্কে বলেন—

إِنَّمَا الدُّنْيَا وَإِنْ سَرَّتْ ❁ قَلِيلٌ مِنْ قَلِيلِ

لَيْسَ يَخْلُو أَنْ تَبَدَّى ❁ لَكَ فِي زِيٍّ جَمِيلِ

ثُمَّ تَرْمِيكَ مِنَ الْمَأْمَنِ ❁ بِالْخَطْبِ الْجَلِيلِ

إِنَّمَا الْعَيْشُ جِوَارُ ❁ اللهِ فِي ظِلٍّ ظليلِ

حَيْثُ لَا تَسْمَعُ مَا ❁ يُؤْذِيكَ مَنْ قَالٍ وَقِيلِ

এই দুনিয়া যদিও অল্প—
খুশিতে রাখে বেশ,
তার সৌন্দর্যে আটকে রাখে
থাকে না দুঃখের লেশ।

---

[১৩২] 'ভাবলেশহীন আর অলসতায়
দিন কাটিও না ভাই,
নয়তো তোমার পরকালের
সুখের জায়গা হবে ছাই।'

খুব শীঘ্রই এই দুনিয়া
মারবে তোমায় ছুড়ে,
তার আঘাতেই পড়বে ঝরে
দূর থেকে সুদূরে।

আখিরাতে যার প্রতিবেশী
হবেন মহান রব,
রহমতেরই ছায়ায় তার
সুখ থাকবে সব।

সেখানেতে থাকবে সুখে
বলবে না কেউ কিছু
কষ্ট দিতে লাগবে না
কেউ তোমার পিছু।

ভালো-মন্দ বোঝার উপায়

[২৩৩] সাইদ ইবনু সাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমার অবস্থা ভালো না খারাপ তা আমি কী করে বুঝব?'

উত্তরে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

إِذَا رَأَيْتَ كُلَّمَا طَلَبْتَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ وَابْتَغَيْتَهُ يُسِّرَ لَكَ، وَإِذَا أَرَدْتَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَابْتَغَيْتَهُ عُسِّرَ عَلَيْكَ فَأَنْتَ عَلَى حَالٍ حَسَنَةٍ، وَإِذَا كُنْتَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ فَإِنَّكَ عَلَى حَالٍ قَبِيحَةٍ .

'যদি দেখো, আখিরাতের কোনো বিষয় প্রয়োজন হলে, সহজেই সেটা পেয়ে যাও কিন্তু দুনিয়ার কোনো বিষয় প্রয়োজন হলে অনেক কষ্টেও সেটা পাও না, তাহলে বুঝবে তুমি ভালো অবস্থায় আছ। আর যদি এর ব্যতিক্রম হতে দেখো, তাহলে বুঝবে, খারাপ অবস্থায় আছ।'[১৩৩]

[১৩৩] *জামিউল কাবির*: ১/৫৯।

[২৩৪] সুফিয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহু বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—

আখিরাতের ব্যাপারে যদি তোমার আগ্রহ থাকে, তাহলে দুনিয়ার কাঙ্ক্ষিত বিষয় প্রাপ্তি বা সম্পাদনের ক্ষেত্রে তোমার মধ্যে ত্বরাপ্রবণতা থাকবে না।[১৩৪]

কবিতার সুরে-সুরে এই দুনিয়া

[২৩৫] আহমাদ ইবনু মুসা আস সাকাফি রহিমাহুল্লাহু একটি গুচ্ছকবিতায় দুনিয়ার এক উদাসীন বাদশাহর কথা তুলে ধরেন। সেখানে তিনি বলেন, আমি বাদশাহকে একসময় নারী ও অর্থকড়ি নিয়ে মত্ত থাকতে দেখেছি। এই পৃথিবীতে তার কোনো কিছুরই অভাব ছিল না। অনেকদিন পরে জানতে পারি, বাদশাহ দুনিয়ার পাঠ চুকিয়ে পরলোক গমন করেছেন। তখন তিনি কবিতা রচনা করে মানুষকে এই পরিণতির ব্যাপারে সতর্ক করেন এবং বলেন, দেখো, একদিন তোমাকেও এই দুনিয়া ছেড়ে যেতে হবে। সুতরাং এখনই আত্মসংশোধনের চিন্তা করো। কবির ভাষায়—

جَهُولٌ لَيْسَ تَنْهَاهُ النَّوَاهِي ❁ وَلَا تَلْقَاهُ إِلَّا وَهُوَ سَاهِي

يُسَرُّ بِيَوْمِهِ لَعِبًا وَلَهْوًا ❁ وَلَا يَدْرِي وَفِي غَدِهِ الدَّوَاهِي

مَرَرْتُ بِقَصْرِهِ فَرَأَيْتُ أَمْرًا ❁ عَجِيبًا فِيهِ مُزْدَجَرٌ وَنَاهِي

بَدَا فَوْقَ السَّرِيرِ فَقُلْتُ مَنْ ذَا ❁ فَقَالُوا: ذَلِكَ الْمَلِكُ الْمُبَاهِي

رَأَيْتُ الْبَابَ سُوِّدَ وَالْجَوَارِي ❁ يَنُحْنَ وَهُنَّ يَكْسِرْنَ الْمَلَاهِي

تَبَيَّنْ أَيَّ دَارٍ أَنْتَ فِيهَا ❁ وَلَا تَسْكُنْ إِلَيْهَا وَادْرِ مَا هِيَ

মূর্খরা তো মন্দ বিষয়ে
থাকে না আর দূরে,
দেখা হলেই পাবে তাকে
অকাজে জড়িয়ে।

[১৩৪] সনদ মাকতু। কারণ সুফিয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাক্ষাৎলাভ করেননি।

হেলা-খেলার ভেতর দিয়ে
যাচ্ছে তার দিবস-কাল,
সে জানে না, তার পেছনে
লুকিয়ে আছে দুঃখ-সকাল।

চলার বাঁকে একদিন আমি
একটি মহল পেলাম,
আশ্চর্য এক দৃশ্য—দেখে
আমি অবাক হলাম।

ছিল তারা পাপে মত্ত
নিষিদ্ধ সব কাজে,
রবের এক সতর্কবার্তা
বাজত সকাল-সাঁঝে।

হঠাৎ একদিন দেখতে পাই
খাটিয়ার ওপর লাশ,
কার লাশ জানতে চেয়ে
অতিক্রম করলাম পাশ।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম
এই লাশটি কার?
লোকেরা সবাই জবাব দিলো
দাম্ভিক ওই বাদশাহর।

মহলের ফটকে আমি
অবাক হয়ে দেখি,
কালো কাপড় টানানো
জানি না এর কারণ কী।

বাদশাহরই বিয়োগ–ব্যথায়

কাঁদছে বাঁদি–সখি,

বিনোদনের সব বস্তু ভাঙছে

মনকে বললাম একি!

কোন ঘরকে করবে আপন

চিন্তা করে দেখো,

এই দুনিয়া ছাড়তে হবে

নীতি মনে রেখো।

إِنَّ الدَّابَّةَ إِذَا لَمْ تُرْكَبْ وَتُمْتَهَنْ تَصَعَّبَتْ وَتَغَيَّرَ خُلُقُهَا، كَذَلِكَ الْقُلُوبُ إِذَا لَمْ تُرَقَّقْ بِذِكْرِ الْمَوْتِ وَيَنْصَبُهَا دَأَبُ الْعِبَادَةِ تَقْسُو وَتَغْلُظُ .

‘পশুকে বাহন হিসেবে ব্যবহার না করলে পশু অকর্মণ্য ও ঔদ্ধত হয়ে পড়ে; ঠিক তেমনি মৃত্যুর স্মরণের মাধ্যমে হৃদয়কে বিগলিত না করলে, হৃদয় পাষাণ হয়ে যায়; মহান আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে যায়।’

তিনি আরও বলেন—

إِنَّ الزِّقَّ إِذَا لَمْ يَتَخَرَّقْ أَوْ يَقْحَلْ، فَسَوْفَ يَكُونُ وِعَاءً لِلْعَسَلِ، وَكَذَلِكَ الْقُلُوبُ مَا لَمْ تَخْرِقْهَا الشَّهَوَاتُ، أَوْ يُدَنِّسُهَا الطَّمَعُ، أَوْ يُقَسِّيهَا النَّعِيمُ، فَسَوْفَ تَكُونُ أَوْعِيَةً لِلْحِكْمَةِ .

‘ব্যবহৃত মশক যদি চিড়ে কিংবা পুড়িয়ে একেবারে ব্যবহারের অযোগ্য না করে ফেলা হয়, তাহলে সেটা যেমন মধুর পাত্র হতে পারে; ঠিক তেমনি হৃদয়কে লোভ, বিলাসিতা ও প্রবৃত্তির তাড়নায় বিনষ্ট না করে ফেললে হৃদয়ও জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বরপাত্র হয়।’[১৩৫]

---

[১৩৫] *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন*: ৩/২৩০।

[২৩৬] আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, আবুল হাসান আল বাহেলি রহিমাহুল্লাহু দুনিয়ার ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকার জন্য এবং আখিরাতকে স্মরণ রাখার জন্য আমাকে বেশ কিছু উপদেশ দেন। তিনি বলেন—

احْذَرِ الْمَوْتَ فَإِنَّ الْمَوْتُ يَغْتَالُ النُّفُوسَا

وَارْفُضِ الدُّنْيَا وَقَابِلْ وَجْهَهَا وَجْهًا عَبُوسَا

মৃত্যুকে করো ভয়

মৃত্যু বড় জ্বালা,

একদিন সে পরাবে

তোমার গলায় বিদায়ের মালা।

দুনিয়াকে ছুড়ে ফেলো

বানাও শত্রুর ঘাঁটি,

নয়তো তুমি হারাবে

দু-কূল, একথাটা খাঁটি।

কবিতার নিবেদন বুঝে নিয়ো

[২৩৭] আবু বকর আল আবিদ রহিমাহুল্লাহু দুনিয়ার ব্যাপারে বলেন—

يَا خَاطِبَ الدُّنْيَا عَلَى نَفْسِهَا ❁ إِنَّ لَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ خَلِيلْ

مَا أَقْتَلَ الدُّنْيَا لِخُطَّابِهَا ❁ تَقْتُلُهُمْ قِدْمَا قَبِيلًا قَبِيلْ

تَسْتَنْكِحُ الْبَعْلَ وَقَدْ وَطَّنَتْ ❁ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْهُ بَدِيلْ

إِنِّي لَمُغْتَرٌّ وَإِنَّ الْبِلَى ❁ يَعْمَلُ فِي جِسْمِي قَلِيلًا قَلِيلْ

تَزَوَّدُوا لِلْمَوْتِ دَارًا فَقَدْ ❁ نَادَى مُنَادِيهِ الرَّحِيلَ الرَّحِيلْ

দুনিয়া প্রেমী, বলছি তোমায়
ভালোবাসো তুমি যাকে,
প্রতিদিন সে নতুন
প্রেমে ব্যস্ত থাকে।

দুনিয়াকে যারা দিছে প্রস্তাব
মারছে তাদের গলায় ছুড়ি,
আগে-পরে অনেককে সে
হত্যা করেছে, ছিঁড়েছে জীবন-ঘুরি।

এক স্বামীকে করে বিয়ে
সকাল কিংবা রাতে,
তার স্থানে অন্য স্বামীকে
বিয়ের জন্য ডাকে।

দুনিয়ার শিকার আমিও।
পাচ্ছি না কো সুখের সুর,
দুরাবস্থা খাচ্ছে আমায়
করছে শুধু দূর দূর!

বন্ধু আমি আপন হয়ে
বলছি কাব্যাকারে,
পরকালের পাথেয় জোগাও
জগৎ ও সংসারে।

আর কতকাল থাকবে তুমি
ধোঁকার মধু-চাকে,
গোপন থেকে একজন তবে
বিদায়ের জন্য ডাকে।

[২৩৮] আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, অপর এক কবি আমাকে বলেছেন—

দুনিয়ার চরিত্র এবং তার প্রতি আমাদের ভালোবাসার নিবেদন দেখে আমি অবাক হই।

দুনিয়ার তো হিংসা-বিদ্বেষ শত্রুতা ছাড়া

আর কিছুই দেওয়ার নেই।

হেলায়-খেলায় দুনিয়ার দিনগুলো কেটে যাচ্ছে বেশ।

মৃত্যুও ধেয়ে আসছে উন্মত্ত গতিতে—

কে জানে কোন দুঃখ-কূপে পড়ি হবে জীবন নিঃশেষ!

[২৩৯] আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, জনৈক দার্শনিক কবির দৃষ্টিতে—

দুনিয়া কেবল মিছে আশা এবং আকাঙ্ক্ষার নাম।

তুমি দুনিয়া থেকে বেঁচে থাকো।

দুনিয়ার আশা হলো পশুর চারণভূমি এবং তাঁবুর মতো।

তুমি দুনিয়া তাদের জন্য ছেড়ে দাও—

যারা পশুর চারণভূমিতে বিচরণ করতে চায়।

যারা পশুর মতো বিচরণে খুশি হয়।

যুগের দুর্বিপাক একদিন এই দুনিয়াকে ধ্বংস করে দেবে।

পঙ্গু ও অসাড় করে দেবে তার ভক্তদেরকে।

একজন মহিলার কবিতা

[২৪০] আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর রহিমাহুল্লাহু বলেন, আমের ইবনু আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু একবার একটি কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন সেখানে একজন বৃদ্ধা মহিলা দেখতে পান। বৃদ্ধার চুলগুলো ছিল এলোমেলো। চেহারায় ছিল চিন্তার ছাপ। সে কবরস্থানের পাশে বসে বারবার একটি কবিতা আবৃত্তি করছিল। জানি অনূদিত ভাষায় তার কবিতার আকুতি প্রকাশ করা যাবে না। তবুও বলছি—

آذَنَتْ زِينَةُ الْحَيَاةِ بِبَيْنٍ ❁ وَانْقِضَاءٍ مِنْ أَهْلِهَا وَفَنَاءِ

এই দুনিয়ার সাজ-সজ্জা

হয়ে যাবে শেষ।

চলে যাবে সকল—মানুষ
বাঁচবে না কেউ শেষ।[১৩৬]

দুনিয়ার ধোঁকায় পড়ো না

[২৪১] আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, আমার পিতা আমাকে দুনিয়ার ব্যাপারে নসিহত করে বলেন—

دَعِ الدُّنْيَا لِنَاكِحِهَا ❁ يَسْتَصْبِحُ مِنْ ذَبَائِحِهَا

وَلَا تَغْرُرْكَ رَائِحَةٌ ❁ تُصِيبُكَ مِنْ رَوَائِحِهَا

أَرَى الدُّنْيَا وَإِنْ عُشِقَتْ ❁ تَدُلُّ عَلَى فَضَائِحِهَا

দুনিয়াকে দাও যে ছেড়ে
দুনিয়া—বরের লাগি,
এক সকালে করবে জবাই
জীবন হবে পানি।

দুনিয়ারই ঘ্রাণে ধোঁকায়
পড়ো না তুমি,
সেই ঘ্রাণই একদিন হবে
তোমার বিপদ-ভূমি।

দুনিয়াকে অনেক আগে
মেপেছি তবে আমি,
এই দুনিয়া দেয় যে ধোঁকা
কেবল ছলনাময়ী।

---

[১৩৬] *বাহজাতুল মাজালিস*: ৩/১৪৫।

দুনিয়া হলো জান্নাত কিংবা জাহান্নামের রাস্তা

[২৪২] আমের ইবনু হামদানি রহিমাহুল্লাহু আবৃত্তি করেন—

إِنَّمَا الدُّنْيَا إِلَى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ طَرِيقُ

وَاللَّيَالِي مَتْجَرُ الْإِنْسَانِ وَالْأَيَّامُ سُوقُ

দুনিয়া হলো জান্নাত কি বা

জাহান্নামের রাস্তা-ধার

রাত হলো হাট আর

দিন হলো বাজার

দুনিয়াটা সুখের স্বপ্ন

[২৪৩] আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, আমাকে হাসান ইবনু আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু একটি গুচ্ছকবিতা শুনিয়েছেন—

إِذَا لَمْ يَعِظْنِي وَاعِظٌ مِنْ جَوَارِحِي ❁ بِنَفْعٍ فَمَا شَيْءٌ سِوَاهُ بِنَافِعِي

أُؤَمِّلُ دُنْيَا أَرْتَجِي مِنْ رَخَائِهَا ❁ غِلَالَةَ سُمٍّ مُوردِ الْمَوْتِ نَاقِعِ

وَمَنْ يَأْمَنِ الدُّنْيَا يَكُنْ مِثْلَ آخِذٍ ❁ عَلَى الْمَاءِ خَانَتْهُ فُرُوجُ الْأَصَابِعِ

وَكَالْحَالِمِ الْمَسْرُورِ عِنْدَ مَنَامِهِ ❁ بِلَذَّةِ أَضْغَاثٍ مِنَ لِأَحْلَامِ هَاجِعِ

فَلَمَّا تَوَلَّى اللَّيْلُ وَلَّى سُرُورُهُ ❁ وَعَادَتْ عَلَيْهِ عَاطِفَاتُ الْفَجَائِعِ

আমার হাত-পা যখন আমার

ওপর করেনি কোনো প্রীতি,

অন্যরা তাই করবে না আর,

এটাই হলো যুগের নীতি।

দুনিয়ারই মায়ায় পড়ে
আশার জাল বুনেছি কত,
বিষ ছাড়া আর কিছুই
পাইনি, হয়েছি আশা—হত।

ওহে নির্ভীক, বলছি তোমায়
ভয় করো এই দুনিয়াকে,
হাতের মাঝে পানি যেমন
পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে।

দুনিয়াটা ঘুমের মাঝে
সুখের স্বপ্নে বাধা,
সেই স্বপ্নটা ভেঙে গেলে
সবই শুধু ধাঁ ধাঁ।

সকাল বেলা স্বপ্নের সুখ
হারিয়ে যায়ে এক ফাঁকে,
ধীরে ধীরে দুঃখগুলো
আসে আবার জীবন-বাঁকে।

দুনিয়া দুশ্চিন্তার জায়গা

[২৪৪] আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, হাসান ইবনু সাকান রহিমাহুল্লাহু একদিন আমাকে নিচের কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনান—

حَيَاتُكَ بِالْهَمِّ مَقْرُونَةٌ ❁ فَمَا تَقْطَعُ الْعَيْشَ إِلَّا بِهَمِّ
لَذَاذَاتُ دُنْيَاكَ مَسْمُومَةٌ ❁ فَمَا تَأْكُلُ الشَّهْدَ إِلَّا بِسُمِّ

চিন্তার ভেতর দিয়েই কাটবে
তোমার দিবস-কাল;
চিন্তার মাঝেই ডুববে সূর্য,
জাগবে আবার দুঃখ-সকাল।

দুনিয়ার স্বাদ বিষদুষ্ট
নয় রে খাঁটি মধু,
মধু ভেবে গিলবে
বিষের স্বাদই শুধু।

দুনিয়া সবাইকে ধ্বংস করে

[২৪৫] আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, সালমান ইবনু ইয়াযিদ আল আদাই রহিমাহুল্লাহু একবার আমাকে দীর্ঘ একটি কবিতা শোনান। সেখানে তিনি বলেন—

وَيَحْدُو الْجَدِيدَانِ الْجَدِيدَ إِلَى الْبِلَى ❁ وَكَمْ مِنْ جَدِيدٍ قَدْ أَبَادَا وَبَدَّدَا

وَكَمْ أَبْلَيَا مِنْ جِدَّةٍ وَبَشَاشَةٍ ❁ وَعُمْرٍ طَوِيلٍ أَفْنَيَاهُ وَأَبْعَدَا

وَكَمْ مِنْ عَظِيمِ الْمُلْكِ أَشْوَسَ بَاذِخٍ ❁ تَعَاوَرَهُ الْعَصْرَانِ حَتَّى تَبَلَّدَا

وَكَمْ عَامِرٍ لَمْ يَبْقَ فِيهِنَّ سَاكِنًا ❁ وَلَاقَى خَرَابَ الدَّهْرِ مَا كَانَ شَيَّدَا

وَكَمْ صَدَعَ الْعَصْرَانِ مِنْ شَعْبِ مَعْشَرٍ ❁ وَأَمْرٌ عَجِيبٌ غَيَّبَاهُ وَأَشْهَدَا

وَكُلُّ امْرِئٍ يَوْمًا سَيُجْزَى بِفِعْلِهِ ❁ وَكُلٌّ مُوَقًّى زَادُهُ مَا تَزَوَّدَا

এই দুনিয়ার দিন-রাত্রি
নতুনদের করছে পুরান;
লয়-ক্ষয়ের দিকে ডেকে
অতিথিকে করছে শেষ,

এটাই হলো যুগের নিয়ম
তোমরা সবাই দেখবে বেশ।

ফ্যাশন ও বিলাস প্রেমী
তাদেরকেও করছে শেষ,
দীর্ঘজীবীদের প্রাণ কেড়েছে
নেই যে তাদের কোনো রেশ।

কত ছিল রাজা-বাদশাহ
কত ছিল ধন-দৌলত
যুগের ঝড়ে সব হারিয়েছে
হৃদয় তাদের হয়েছে ক্ষত।

যত ছিল আবাদ ভূমি
করছে বিরান এই দুনিয়া;
শাহি মহল, রাজ-প্রাসাদ
সবই হলো শেষ,
বিরাট গোত্র, নামি বংশ
টুকরো করতে পারে—
এই দুনিয়া বেশ।

অনেক আজিব করছে হাজির,
এটাই তার খেলা,
এক পলকেই করে যে শেষ,
এই দুনিয়ার বেলা।

আখিরাতের ময়দানে
রব দেবেন কর্মফল,
রবের সামনে কথা বলার
থাকবে না আর বল।

পাথেয় হিসাবে পাবে সেথায়
যা করেছ অগ্রে প্রেরণ,
সেখান থেকে কোনো কিছু
হব না কারও হরণ।

কুরাসি রহিমাহুল্লাহর কবিতা

[২৪৬] আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, আবু ইসহাক আল কুরাশি রহিমাহুল্লাহু আমাকে একটি কবিতায় বলেন—

تُنَافِسُ فِي الدُّنْيَا وَنَحْنُ نَعِيبُهَا ❁ وَقَدْ حُذِّرْتْنَا لَعَمْرِي خُطُوبُهَا

وَمَا نَحْسُبُ الْأَيَّامَ تَنْقُصُ مُدَّةً ❁ عَلَى أَنَّهَا فِينَا سَرِيعًا دَبِيبُهَا

كَأَنِّي بِرَهْطٍ يَحْمِلُونَ جِنَازَتِي ❁ إِلَى حُفْرَةٍ يُحْشَعَلَيَّ كَثِيبُهَا

فَكَمْ ثَمَّ مِنْ مُسْتَرْجِعٍ مُتَوَجِّعٍ ❁ وَنَائِحَةٍ يَعْلُو عَلَيَّ نَحِيبُهَا

وَبَاكِيَةٍ تَبْكِي عَلَيَّ وَإِنَّنِي ❁ لَفِي غَفْلَةٍ عَنْ صَوْتِهَا مَا أُجِيبُهَا

দুনিয়ার মোহ রাখো তুমি
আমরা ভর্ৎসনা করি তাকে,
দুনিয়ার ব্যাপারে মনে মোদের
ভয়-আতঙ্ক থাকে।

কখনো ভাবিনি আমি হারিয়ে
গেছে মোর দিবস-কাল,
অনেক দ্রুত কেটে যাবে
তোমার-আমার জীবন-কাল।

[খুব অচিরেই পেয়ে যাব
আজরাইলের দেখা,
তাঁর আশা করে করে
কাটছে আমার বেলা।]

আমার লাশ কাঁধে করে
যাবে স্বজন দ্রুত লয়ে,
আমার সমাধিতে দেবে মাটি
মুঠো, মুঠো করে।

স্বজনরা তো মলিন হবে
যখন যাব তাদের ছাড়ি,
ইন্নালিল্লাহ বলে কাঁদবে
আকাশ-বাতাস হবে ভারী।

কতজনে কাঁদবে তখন
বিদায়ের ওই সময়টাতে,
তাদের আওয়াজ শুনব না কো
পাশের ওই কবর থেকে।

দুনিয়ার হালচাল

[২৪৭] আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, আবু নাসর আল মাদিনি আমাকে দুনিয়া সম্পর্কে একটি কবিতা শোনান। কবিতাটিতে তিনি বলেন—

هَذِهِ الدَّارُ مَلَكَهَا قَبْلَنَا ❁ عُصْبَةٌ بَادُوا وَخَلَّوْهَا لَنَا

فَمَلَكْنَاهَا كَمَا قَدْ مَلَكُوا ❁ وَسَيَمْلِكُهَا أُنَاسٌ بَعْدَنَا

ثُمَّ تُفْنِيهِمْ وَتَفْنَى بَعْدَهُمْ ❁ لَيْسَتِ الدُّنْيَا لِحَيٍّ وَطَنَا

عَجَبًا لِلدَّارِ كَمْ تَخْدَعُنَا ❁ حَسْرَةً يَا حَسْرَةً يَا حُزْنَا

এই দুনিয়ার মালিক ছিল
আমাদের অনেক পূর্বসূরি,
তারা সবাই চলে গেছে
এখন মালিক আমি তুমি।

খুব অচিরেই দুনিয়া ছেড়ে
আমরা যাব পরপারে
ক'দিন বাদেই আমরা যাব
পড়ব বাধা কবর ঘাটে।

এরপর অনেক লোকে
মালিক হবে তবে,
একটা সময় দুনিয়া ছেড়ে
তারাও যাবে সবে।

এই দুনিয়াটা ছাড়তে হবে
গড়া যায় না বসত-বাড়ি,
আসল ঘর ওই যে কবর
সেটাই হবে শেষের বাড়ি।

দুনিয়াটা এমন ভাইরে
অবাক হওয়ার কিছু নাই,
দিন ফুরালে সবাই বলে
হায়—রে হায় হায়!

দুনিয়ার ভালোবাসা খুবই বিপজ্জনক

[২৪৮] হাসান রহিমাহুল্লাহু বলতেন—

هِيَ الدُّنْيَا تُعَذِّبُ مَنْ هَوَاهَا ❁ وَتُورِثُ قَلْبَهُ حُزْنًا وَدَاءَ

فَإِنْ أَبْغَضْتَهَا نُجِّيتَ مِنْهَا ❁ وَإِنْ أَحْبَبْتَهَا تَلْقَى الْبَلَاءَ

দুনিয়া তার মায়া দিয়ে
সবাইকে রাখে ব্যস্ত করে,
দুঃখের ভারে বুকের সীমায়
হৃদয় তখন অশ্রু ঝরে।

যদি তুমি দুনিয়ার প্রতি
রাগ-অভিমান করতে পারো,
থাকবে তুমি খুব সুখেতে
হৃদয়-মাঝে আসবে আলো।

তা না হলে দুঃখরা সব
ভিড় জমাবে হৃদয় কোণে,
বিপদ-ভারে বুকের সীমা
আসবে চেপে ছোট হয়ে।

তবুও মানুষ দুনিয়া ছাড়ে না

[২৪৯] সুফিয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহু দুনিয়ার ব্যাপারে বলতেন—

أَرَى أَشْقِيَاءَ النَّاسِ لَا يَسْأَمُونَهَا ❁ عَلَى أَنَّهُمْ فِيهَا عُرَاةٌ وَجُوَّعُ

أَرَاهَا وَإِنْ كَانَتْ تُحِبُّ كَأَنَّهَا ❁ سَحَابَةُ صَيْفٍ عَنْ قَلِيلٍ تَقَشَّعُ

দুনিয়ার হতভাগাদের দেখি
ক্ষুধা আর অভাবের ঘামে
জীবন হয় যে কয়লা,
তবু দুনিয়ার প্রেমে তাদের
জমে না কখনো ময়লা।[১৩৭]

এই প্রেম শেষে আষাঢ়ের জল
হয়ে নামে তাদের জীবনে।
সকালে হাসায়,
বিকেলে কাঁদায়
এরপর কেটে পড়ে।

তোমাকে যে কথাগুলো বলা হয়নি

[২৫০] আবু বকর রহিমাহুল্লাহু বলেন, জনৈক জ্ঞানী আমাকে দুনিয়ার ব্যাপারে সতর্ক করে বলেন—

يَا سَاكِنَ الدُّنْيَا أَتَعْمُرُ مَسْكَنًا ❁ لَمْ يَبْقَ فِيهِ مَعَ الْمَنِيَّةِ سَاكِنُ

الْمَوْتُ شَيْءٌ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ ❁ حَقٌّ وَأَنْتَ بِذِكْرِهِ مُتَهَاوِنُ

إِنَّ الْمَنِيَّةَ لَا تُؤَامِرُ مَنْ أَتَتْ ❁ فِي نَفْسِهِ يَوْمًا وَلَا تَسْتَأْذِنُ

وَاعْلَمْ بِأَنَّكَ لَا أَبَا لَكَ فِي الَّذِي ❁ أَصْبَحْتَ تَجْمَعُهُ لِغَيْرِكَ خَازِنُ

দুনিয়ার বাসিন্দা, শুনো তুমি
করছ আবাদ যারে,
এই দুনিয়ায় আশা নিয়ে
কেউ কি থাকতে পারে!

[১৩৭] দুনিয়া দুনিয়াদারদেরকে ক্ষুধা আর অভাবে রাখলেও মানুষ দুনিয়াকেই ভালোবাসে। দুনিয়ার ভালোবাসায় সামান্য ত্রুটিও থাকে না।

মৃত্যু তোমার অনিবার্য
তুমিও জানো বটে,
এরপরও কেন হেলার চাদরে
ঢাকছ বদনখানি?

মৃত্যু হলো এমন নেতা
যখন মন চায় আসে,
পরামর্শ আর অনুমতি
নেয় না কারও কাছে।

বহু কষ্টে, তীব্র ক্লেশে
মাল জমা করেছ তুমি,
জীবন প্রদীপ নিভলে তখন
সব হারাবে তুমি।

এগুলো থাকবে পড়ে
দুনিয়ার এই ধূসর পাড়ে,
মালিক হবে অন্য কেউ
সে কথাটাই বলছি তোরে।

[২৫১] আবুল খুজাঈ রহিমাহুল্লাহু বলেন, আমাকে বনু শাইবা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বলেছেন—

একবার আমি স্বদেশ ত্যাগ করে বসরা চলে যাই। সেখানে দীর্ঘ বিশ বছর অবস্থান করি। এরপর একদিন স্বদেশে ফিরে আসি। সমবয়সী বন্ধুদের খোঁজ করি। তখন দেখতে পাই, তাদের অনেকেই মারা গেছে। কালের আবর্তনে দুনিয়া তাদেরকে পাঠিয়ে ওপারে দিয়েছে। তারা আর এই দুনিয়াতে নেই। সেই পূর্বের আড্ডাগুলো এখন আর নেই। সরাইখানার সেই ভোজন রসিক ও সঙ্গীতজ্ঞরাও আর নেই। তাদের স্মৃতি পড়ে আছে সাকির পেয়ালায়। আমি তখন ভগ্ন হৃদয় আবৃত্তি করি—

مَجْلِسَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ❁ بِهِمْ تَفَرَّقَتِ الْمَنَازِلُ

أَصْبَحْتَ بَعْدَ عِمَارَةٍ ❁ قَفْرًا تُخَرِّقُكَ الشَّمَائِلُ

এসব হলো কালের খেলা

দলের সাথি কেউ নেই,

ঘর-বাড়ি সব ছেড়ে গেছে

কবর এখন হলো ঠাঁই।

যেই দালান বানাতে গিয়ে

জীবন করলে শেষ,

সেটাই তোমার কাল হবে যে

পাবে না সুখের রেশ!

এখানে একটি কবিতা রয়ে গেছ।

[১৩৮]

দুনিয়া মানুষের দুঃখ বাড়ায়

[২৫২] আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, সাইদ ইবনু মুহাম্মাদ আমেরি রহিমাহুল্লাহু একদিন আমার সামনে একটি কবিতা পাঠ করেন। কবিতাটি ছিল নিম্নরূপ—

لَقَدْ نَغَّصَ الدُّنْيَا عَلَى حُبِّ أَهْلِهَا ❁ لَهَا أَنَّهَا مَحْفُوفَةٌ بِالْمَصَائِبِ

وَلَوْ لَمْ تَكُنْ فِيهَا الْمَصَائِبُ مَا ارْتَضَى ❁ مَحَبَّتَهَا فِي حَالَةٍ ذُو تَجَارِبِ

দুনিয়া তার প্রেম দিয়ে

বন্দি করছে কূপে,

---

[১৩৮] [অনেক কথাই মনের খাতায়
জমা হয়ে এলো।
হৃদয় মাঝে স্মৃতির কথার
বাতাস বয়ে গেল।]

দুনিয়াকে ভালোবেসে
নাইরে কেউ সুখে।

দুনিয়াটা দুঃখের ঘর
বিপদ আছে তাতে
দুনিয়াকে ভালোবেসে
পড়ো না কেউ ফাঁকে।

বিপদহীন এই দুনিয়ায়
যদিও থাকত অনেক সুখ,
জ্ঞানীরা তবু পছন্দ করত না
দুনিয়ার আঁচলে লুকাতে মুখ।

অর্থাৎ, দুনিয়া মোহগ্রস্তদেরকে খুব আদর করে দুধ পান করায়। মা যেমন কোলের শিশুটিকে দুধ পান করায় ঠিক তেমন করে। তাকে কোনো প্রকার কষ্ট অনুভব করতে দেয় না। কিন্তু গোপনে সে তাদেরকে ধ্বংস করার নকশা আঁকতে থাকে। দুনিয়ার সুখ-দুঃখ কখনো স্থায়ী হয় না। আজ সুখ তো কাল দুঃখ। কাজেই দুনিয়ার সুখ-দুঃখ নিয়ে খুব বেশি আনন্দিত কিংবা ব্যথিত হওয়ার কিছু নেই।

সাইদ ইবনু মুহাম্মাদ আমেরি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

أَلَمْ تَرَهَا تَغْذُو بَنِيهَا بِدَرِّهَا ❁ وَتَصْرَعُهُمْ آفَاتُهَا بِالْعَجَائِبِ

وَمَا الْخَيْرُ فِيهَا حِينَ يُسْعِفُ أَهْلَهُ ❁ وَلَا الشَّرُّ إِلَّا كَالْبُرُوقِ الْكَوَاذِبِ

يَزُولَانِ عَمَّنْ كَانَ فِيهَا بِنِعْمَةٍ ❁ وَبُؤْسٍ كَمَا زَالَتْ صُدُورِ الْكَوَاكِبِ

দুনিয়াকে দেখনি কি তুমি
খুব আদরে লালন করে
স্তন্য দেয় সন্তানকে;
দেয় না কভু দুঃখ তারে।

এদিকে সে—তৈরি করে
নিপূণ মরণ ফাঁদ;

দুনিয়ার সুখ-দুঃখ
ভিড় জমালে হৃদয় কোণে,
লাভ নাই কোনো।
চলে যাবে পরক্ষণে।

এই দুনিয়ার দুঃখ-সুখ
থাকে না যে প্রতি ক্ষণে
মিথ্যে এক বিজলির মতো
হারিয়ে যায় দূর-অরণ্যে।

দুনিয়ার সুখ চমকের মতো
এখন আছে, তখন নেই।
চমকিত এক তারার মতো
একটু পরে আর নেই।

দুনিয়ার ক্ষতি আছে

[২৫৩] আবু বকর রহিমাহুল্লাহু বলেন, আলি ইবনু আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু একটি কবিতায় বলেন—

لِمَا تُوعِدُ الدُّنْيَا بِهِ مِنْ شُرُورِهَا ❁ يَكُونُ بُكَاءُ الطِّفْلِ سَاعَةَ يُوضَعُ

وَإِلَّا فَمَا يُبْكِيهِ مِنْهَا وَإِنَّهَا ❁ لَأَفْسَحُ مِمَّا كَانَ فِيهِ وَأَوْسَعُ

এই দুনিয়ায় আছে ক্ষতি
লুকোচুরির কিছু নেই,
তার ক্ষতি থেকে বাঁচতে
সতর্ক করে সে নিজেই।

এই দুনিয়ায় নাইরে সুখ
আছে কেবল ক্ষয়,
তাই তো শিশু জন্মের সময়
কাঁদতে কেবল রয়।

নয়তো সে কাঁদবে কেন
দুনিয়া কি ছোট?
মাতৃগর্ভের চেয়ে সে
নেহায়াত বড়।

কবিতার আকুতি

[২৫৪] আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, কুরাইশ গোত্রের এক ভদ্রলোক আমাকে নিচের কবিতাটি শুনিয়েছেন—

মানুষ যত সাফল্যই অর্জন করুক না কেন
যুগের দুর্বিপাকে একসময় তাকে নিশ্চিহ্ন হতেই হবে।
হিযাযের বনু আবদুস সামসরা আজ কোথায়?
বনু মারওয়ানের বীরসেনানিরা আজ কোথায়?
তারা হারিয়ে গেছে কালের গর্ভে।
ওই বীরবাহাদুররা আজ কোথায়—
যাদের কঠিন হামলায় রণক্ষেত্রের মোড় ঘুরে যেত?
তারা আজ কোথায় যারা বাহনে বসেই শিকার করতে সিদ্ধহস্ত ছিল?
যুগের আবর্তে তারাও আজ হারিয়ে গেছে।
কেউ নেই আশেপাশে।
দুনিয়া থেকে তাদের নাম-নিশানা এমনভাবে মুছে গেছে যে,
কারও মনে হতে পারে,
দুনিয়ার বুকে তাদের কোনোদিন জন্মই হয়নি।

যুগ মানুষের সাথে খেলায় মত্ত।

খেলার ছলেই সে একদিন সকলে জীবনাবসান ঘটাবে।

গুচ্ছকবিতা

[২৫৫] আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, সুলাইমান ইবনু আবিশ শায়েখ নিম্নোক্ত কবিতাগুলো আমাকে শুনিয়েছেন—

مَا زَالَتِ الدُّنْيَا مُنَغِّصَةً ❁ لَمْ يَنْجُ صَاحِبُهَا مِنَ الْبَلْوَى

دَارُ الْفَجَائِعِ وَالْهُمُومِ وَدَارُ ❁ الْبَثِّ وَالْأَحْزَانِ وَالشَّكْوَى

بَيْنَا الْفَتَى فِيمَا يُسَرُّ بِهِ ❁ إِذْ صَارَ تَحْتَ خَرَابِهَا مُلْقَى

تَقْفُو مَسَاوِيهَا مَحَاسِنَهَا ❁ لَا شَيْءَ بَيْنَ النَّعْيِ وَالْبُشْرَى

দুনিয়ার মুখ থাকে বিষণ্ন
সব সময়ের তরে,
দুনিয়াদার থাকে বিপন্ন
সদা দুনিয়ার পরে।

দুনিয়া হলো চিন্তার ঘর
দুঃখের কোনো নাই যে শেষ।
দুনিয়াকে ভালোবেসে
পাবে না তো সুখের রেশ।

যদি কভু সুখ-আনন্দরা
আসে নেমে হৃদয় কোণে,
একটু পরেই দুঃখের ভারে
যাবে হৃদয় ছোট হয়ে।

দুনিয়াটা সুখের পরে
গড়বে মনে দুঃখের বাড়ি,
সুখ-দুখের নেই যে ফারাক
আছে শুধু আড়াআড়ি।

এই তো দুনিয়া

[২৫৬] নু'মান ইবনু মুনজিরের কন্যা হুরাকা একবার মুয়াবিয়া ইবনু আবু সুফিয়ান রহিমাহুল্লাহুর কাছে এলে তিনি বলেন, আপনাদের অতীত নিয়ে কিছু আলোচনা করুন। হুরাকা বলেন, 'সংক্ষেপে বলব না বিস্তারিত?' মুয়াবিয়া বলেন, 'সংক্ষেপেই বলুন।' হুরাকা তখন বলতে শুরু করেন, 'এক সময় আমরা অনেক ধনী ছিলাম। কোনো কিছুর অভাব ছিল না আমাদের। আরবের সবাই তখন আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকত। আমাদেরকে সমীহ করত। আমাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে পারাকে নিজেদের সৌভাগ্যের কারণ মনে করত। কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নেই। এখন আমরাই অন্যদের দিকে তাকিয়ে থাকি। অন্যদের ক্ষতির ভয়ে সব সময় তটস্থ থাকি। একসময় আমরা শহরের প্রতিটি মানুষের দেখা-শুনা করতাম। তারা আমাদের প্রজা ছিল। এখন আমরা তাদের প্রজা বনে গেছি। দুনিয়ার চরিত্র বড়ই অদ্ভুত। সে আজ এর কাছে ধরা দেয় তো কাল ওর কাছে। দুনিয়ার সম্পদ কখনো কোথাও স্থির থাকে না। একারণে দুনিয়া নিয়ে ভাবা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

এরপর তিনি নিচের কবিতাটি আবৃত্তি করেন—

فَبَيْنَا نَسُوسُ النَّاسَ فِي كُلِّ بَلْدَةٍ ❁ إِذَا نَحْنُ فِيهِمْ سُوقَةٌ

فَأُفٍّ لِدُنْيَا لَا يَدُومُ نَعِيمُهَا ❁ تَقَلَّبُ تَارَاتٍ بِنَا وَتَصَرَّفُ

প্রতিটি শহর শাসন করতাম
ছিলাম মোরা রাজা,
দেশ হারিয়ে আজ আমরা
বনে গেলাম প্রজা।

দুনিয়াকে দেখে আফসোস হয়
হেঁটে চলে তার পায়ে,

তার সুখ থাকে না স্থির
চলে ডানে-বায়ে।

দুনিয়া এক স্বপ্নের মতো

[২৫৭] হুসাইন ইবনু আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন—

إِذَا لَمْ يَعِظْنِي وَاعِظٌ مِنْ جَوَارِحِي ❁ لِنَفْعٍ فَمَا شَيْءٌ سِوَاهُ بِنَافِعِي

أُؤَمِّلُ دُنْيَا أَرْتَجِي مِنْ حِلَابِهَا ❁ غِلَالَةَ سُمٍّ مُورِدِ الْمَوْتِ نَاقِعِ

وَكَالْحَالِمِ الْمَسْرُورِ عِنْدَ مَنَامِهِ ❁ بِلَذَّةِ أَضْغَاثٍ لِأَحْلَامِ هَاجِعِ

فَلَمَّا تَوَلَّى اللَّيْلُ وَلَّى سُرُورُهُ ❁ وَعَادَتْ عَلَيْهِ عَاطِفَاتُ الْفَجَائِعِ

আমার নিজের অঙ্গগুলি
উপকার করেনি যখন,
অন্য কিছু করবে কি আর
আমার উপকার তখন?

এই দুনিয়ায় আশা-ভরসা
হাসিল করে চলছি আমি
সকাল-সন্ধ্যা সাঁঝে,
একদিন তবে এই দুনিয়া
পৌঁছাবে তো মৃত্যুর ঘাঁটে
নিবে কবর মাঝে।

এই দুনিয়া স্বপ্নের মতো
আসে সুখ ঘুমের ঘোরে,
ঘুম ভাঙলে স্বপ্নগুলো
যায় যে চলে দলে দলে।

রাত শেষে স্বপ্নেরা তো

যায় যে চলে তাদের বাড়ি,

সকাল হলেই বিষাদেরা

আসে আবার সারি সারি।

অন্তমিলহীন কবিতা

[২৫৮] আবু আজাজা রহিমাহুল্লাহু বলেন, বনি আসাদের জনৈক কবি আমাকে দুটো কবিতা শুনিয়েছেন। কবিতা দুটির ভাবার্থ হচ্ছে—

'দুনিয়া মানুষকে প্রথমে একটু সুখ দেয়। এরপর থেকে ক্রমাগত দুঃখ দিতে থাকে। দুনিয়া একেবারেই ক্ষণস্থায়ী। কাজেই দুনিয়ার জন্য দৌড়ঝাঁপ করা কিংবা দু-ফোঁটা অশ্রু বিসর্জন দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।?

এটাই জীবন, এটাই দুনিয়া

[২৫৯] আবদুর রহমান আল বাজালি রহিমাহুল্লাহু বলেন, 'নাজরান'-এর এক বৃদ্ধলোক একবার মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তখন মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু দুনিয়া সর্ম্পকে তার অনুভূতি জানতে চান। তিনি বলেন—

'দুনিয়া সুখ-দুঃখে গড়া কয়েকটি দিনের নাম। আজ সুখ তো কাল দুঃখ। কাল দুঃখ তো পরশু সুখ। সকালে কারও জন্ম তো বিকেলে কারও মৃত্যু। কারণ, শুধু দুঃখ থাকলে সুখেরা হারিয়ে যাবে। আবার শুধু সুখ থাকলে তার মূল্য কমে যাবে। অনুরূপ প্রতিদিন নতুন মানুষের জন্ম না-হলে সৃষ্টির কার্যক্রম থেমে যাবে। আবার পুরাতনদের মৃত্যু না-হলে পৃথিবীতে জায়গা সংকট দেখা দেবে।'

এতটুকু শুনে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বিনীতভাবে বলেন—

'আপনার কোনো প্রয়োজন থাকলে বলুন।'

'পারলে আমার অতীত ফিরিয়ে দিন; অত্যাসন্ন মৃত্যুকে হটিয়ে দিন।'

'এটা তো কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।'

'এর বাইরে দুনিয়ায় আমার চাওয়া-পাওয়ার কিছু নেই।' একথা বলে লোকটি নিচের কবিতাটি আবৃত্তি করেন—

اسْتَرْزِقِ اللهَ خَيْرًا وَارْضَيَنَّ بِهِ ❁ فَبَيْنَمَا الْعُسْرُ إِذْ دَارَتْ مَيَاسِيرُ

وَبَيْنَمَا الْمَرْءُ فِي الْأَحْيَاءِ مُغْتَبِطٌ ❁ إِذْ صَارَ رَمْسًا تُعَفِّيهِ الْأَعَاصِيرُ

রবের কাছে চাইতে থাকুন
মুনাজাতের মাঝে-মাঝে;
সবকিছু দেবেন তিনি
দেবে না আর কেউ,
অনেক দুঃখ নিয়ে আসে
সুখ-সাগরের ঢেউ।

কখনো বা এই দুনিয়ায়
থাকে বিশাল নামের পাহাড়
ক'দিন বাদেই দেহখানা
কবরদেশে হবে অসাড়

দুনিয়ার সুখ বেশি দিন থাকে না

[২৬০] আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, উমর ইবনু আলি রহিমাহুল্লাহু আমাকে বলেছেন—

إِنَّمَا الدُّنْيَا جُدُودٌ ❁ فَعَزِيزٌ وَذَلِيلُ

وَأَخُو الْفَقْرِ حَقِيرٌ ❁ وَأَخُو الْمَالِ نَبِيلُ

كُلُّ بُؤْسٍ وَنَعِيمٍ ❁ فَهْوَ فِي الدُّنْيَا يَزُولُ

ثُمَّ يَبْقَى اللهُ وَالْأَعْمَالُ ❁ وَالْفِعْلُ الْجَمِيلُ

দুনিয়া বহুরূপী
বলছি তোমায় ডেকে,

কেউ করে তুচ্ছজ্ঞান

কেউবা রাখে—বুকে।

গরিব যারা আছে তাই
দুনিয়ার চোখে মন্দ,
ধনীদের সাথে রেখে চলে
প্রেম-মিতালি-ছন্দ।

সুখ-দুঃখ বেশি দিন নয়
ক'দিন বাদে হবে শেষ,
রব্বে কারিম থাকবে শুধু
থাকবে তোমার রেশ।

দুনিয়া নিয়ে আমি যথেষ্ট ভেবেছি

[২৬১] ইবরাহিম ইবনু দাউদ রহিমাহুল্লাহু একটি কবিতায় বলেন, দুনিয়া নিয়ে আমি যথেষ্ট ভেবেছি। অবশেষে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, লজ্জাস্থান ঢাকার জন্য দু-টুকরো কাপড় এবং বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম খাবারই আমার জন্য যথেষ্ট—

حَاسَبْتُ نَفْسِي فَوَجَدْتُ الَّذِي ❁ مِنْ كُلِّ مَا فِي الْأَرْضِ يَكْفِيهَا

قُوتًا يُقِيمُ الصُّلْبَ مِنْهَا وَإِنْ ❁ قَلَّ وَأَطْمَارًا تُوَارِيهَا

فَإِنْ هِيَ اسْتَغْنَتْ بِهَذَا الَّذِي ❁ يَكْفِي فَإِنَّ اللهَ مُغْنِيهَا

وَإِنْ أَبَتْ إِلَّا الْفُضُولَ الَّذِي ❁ يَقْتُلُهَا فَالتُّرْبُ فِي فِيهَا

দুনিয়াকে ভেবে ভেবে
করেছি আমি বোঝাপড়া।
ততটুকুই যথেষ্ট মোর
পিঠ হবে যাতে সোজা।

সেটুকেই চলবে যে মোর
যেটুকে যায় সতর ঢাকা,
এভাবেই কাটুক মোর জীবন
গোধূলির সারা বেলা।

এতটুকু দুনিয়ায় তুষ্ট
যদি হতে—পারো,
ক'দিন বাদেই রব্বে কারিম
বাড়িয়ে দেবেন আরও।

এরচেয়ে বেশি আশা আসে
যদি তোর হৃদয় কোণে,
তারই মাধ্যমে হবে কতল
হারিয়ে যাবে দূর-অরণ্যে।

দুনিয়ার লোভ শেষ হবার নয়

[২৬২] হুসাইন ইবনু আবদুর রহমান রহিমাহুল্লাহু একটি কবিতায় বলেন—

وَذُلٌّ فِي الْحَيَاةِ بِغَيْرِ عِزٍّ ❁ وَفَقْرٍ لَا يَئُولُ إِلَى اتِّسَاعِ

وَحِرْصٍ لَا يَزَالُ عَلَيْهِ عَبْدًا ❁ وَعَبْدُ الْحِرْصِ لَيْسَ بِذِي ارْتِفَاعِ

দুনিয়ার সম্মান পেতে
যে ঘুরে পিছু পিছু
দুনিয়া তাকে
করে দেয় নীচু।

অভাব আর দারিদ্রতা
শেষ হবে না কোনোদিন,
জীবন নদীতে থাকবে তা
মানুষ বাঁচবে যতদিন।

দুনিয়ার প্রতি লোভ-লালসা
থাকবে মানুষের চিরকাল,
শেষ হবে না এই লোভ
দূর হবে না কোনো কাল।

ফিরে এসো নীড়ে

[২৬৩] আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, আহমাদ ইবনু মুসা দীর্ঘ একটি কবিতায় বলেন—

أَشْكُو إِلَى اللهِ نَفْسًا مَا تُلَائِمُنِي ❁ تَبْغِي هَلَاكِي وَلَا آلُو أُنَجِّيهَا

مَا إِنْ تَزَالُ تُنَاجِينِي بِمَعْصِيَةٍ ❁ فِيهَا الْهَلَاكُ وَإِنِّي لَا أُوَاتِيهَا

أُخِيفُهَا بِوَعِيدِ اللهِ مُجْتَهِدًا ❁ وَلَيْسَ يَنْفَكُّ يُلْهِيهَا تَرَجِّيهَا

أَهَلْ رَأَيْتَ سَلِيمًا مِنْ بَوَائِقِهَا ❁ أَمْ هَلْ سَمِعْتَ بِحَيٍّ خَالِدٍ فِيهَا

أَمْ تَخَافُ ذُنُوبًا جَمَّةً سَلَفَتْ ❁ أَنَسِيتَ عِدَّتَهَا وَاللهُ يُحْصِيهَا

فَامْهَدْ لِنَفْسِكَ فِي أَيَّامِ مُدَّتِهَا ❁ وَاسْتَغْفِرِ اللهَ مَا أَسْلَفْتَهُ فِيهَا

রবের কাছে ওই নফসের
করছি নালিশ—
যে নফস করে ভর্ৎসনা মোর
রব করুক তার সালিশ।
ওই নফস চায় ধ্বংস মোর
সকাল-বিকাল, সাঁঝো,
যার আশা পূরণ করতে
ব্যস্ত আমি সকল কাজে।

আমি তাকে আল্লাহর শাস্তি—
দেখাই আরও অনেক ভয়,

সে ফিরে না গুনাহ থেকে
পাপ কাজেই লিপ্ত রয়।

নফসকে আমি বলি
কান দিয়ে শোনো তুমি,
এই দুনিয়ায় চিরদিন
থেকেছে কি কারও দেহ?
এই দুনিয়ার হাত থেকে
রক্ষা পেয়েছে কি কেহ?

ওরে নফস! যদিও
তুই ভুলে যাস তোর
জীবনের যত পাপ,
রব তা রেখেছেন স্মরণ
করে রেখেছেন মাপ।

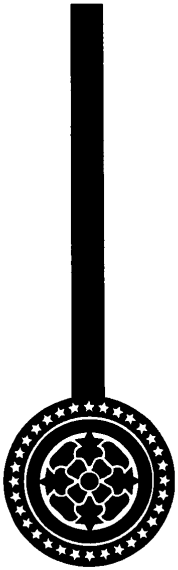
পরকালের চিন্তা করে
পাথেয় জোগাও,
পাপের লাগি তাওবা করো
ফিরে এসো নীড়ে,
তাইলে তুমি পরকালে
থাকবে অনেক সুখে—
জান্নাতীদের ভীড়ে।

কবিতার আকুতি

[২৬৪] আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, জনৈক কবি আমাকে দুনিয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কবিতা শুনিয়েছেন। কবিতাটির মর্মার্থ হচ্ছে—

আমি দীর্ঘদিন ধরে লক্ষ করে আসছি যে,

দুনিয়ার বালা-মুসিবত সকাল-সাঁঝে
প্রতিদিনই বর্শার ফলার মতো বর্ষিত হচ্ছে।
দুনিয়াটা আপাদমস্তক ধোঁকায় পূর্ণ।
আশা-আকাঙ্ক্ষার বালুচর।
প্রতিদিন বিভিন্ন ঘটনা আমাদের সামনে পেশ করে বলে—
হে দুনিয়াদার, তোমাকে সতর্ক করার জন্যই এত আয়োজন।
কী আশ্চর্য!
আমি তো জানি না, আমি কখন মারা যাব?
তারপরও কেন দুনিয়া কামড়ে পড়ে আছি?
দুনিয়া গড়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছি?
আমি দুনিয়ার ফাঁদে পা রেখে ফেঁসে গেছি।
আমি দুনিয়াকে ছাড়তে চাইলেও
দুনিয়া আমাকে ছাড়ছে না।
আমি যখন দুনিয়াকে একদিক থেকে ছাড়ি—
তখন দুনিয়া আমাকে অন্যদিকে আঁকড়ে ধরে।
আমার অবস্থা ডুবন্ত ব্যক্তির মতো—
যে সমুদ্রের ঢেউয়ে ডুবে যাওয়ার সময়
সামান্য খর-কুটাকে আঁকড়ে ধরে আত্মরক্ষার জন্য—
ঠিক তেমনি আমি।
আমার দেহ কবরে চলে গেলেও
আরও ক'টা দিন দুনিয়াতে থাকার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি।
যদি আল্লাহ তাআলা আমার গুনাহ ক্ষমা না করেন,
তবে আমার জন্য ধ্বংস অনিবার্য।
আল্লাহ তাআলা যদি আমার ওপর দয়া না করেন,
তাহলে আমার আর কোনো উপায় থাকবে না।



সালাফদের জীবনাচার ও দুনিয়া সম্পর্কে তাদের মূল্যায়ন

আল্লাহ যেন আমাকে দুনিয়ার পেছনে ব্যতিব্যস্ত না রাখেন

[২৬৫] সাবিত আল বুনানি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

একবার জনৈক ব্যক্তি ইসা আলাইহিস সালামকে একটি গাধা ক্রয়ের পরামর্শ দিয়ে বলে, 'আপনি একটি গাধা ক্রয় করলে খুবই ভালো হতো। দূর-দূরান্তে সফর করা সহজ হতো। আপনি অল্প সময়ে অনেক বেশি দাওয়াতি কাজ করতে পারতেন।'

তার এই পরামর্শের প্রেক্ষিতে ইসা আলাইহিস সালাম বলেন, 'আল্লাহ যেন আমাকে দুনিয়া দিয়ে তার থেকে বিমুখ করে না-ফেলেন।'[১৩৯]

দুনিয়া ধাত্রী আর আখিরাত মায়ের সমতুল্য

[২৬৬] ফারকাদ সুবকি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

---

[১৩৯] *আল মুসনাদু আহমাদ ইবনু হাম্বল, যুহদ*: ৭৩।

তুমি দুনিয়াকে ধাত্রীর মতো আর আখিরাতকে মায়ের মতো মনে করবে। তুমি কি কখনো দেখোনি! শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর প্রথমে ধাত্রীর কাছে থাকে। এর যখন শিশুটি ধীরে ধীরে বড় হয় তখন সে খুব সহসাই মায়ের বুকে ফিরে আসে। মায়ের কোলে ও আঁচলে নিজের জন্য জায়গা করে নেয়। মায়ের কোল ছাড়া অন্য কারও কোলে যেত চায় না। মাও শিশুকে বুকে টেনে নেয়। ঠিক তেমনিভাবে আখিরাত অতি শীঘ্রই তোমাদেরকে তার বুকে টেনে নেবে। তাই তোমরা তোমাদের আখিরাত নামক মাকে চেনো।[১৪০]

দুনিয়াকে দুনিয়া নামে নামকরণের কারণ

[২৬৭] সুফিয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

দুনিয়া অর্থ হচ্ছে—তুচ্ছ, হীন। তাই আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়াকে 'দুনিয়া' নামে নামকরণ করেছেন।[১৪১]

ইবলিস এবং ইসা আলাইহিস সালাম

[২৬৮] ইসমাইল ইবনু আবি খালিদ রহিমাহুল্লাহু বলেন, একবার ইসা আলাইহিস সালাম একটি পাথরে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। তখন ইবলিস তাকে লক্ষ করে বলে, 'বাহ! আপনিও দেখি দুনিয়ার মায়া ছাড়তে পারেননি! পাথরে হেলান দিয়ে আরাম করছেন! এ কথা শোনে ইসা আলাইহিস সালাম পাথরটিকে তার দিকে ছুড়ে মেরে বলেন, 'এই পাথরও আমার দরকার নেই। তুই এই পাথর নিয়ে যা।'

দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক

[২৬৯] আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رَاكِبٍ قَالَ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا .

[১৪০] *সাফওয়াতুস সাফওয়াহ*: ৩/২৭২।
[১৪১] *হিলইয়াতুল আওলিয়া*: ৭/১০।

'আমার এবং দুনিয়ার দৃষ্টান্ত হলো এমন আরোহীর মতো, যে গ্রীষ্মের ভরদুপুরে গরমের তীব্রতা থেকে বাঁচতে গাছের ছায়ায় একটু জিরিয়ে নেয়। এরপর গরমের তীব্রতা কমে এলে গাছটিকে পেছনে ফেলে সামনে চলে যায়।'[১৪২]

এই দুনিয়া গনিমত

[২৭০] ওয়াহহাব ইবনু মুনাব্বিহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, আমি এক কিতাবে পড়েছি—এই দুনিয়া জ্ঞানীদের জন্য গনিমত। আর মূর্খদের জন্য বিলাসিতার জায়গা। জ্ঞানীরা গনিমত মনে করে এখানে নেক আমল করে। আর মূর্খরা বিলাসিতায় ডুবে নেক আমল থেকে বিরত থাকে। ফলে আখিরাতে তারা অপদস্থ হবে। আত্মসংশোধনের জন্য দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় আসার তামান্না করবে। কিন্তু তাদের এই তামান্না পূর্ণ হবে না।[১৪৩]

সালাফদের জীবনকথা

[২৭১] ফুদাইল ইবনু ইয়ায রহিমাহুল্লাহু বলেন—

যদি দুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পদ আমাকে দেওয়া হয় এবং এই মর্মে নিশ্চয়তাও দেওয়া হয় যে, এগুলো সম্পূর্ণ হালাল এবং আখিরাতে আমার কাছ থেকে এগুলোর কোনো রূপ হিসাব গ্রহণ করা হবে না, তবুও আমি দুনিয়া ও তার ধনসম্পদ গ্রহণ করব না। বরং তোমরা যেমন মৃত প্রাণীকে ঘৃণা করো এবং নর্দমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় গা বাঁচিয়ে চলো—আমিও ঠিক তেমন ঘৃণা করব এবং গা বাঁচিয়ে চলব।[১৪৪]

[২৭২] আবুল হাশিম রহিমাহুল্লাহু বলেন—

দুনিয়ায় আমি যে-সম্পদ জমা করেছি, তা কেবলই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। বিলাসিতার জন্য নয়।'

[২৭৩] আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, আমি দাউদ ইবনু রুশদ রহিমাহুল্লাহুর একটি খাতায় দেখেছি—

'দুনিয়ার কোনো কিছু হাতছাড়া হয়ে গেলে খুশি হবে; হতাশ হবে না। কারণ, দুনিয়া হাতছাড়া হয়ে গেলে আখিরাতের দিকে ধাবিত হওয়া সহজ হয়।'

---

[১৪২] *ওয়াকি রহিমাহুল্লাহু, যুহুদ*: ১৮।
[১৪৩] *রাবিউল আবরার*: ১/৫২।
[১৪৪] *রাবিউল আবরার*: ১/৬০।

আমাদের সুখ আখিরাতে; দুনিয়ায় নয়

[২৭৪] হাসান ইবনু হাসান রহিমাহুল্লাহু বলেন—

একবার নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহনে করে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে একটি খেজুর গাছের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তার হাতের একটি আঙুলে খেজুর-কাঁটা ফোটে। তৎক্ষণাৎ তিনি গৃহে ফিরে আসেন। তাঁর জন্য খেজুর-ডালের তৈরি একটি চৌকি পাতা হয়। চৌকির উপরে ছিল নামেমাত্র একটুকরো চাদর। মাথার নিচে ছিল খেজুরের আশ ভরতি একটি বালিশ।

নবিজির অসুস্থতার সংবাদ শুনে হজরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে দেখতে আসেন। তিনি এসে দেখেন ঘরের এক কোণে একটি কাঁচা চামড়া পড়ে আছে। সেখান থেকে উৎকট দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, এই দুর্গন্ধের কারণে কি আপনার কষ্ট হচ্ছে না?' উত্তরে নবিজি বলেন, 'তুমি চামড়াটি সরিয়ে রাখো।' উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু চামড়াটি সরিয়ে রাখেন। এরপর বলেন, 'এই মানবেতর অবস্থা দেখার পরও কি আমি বলতে পারি যে, আপনি মহান রবের কাছে কায়সার-কিসরার চেয়েও অধিক শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত। তারা তো সোনা-রূপার খাটে শয়ন করে। রেশমি পোশাক পরিধান করে।'

এ কথা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ .

'তুমি কি এটা ভালো মনে করো না যে, তাদের প্রাপ্তি দুনিয়াতেই চুকিয়ে দেওয়া হবে। আর আমাদের প্রাপ্তি আখিরাতের জন্য সংরক্ষণ করে রাখা হবে?'

উত্তরে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'অবশ্যই ভালো মনে করি।'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন—

فَهُوَ إِنْ شَاءَ اللهُ كَذَلِكَ

'ইন শা আল্লাহ এমনই হবে।'[১৪৫]

---

[১৪৫] *জামিউল উসুল* : ২/৪০৭। সনদ সহিহ। এ হাদিসটি বিভিন্ন সনদে সহিহুল বুখারি এবং সহিহ মুসলিমসহ বিভিন্ন হাদিসের কিতাবে আছে।

শেষ বেলার আফসোসগুলি

[২৭৫] হিশাম রহিমাহুল্লাহু বলেন, হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু বলেছেন—

'রূহ বের হওয়ার সময় মানুষ তিনটি বিষয়ে আফসোস করে—**এক.** সে উপার্জিত সম্পদ ভোগ করতে পারেনি। **দুই.** জীবনের সবগুলো স্বপ্ন তখনো ছুঁয়ে দেখা হয়নি। **তিন.** অনন্ত জীবনের জন্য আদৌ কোনো প্রস্তুতি গ্রহণ করেনি।

[২৭৬] আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, হুসাইন ইবনু আবদুর রহমান রহিমাহুল্লাহু একবার আমাকে দুনিয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কবিতা শোনান। কবিতাটির মর্মার্থ হচ্ছে—

'লাস্যময়ী দুনিয়া! তুমি বহুরূপি। বিশ্বাসঘাতক এবং রূপের জাদুকর! তুমি রূপের ঝলকে মুগ্ধ করে কতজনকে মৃত্যুর ঘাট পার করিয়েছ, তার কোনো ইয়ত্তা নেই।'

তাদের সুখ এপারে; আর আমাদের সুখ ওপারে

[২৭৭] উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

একবার আমি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলাম। তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি তখন খেজুর পাতার বিছানায় শুয়ে ছিলেন। খেজুর পাতার চাটাইয়ের দাগ তাঁর শরীরে বসে গিয়েছিল। আমি ঘরের চারদিকে তাকালাম। দেখলাম, এক কোণায় তিন টুকরো কাঁচা চামড়া পড়ে আছে। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল, দোয়া করুন—যেন আল্লাহ আপনার অবস্থার উন্নতি ঘটান। আপনাকে ন্যূনতম সচ্ছলতা দান করেন। পারসিক ও রোমকরা তো আল্লাহকে মোটেও মানে না। তার ইবাদাত-বন্দেগিও করে না। তা সত্ত্বেও দেখি, আল্লাহ তাদেরকে প্রাচুর্য দান করেছেন। (আর এদিকে আপনি তার পূর্ণ ইবাদাত ও আনুগত্য করার পরেও গরিব।)'

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর একথা শুনে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শোয়া থেকে উঠে বসলেন। এরপর বললেন—

أَوَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا .

'ইবনুল খাত্তাব, তুমি কি এখনো সন্দেহের মধ্যে আছ? শোনো, দুনিয়ার জীবনেই তাদেরকে তাদের প্রাপ্য চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। (আর আমাদের প্রাপ্তি আখিরাতের জন্য সঞ্চিত আছে। ইন শা আল্লাহ।)'

উমর রহিমাহুল্লাহু বলেন, রাসুলের এ কথা শুনে আমি খুবই লজ্জিত হলাম এবং বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনি আমার জন্য ইস্তেগফার করুন।'[১৪৬]

দুনিয়া পায়ের নিচের মাটি থেকেও তুচ্ছ

[২৭৮] হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

আমি এমন অনেক মানুষকে দেখেছি, যাদের চোখে পদধুলির চেয়েও তুচ্ছ। দুনিয়া নিয়ে তাদের কোনো চিন্তাই ছিল না। দুনিয়ার কোথায় কী হলো—সে ব্যাপারে তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপই ছিল না। তাদের মন-মস্তিষ্কজুড়ে শুধুই পরকাল ও আখিরাত। তাই দুনিয়ার সামান্য ও সাময়িক সুখ-দুঃখকে তারা কিছুই মনে করতেন না।[১৪৭]

কয়েকটি জরুরি প্রশ্ন ও তার উত্তর

[২৭৯] আবু বকর রহিমাহুল্লাহু বলেন, একবার জনৈক বিদ্বানকে জিজ্ঞাসা করা হয়—

'দুনিয়ার দোষ সম্পর্কে সবচেয়ে সচেতন কে?'

'যে সবচেয়ে বেশি মৃত্যুর কথা চিন্তা করে।'

'আমাদের কাছে মৃত্যু কেন এত অপ্রিয়?'

'কারণ, আমরা দুনিয়াকে আখিরাতের ওপর প্রাধান্য দিই।'

'মানুষ কখন উদাসীন বলে সাব্যস্ত হয়?'

'যখন দুনিয়া পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়।'

'আচ্ছা! আমাদের থেকে ইলম ও হিকমত কখন উঠে যাবে?'

'যখন তোমরা ইলম ও হিকমতের মাধ্যমে দুনিয়া অর্জনের চেষ্টা করবে।'

'আখিরাত অর্জনে অন্তরায় কোন জিনিস?'

'দুনিয়ার মায়া-মোহ।'

'যুহুদ' বা দুনিয়াবিমুখতার নিদর্শন কী?

---

[১৪৬] *সহিহ মুসলিম*: হাদিস নং—১৪৭৯।
[১৪৭] *রাবিউল আবরার*: ১/৭৩।

'আখিরাতের নিরবচ্ছিন্ন চিন্তা।'

'দুনিয়ার কার জন্য? আর আখিরাত কার জন্য?'

'যে দুনিয়া তালাশ করে, দুনিয়া তার জন্য। আর যে আখিরাত তালাশ করে, আখিরাত তার জন্য।'

সালাফদের দৃষ্টিতে দুনিয়াদার

[২৮০] আবিল হাসান আল কুরাশি রহিমাহুল্লাহু বলেন, একজন আনসারি সাহাবি বলেছেন—

'দুনিয়া মানুষকে কৃপণতা শেখায়।'

দুনিয়ার দুঃখ-সুখ চিরস্থায়ী না

[২৮১] আবু হাযিম রহিমাহুল্লাহু বলেন—

যে ব্যক্তি এই দুনিয়ার ব্যাপারে জানে, সে কখনো দুনিয়ার সুখ পেয়ে আনন্দিত হয় না। আবার সামান্য দুঃখে মুষড়ে পড়ে না।

দিন-রাত গনিমতের মতো

[২৮২] উমর ইবনু যার রহিমাহুল্লাহু বলেন, আমি সাইদ ইবনু জুবাইর রহিমাহুল্লাহুর পত্রে পড়েছি—

'মুমিনের জন্য প্রতিটি দিন ও রাত গনিমত স্বরূপ।'[১৪৮]

একজন সালাফের অবস্থা

[২৮৩] মুতাইর ইবনু রাবি রহিমাহুল্লাহু বরেন, গভীর রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ত এবং চারিদিকে অখণ্ড নীরবতা নেমে আসত তখন মুফাদ্দাল ইবনু ইউনুস রহিমাহুল্লাহু বলতেন—

আহ! আজও আমার জীবন থেকে একটি দিন চলে গেল। এই দিনটি আর ফিরে আসবে না। হারিয়ে গেল নিষুপ্তির কোলে। রাত পেরিয়ে যখন ভোর উদিত হতো, তখন তিনি

---

[১৪৮] *হিলইয়াতুল আওলিয়া*: ৫/১১০।

বলতেন, আহ! আমার জীবনের একটি রাত চলে গেল। এই রাতটি আর ফিরে আসবে না। দিন-রাতের এই গমনাগমনই হয়তো আমাকে মৃত্যুর ঘাঁটিতে পৌঁছে দেবে।

মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি বলেন, হে রাত-দিন! আমি জানতাম, তোমাদের ঘূর্ণাবর্তই একদিন আমার জীবনযাত্রা থামিয়ে দেবে। সেদিন আমার জীবনের ওপর দিয়ে তুমুল ঝড় বয়ে যাবে। জীবন নদীতে বিরহ-বেদনার প্লাবন উঠবে। মৃত্যুর হামলা আসবে। সঙ্গোপনে মৃত্যু আমাকে তার বুকে টেনে নেবে। সমস্যা নেই। সেদিন মহান রব থাকবেন। তিনিই আমার ভরসা। জীবন-মৃত্যু দুটোই তার সৃষ্টি। দুটোই তার পরীক্ষা। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন—

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُم .

'যিনি সৃষ্টি করেছেন জীবন এবং মরণকে—যাতে পরখ করতে পারেন, তোমাদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ?'[সুরা মূলক : ২]

এই আয়াত তিলাওয়াতের পরে তিনি জীবনের শেষ শ্বাস নেন। এরপরে মহান রবের ইশারায় তিনি এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যান।

সালাফদের আফসোস

[২৮৪] মুতাইর ইবনু রাবি রহিমাহুল্লাহু বলেন, মুফাদ্দাল ইবনু ইউনুস রহিমাহুল্লাহু আমাকে বলেছেন, একবার আমি বনু হারিসা গোত্রের মুহাম্মাদ ইবনু নযর রহিমাহুল্লাহুকে চিন্তিত দেখে জিজ্ঞাসা করি, 'ভাই আপনার কী হয়েছে?' উত্তরে তিনি বলেন—

'কী আর বলব ভাই! আজও আমার জীবন থেকে একটি রাত চলে গেল অথচ আমি আখিরাতের জন্য কিছুই করতে পারলাম না। এভাবেই একটু একটু করে আয়ু ফুরিয়ে যাবে। জীবন-প্রদীপ জ্বলতে জ্বলতে এক সময় নিভে যাবে। কে জানে আখিরাতের জন্য কতটুকু কী করতে পারব!'

[২৮৫] আবু আউন রহিমাহুল্লাহু বলেন, একদিন মাগরিবের পরে রাবাহ আল কাইসি রহিমাহুল্লাহু নির্জন পথ ধরে হাঁটছিলেন। কোনো কাজে আমি তখন পথে বেরিয়েছিলাম। তখন শুনতে পেলাম, তিনি হু-হু করে কাঁদছেন আর নিজেকে সম্বোধন করে বলছেন, আহারে! জীবন থেকে কত দিন, কত রাত বিদায় নিয়েছে। দিন-রাত্রির গমনাগমন

আমাকে মৃত্যুর কাছাকাছি এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। অথচ এখনো আমি, উদাসিনতার খোলস থেকে বের হতে পারিনি। ইন্নালিল্লাহ! ইন্নালিল্লাহ![১৪৯]

[২৮৬] মালেক ইবনু মিগওয়াল রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'আমি জনৈক ব্যক্তিকে দেখেছি, তিনি সারাটা রাত শুধু কাঁদতেন। কেঁদে কেঁদে বলতেন, 'আহ! আমার জীবন থেকে দিন-রাত্রিগুলি এক এক করে চলে যাচ্ছে। একদিন হয়তো তারা আমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। সেদিন কবরে আমার ঠাঁই হবে।'

সাহাবিদের চাওয়া-পাওয়া

[২৮৭] আবিল বাখতারি রহিমাহুল্লাহু বলেন, আলি ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার জনসাধারণের মাঝে বাইতুল মালের সম্পদ বণ্টন করেন। বণ্টন শেষে জানতে পারেন, বাইতুল মালে আরও চার হাজার দিরহাম মূল্যের সম্পদ অবশিষ্ট আছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই চার হাজার দিরহামও বণ্টন করার নির্দেশ দেন।

লোকেরা তাকে তার ও তার পরিবারের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি বলেন, মহান রবের শপথ! আমার ও আমার পরিবারের জন্য আমি কিছুই সঞ্চয় করতে চাই না; উটের লেদা পরিমাণ জমি বা খাদ্যশস্যও না।

[২৮৮] কুবাইসা ইবনু জাবির রহিমাহুল্লাহু বলেন, আমি আলি ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়ে অধিক দুনিয়াবিমুখ আর কাউকে দেখিনি।

সালাফরা যাদের ব্যাপারে অবাক হতেন

[২৮৯] মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক আস সাকাফি রহিমাহুল্লাহু বলেন, জনৈক বিজ্ঞজন বলেছেন—

এক. আমার খুব অবাক লাগে—যখন দেখি, মানুষ সামান্য সম্পদ হ্রাস পেলে দুঃখবোধ করে; দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়ে। কিন্তু এই সামান্য সম্পদের জন্য যে তার বিশাল জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—সে ব্যাপারে তার কোনো অনুভূতিই নেই।

দুই. আমার খুব আফসোস হয়—যখন দেখি, মানুষ আখিরাতকে উপেক্ষা করে দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে। অথচ দুনিয়া তার থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে; আর আখিরাত তার দিকে এগিয়ে আসছে।'

---

[১৪৯] *আওলিয়া*: ৬/১৯৩।

একজন নারী

[২৯০] ইয়াস ইবনু হামযা রহিমাহুল্লাহু বলেন, বাহরাইনের জনৈক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন, কুরাইশ গোত্রে মাজেদা নামের এক ভদ্রমহিলা ছিলেন। তিনি বাহরাইনে বসবাস করতেন। প্রায় সময়ই বলতেন, সূর্যের উদয়াস্ত আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা কেড়ে নিয়েছে। এখন বাতাসে পাতা নড়ার শব্দ কিংবা আগন্তুকের পদধ্বনি শুনলেই আমার মনে হয়, এই বুঝি মৃত্যুর দূত এসে হাজির হলো!

জীবনের প্রদীপ নিভে যাবে একদিন

[২৯১] আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, আবু জা'ফর আল কুরাশি রহিমাহুল্লাহু একটি কবিতায় দুনিয়ার ব্যাপারে সতর্ক করে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলেন। কথাগুলোর সারমর্ম হচ্ছে—

'সাবধান! দুনিয়া যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে। দুনিয়ার চিন্তা করে এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করো না। দুনিয়ার পরিবর্তে আখিরাতকে লক্ষ্য বানাও। কারণ, দুনিয়া আজ আছে; কাল থাকবে না। তেমনি তুমিও আজ আছ; কাল থাকবে না। সুতরাং তুমি তোমার মতো অস্থায়ী জগৎটাকে লক্ষ্য হিসেবে স্থির করো না।

সালাফদের জীবন

[২৯২] হাসান ইবনু আবদুল আজিজ রহিমাহুল্লাহু বলেন—

আবু সাহমা আল কালবি রহিমাহুল্লাহু যথেষ্ট সম্পদ ও কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন। এরপরও তিনি ধনসম্পদের মায়া ত্যাগ করে সব সময় ইবাদাতে নিমগ্ন থাকতেন।

[২৯৩] হারিস ইবনু মিসকিন রহিমাহুল্লাহু একবার ইস্কান্দারিয়ার রাজদরবার থেকে বের হয়ে মন্তব্য করেন—

'আল্লাহ তাআলার শোকর যে, তিনি আমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে রাজা-বাদশাহদের থেকে দূরে রেখেছেন। একারণে আমরা স্বাধীনভাবে চলতে পারি। মন ভরে ইবাদাত করতে পারি। তাদের দরবারে থাকলে এটা আদৌ সম্ভব হতো না। বরং সদা সর্বক্ষণ তাদের আজ্ঞাবহ হয়ে থাকতে হতো।'

একদিন তোমাদের জীবনটা পাল্টে যাবে

[২৯৪] উরয়াতু ইবনু যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, প্রিয় সাহাবি মুস'আব ইবনু উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার মোটা পশমি জুব্বা পরে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আসেন। জুব্বাটি যথেষ্ট ছোট ও চাপা হওয়ায় ভালোভাবে সতর ঢাকা যাচ্ছিল না। নবিজির দরবারে আরও অনেক সাহাবি উপস্থিত ছিলেন। তারা মুস'আব ইবনু উমায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ অবস্থা দেখে পেরেশান হয়ে যান। কিন্তু তাদের কারওই তখন যে, একটুকরো কাপড় দিয়ে তাকে সাহায্য করার সামর্থ্য ছিল না। মুস'আব রাদিয়াল্লাহু আনহু ধীরেধীরে নবিজির কাছে আসেন এবং সালাম দিয়ে মজলিসে বসে যান। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন—

لَقَدْ رَأَيْتُهُ عِنْدَ أَبَوَيْهِ، وَمَا فَتًى مِنْ فَتَيَانِ قُرَيْشٍ مِثْلَهُ، يُكْرِمَانِهِ وَيُنَعِّمَانِهِ، فَخَرَجَ مِنْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ وَنُصْرَةَ رَسُولِهِ، أَمَا إِنَّكُمْ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ إِلَّا كَذَا حَتَّى تَفْتَحُوا فَارِسَ وَالرُّومَ، فَيَغْدُو أَحَدُكُمْ فِي حُلَّةٍ، وَيَرُوحُ فِي حُلَّةٍ، وَيُغْدَى عَلَيْكُمْ بِقَصْعَةٍ، وَيُرَاحُ عَلَيْكُمْ بِأُخْرَى.

'কাফির অবস্থায় আমি তাকে তাঁর পিতার সঙ্গে দেখেছি। তখন তার অর্থবিত্তর কোনো অভাব ছিল না। পোশাক-পরিচ্ছদে কুরাইশের কোনো যুবক তার সমকক্ষ ছিল না। কিন্তু সে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর রাসুলের সহযোগিতার কথা চিন্তা করে সবকিছু ত্যাগ করেছে। মনে রেখো, তোমরা চিরকাল অভাবী থাকবে না। অচিরেই তোমাদের কষ্টগুলো দূরীভূত হবে। তোমরা রোম ও পারস্য জয় করবে। তখন তোমরা সকালে এক পোশাক পরবে; বিকালে আরেক পোশাক পরবে। দুপুরে এক ধরনের খাবার খাবে; রাতে আরেক ধরনের খাবার খাবে।'[১৫০]

দুনিয়ায় কেউ চিরস্থায়ী হয় না; হবেও না

[২৯৫] আমর আন নাজদি রহিমাহুল্লাহু বলেন, সালেহ আল মুররি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

---

[১৫০] *বাইহাকি,* শুআবুল ইমান : ৩/৬২৮।
একবার আবদুর রহমান ইবনু আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সামনে খাবার পেশ করা হলো। তিনি সেদিন রোজাদার ছিলেন। খাবার সামন রেখে তিনি বলতে লাগলেন, 'মুসআব ইবনু উমায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু শহিদ হয়েছেন। তিনি আমার থেকে অনেক ভালো ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর কাফনের কাপড় হিসাবে মাত্র একটি চাদর ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। যখন সেই চাদরে তাঁর মাথা আবৃত করা হতো, তখন পায়ের দিক অনাবৃত হয়ে যেত। এখন দুনিয়া আমাদের জন্য অনেক খুলে দেওয়া হয়েছে। তাঁরা আখিরাতের সুখ পাওয়ার আশায় দুনিয়াতে সুখ কামনা করতেন না। *[সহিহুল বুখারি : ৩৮৯৯।]*

'মনে রেখো, আজ পর্যন্ত দুনিয়ায় কেউ চিরস্থায়ী হতে পারেনি। ভবিষ্যতেও পারবে না। তুমি আজ আছ; কাল হয়তো থাকবে না। দিন গড়িয়ে রাত কিংবা রাত গড়িয়ে সকাল হতেই কবরের ডাক চলে আসবে। কাজেই এখনই প্রস্তুতি নাও। অনন্ত সফরের পাথেয় জোগাড় করে নাও। মৃত্যু তোমার অতি নিকটেই অবস্থান করছে।'[১৫১]

[২৯৬] আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'আলিমের কর্তব্য হলো, হারাম থেকে বেঁচে থাকা এবং হৃদয় থেকে দুনিয়ার মায়া-মোহ মুছে ফেলা।'

দুনিয়ার ভালোবাসা থাকলে হৃদয়ে পাপেরা বাসা বাঁধে

[২৯৭] আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'হৃদয়ে দুনিয়ার ভালোবাসার অনুপ্রবেশ ঘটলে, পাপেরা সেখানে জায়গা করে নেয়। তখন আর শান্তির বাণী সেখানে পৌঁছে না।'

দুনিয়া মানুষকে ধ্বংস করে

[২৯৮] মুহাম্মাদ ইবনু মুয়াবিয়া রহিমাহুল্লাহু বলেন—

দুনিয়াকে এই মর্মে নির্দেশ করা হয়েছে যে, 'হে দুনিয়া! যারা তোমার অনুসরণ করবে, তুমি তাদের ধ্বংস ও অপদস্থ করবে। আর যারা আমার অনুসরণ করবে, তুমি তাদের খেদমত করবে। তাকে বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য-সহযোগিতা করবে।'[১৫২]

দুনিয়া নিন্দিত

[২৯৯] ইবনু আবিল হাওয়ারি রহিমাহুল্লাহু বলেন, সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'দুনিয়া অর্জনের জন্য যত মাধ্যম গ্রহণ করা হয়, তার সবই নিন্দিত। আর আখিরাত অর্জনের জন্য যত মাধ্যম গ্রহণ করা হয়, তার সবই নন্দিত।'[১৫৩]

---

[১৫১] *হিলইয়াতুল আওলিয়া*: ৬/১৬৭।
[১৫২] *যুহদ, ইমাম বাইহাকি রহিমাহুল্লাহ*: ৬৫।
[১৫৩] *হিলইয়াতুল আওলিয়া*: ১০/৫।

মানুষের অবস্থা

[৩০০] ইবরাহিম রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'মানুষ মনে করে, যৌবন হলো দুনিয়া অর্জনের সময় আর বার্ধক্য হলো আখিরাত অর্জনের সময়। তাদের মানসিকতা দেখে মনে হয়, তারা যেন আল্লাহর পক্ষ থেকে বৃদ্ধ হওয়ার নিশ্চয়তা নিয়ে এসেছে!'

ওপারের সুখ চিরদিনের

[৩০১] আলি ইবনু হাসান রহিমাহুল্লাহু বলেন, আমি আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহুকে বললাম, আপনি আমাকে কিছু অসিয়ত করুন। তখন তিনি বললেন—

'দুনিয়াবিমুখ হও। দুনিয়ার রূপ-সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ো না। কারণ, দুনিয়ার সবকিছুই সাময়িক। দুনিয়ার জীবন শেষে তোমাকে আখিরাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানকার সবকিছু চিরস্থায়ী। অনন্ত কালের। সুতরাং সেই জীবনে সুখী হওয়ার জন্য পাথেয় জোগাও।'

এখানকার প্রাচুর্য ক্ষণিকের

[৩০২] হুসাইন ইবনু আবদুর রহমান রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'দুনিয়া ধোঁকায় পূর্ণ। তাই দুনিয়ার সুখ ও প্রাচুর্য দেখে আপ্লুত হওয়ার কিছু নেই।'

দুনিয়া অর্জনে যে খুশি হবে

[৩০৩] ওয়াহব ইবনু মুনাব্বিহ রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'দুনিয়ার সামান্য অর্জনে যে খুশি হবে, সে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা লাভে ব্যর্থ হবে। আর যে দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ থেকে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করবে, শয়তান তার ছায়া মাড়াতেও ভয় পাবে। আর যে প্রবৃত্তির সেবাদাসে পরিণত হবে, শয়তান তার ওপর রাজত্ব করবে।

তিনটি জিনিস কাফিরের বৈশিষ্ট্য

[৩০৪] ওয়াহহাব ইবনু মুনাব্বিহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, তিনটি জিনিস কাফিরদের বৈশিষ্ট্য—**এক.** আল্লাহ তাআলার প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করা। **দুই.** দুনিয়ার প্রতি প্রেম-ভালোবাসা লালন করা। তিন. ইবাদাতের প্রতি অমনোযোগিতা।

দুনিয়াটা আসলেই তুচ্ছ

[৩০৫] আহমাদ ইবনু নাসর রহিমাহুল্লাহু বলেন—

يَلْتَمِسُ الْعِزَّ بِهَا أَهْلُهَا ❁ وَاللهُ قَدْ عَرَّفَهُمْ ذُلَّهَا

দুনিয়াদাররা এই দুনিয়ায়
পেতে চায় সম্মানের মালা,
রব্বে কারিম—রেখেছেন
তাতে, হীনতার জ্বালা।

পরকালের প্রস্তুতি

[৩০৬] মুতা'মির ইবনু সুলাইমান রহিমাহুল্লাহু বর্ণনা করেন, হজরত ইসা আলাইহিস সালাম বলেন—

'আমার জন্মের পূর্বেও দুনিয়া ছিল। মৃত্যুর পরও বহাল তবিয়েতে থাকবে। আমি এখানে কয়েক দিনের জন্য এসেছি মাত্র। এই কয়টা দিনও যদি আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য ব্যয় না-করি, তাহলে আর কবে কী করব? আখিরাতে তো প্রস্তুতি গ্রহণের মোটেই সুযোগ থাকবে না। আখিরাত তো কেবল ফলাফল ভোগ করার জায়গা।'[১৫৪]

ইসা আলাইহিস সালাম ও জনৈকা বৃদ্ধা

[৩০৭] আবু সুলাইমান রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'একদিন ইসা আলাইহিস সালাম কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়লে এক বৃদ্ধার তাঁবুর ছায়ায় একটু জিরিয়ে নেন। তখন বৃদ্ধা তাকে বলেন, 'আল্লাহর বান্দা, তুমি এখান থেকে উঠে অন্যত্র চলে যাও।' সঙ্গে সঙ্গে ইসা আলাইহিস সালাম সেখান থেকে চলে যান। তাঁবুর প্রখর রোদে এসে বসেন। সেখানেই একটু জিরিয়ে নেন এবং বলেন—

'বৃদ্ধা, তুমি আমাকে তাঁবুর ছায়া থেকে উঠাওনি। বরং আল্লাহ উঠিয়েছেন। কারণ, তিনি চান না, আমি দুনিয়ার মায়ায় জড়িয়ে পড়ি।'[১৫৫]

---

[১৫৪] *তারিখে দিমাশক*: ২০/১২৮।
[১৫৫] *তারিখে দিমাশক*: ২০/১১৬।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা

[৩০৮] আবু আলি আস শামি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার মেটে রঙের উটে চড়ে 'জাবিয়া' শহরে গমন করেন। তার মাথায় তখন টুপি বা পাগড়ি জাতীয় কিছু ছিল না। সূর্যের কাঠফাটা রোদ তার মাথায় গোলা বর্ষণ করছিল। বিন্দু বিন্দু ঘামে সারাটা কপাল চমকাচ্ছিল। পা-দুটো বাহনের দু-পাশে রেকাববিহীন ঝুলছিল। গতি ছিল নামে মাত্র—একেবারে পাতলা কাপড়ের। তিনি যখন আরোহণ করতেন, তখন ওই কাপড়টি গদি হিসেবে ব্যবহার করতেন। আর যখন কোথাও যাত্রা বিরতি করতেন, তখন সেটাকেই বিছানা বানাতেন।

এই কাপড়টির বাইরে তার সাথে পশমি কাপড়ের একটি থলে ছিল। বাহনে চড়ার সময় এই থলেটিকে ব্যাগ হিসেবে ব্যবহার করতেন। আবার কোথাও যাত্রা বিরতি করলে এটাকেই বালিশ বানিয়ে বিশ্রাম করতেন।

সেদিন তাঁর পরনে ছিল পশমি কাপড়ের একটি জামা। সফরের কারণে জামাটি তৈলাক্ত হয়ে গিয়েছিল। পকেটটিও ছিঁড়ে গিয়েছিল। এই বিধ্বস্ত অবস্থায়ই তিনি শহরে পৌঁছেন। এরপর শহরের গভর্নরকে তলব করেন। শহরবাসী গিয়ে তাদের গভর্নরকে ডেকে নিয়ে আসে। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বলেন, 'আমার জামাটা ধুয়ে সেলাই করার ব্যবস্থা করো। আর কারও কাছ থেকে আমার জন্য একটি কাপড় ধার করো। (আমার কাপড়টি শুকালেই তার কাপড়টি দিয়ে দেবো।)'

তার কথামতো একটি কাপড় ধার করে আনা হয়। তিনি জানতে চান, এটা কীসের কাপড়? উত্তরে তাকে জানানো হয়, 'এটা কাতান কাপড়।' তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন, 'কাতান কী?' উপস্থিত লোকেরা কাতানের পরিচয় দিয়ে তাকে আশ্বস্ত করে। তিনি তখন পরিধানের কাপড় খুলে ধার করা কাপড় পরেন।

তার কাপড় ধোয়া ও তালি দেওয়া শেষ হলে তিনি ধার করা কাপড়টি ফেরত দিয়ে নিজের তালিযুক্ত কাপড়টি পরেন। শহরের শাসনকর্তা তখন অভিভূত হয়ে বলেন—'আপনি আরবের শাসনকর্তা। সেখানকার আবহাওয়া সম্পর্কে আপনি আমার চাইতে ভালো জানেন। তাই হয়তো উটে সফর করার সাহস করেছেন। এখানকার আবহাওয়া সম্পর্কে আমি আপনার চেয়ে ভালো জানি। আমাদের এখানে উটের সফর করা আপনার জন্য খুবই কষ্টসাধ্য হবে।'

একথা বলে তিনি উমর রাদিয়াল্লাহুর জন্য জন্য একটি ঘোড়ার ব্যবস্থা করার নির্দেশ করেন। তার নির্দেশ মতো একটি অনারব ঘোড়া আনা হয়। ঘোড়ার পিঠে জিন ও রেকাবির পরিবর্তে একটি পশমি কাপড় বিছানো হয়।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আরোহণ করার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটি উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ছুটতে থাকে। তিনি তখন চিৎকার করে বলেন, আরে থামাও, থামাও। এ তো দেখছি, সাক্ষাৎ শয়তান। মানুষ এর আগে হয়তো এমন শয়তানের পিঠে চেপে বসেনি।

অনন্যোপায় হয়ে পুনরায় তাঁর উটটিই নিয়ে আসা হয়। তিনি ওই উটে চেপেই আগুন ঝরা মরুভূমিতে সুদূর সফরে বেরিয়ে পড়েন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ দৃশ্য দেখে সবাই হতবাক হয়ে যায়। [আহ! দুনিয়ার মানুষ যদি দুনিয়াকে উমরের চোখ নিয়ে দেখত!][১৫৬]

আবু উবাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা

[৩০৯] হিশাম ইবনু উরওয়াহ রহিমাহুল্লাহু তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, একবার হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়া আগমন করেন। তার আগমন-সংবাদ পেয়ে সিরিয়ার নেতৃবৃন্দ ও সেনাপতিগণ তার সাক্ষাতে উপস্থিত হন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন বলেন, 'আমার ভাই কোথায়? তাকে তো দেখছি না।' উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞেস করে, 'আপনার ভাই কে?' তিনি বলেন—'আবু উবাইদা।' তখন লোকেরা বলে, 'একটু পরেই তিনি চলে আসবেন।' কথা বলতে না বলতেই আবু উবাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু উটের পিঠে করে সেখানে উপস্থিত হন। তার উটের মুখে তখন খবই নিম্নমানের একটি রশি ছিল। তিনি উট থেকে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করেন। এরপর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকদেরকে লক্ষ করে বলেন, 'তোমরা আমাদেরকে একটু নিরিবিলি থাকতে দাও। আমাদের একান্ত কিছু কথা আছে।'

লোকেরা তখন তাদেরকে আলোচনার সুযোগ দিয়ে সেখান থেকে চলে যায়। তারা দুজন বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতে থাকেন। আলোচনার এক পর্যায়ে তারা আবু উবাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যক্তিগত তাঁবুতে প্রবেশ করেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন সবিস্ময়ে লক্ষ করেন যে, তার তাঁবুতে ঢাল, তলোয়ার এবং যুদ্ধাস্ত্র ছাড়া আর কোনো সামানা বা তৈজসপত্র নেই। এমনকি বিশ্রামের জন্য একটু ভালো জায়গাও নেই। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু উবাইদার দরিদ্র-দশা দেখে বলেন— 'আরেকটু আসবাব গ্রহণ করলে কি তোমার জন্য সুবিধা হতো না!'

---

[১৫৬] *তারিখে দিমাশক*: ২০/১১৬।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথার জবাবে আবু উবাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: إِنَّ هَذَا سَيُبَلِّغُنَا الْمَقِيلَ

'হে আমিরুল মুমিনিন, আমাদের আরামের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।'[১৫৭]

আরেকটি ঘটনা

[৩১০] তারেক ইবনু শিহাব রহিমাহুল্লাহু বলেন—

একদা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়া যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে একটি ছোট নালা পড়ে। নালাটি পার হওয়ার জন্য তিনি উট থেকে নামেন। পায়ের মোজা খুলেন এরপর এক হাতে উটের রশি ধরে নালার পানিতে নেমে পড়েন। স্থানীয় লোকেরা এ দৃশ্য দেখে যারপরনাই বিস্মিত হয়।

কিছুক্ষণ পর বিশিষ্ট সেনাপতি আবু উবাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাক্ষাতে এসে বলেন, 'আপনি আজ নজির রেখেছেন, যা সিরিয়াবাসী পূর্বে কখনো দেখেনি।' উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করেন, আমি এমন মহান কী করেছি? আবু উবাইদা বলেন, আপনি খলিফা হয়েও নিজ হাতে মোজা খুলেছেন, নিজ হাতে উটের রশি ধরে নালা পার হয়েছেন—এটা তাদেরকে হতবাক করে দিয়েছে। তাদের সবার হৃদয়-মন জয় করে নিয়েছে।'

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন আবু উবাইদার বুকে থাপ্পর মেরে বলেন, 'আফসোস তোমার জন্য। এই কথাটা তুমি বলতে পারলে! তুমি ছাড়া অন্য কেউ যদি একথা বলত, তাহলে দেখতে! তুমি কি ভুলে গেছ, এক সময় তোমরা ছিলে ইতর ও নিকৃষ্ট শ্রেণির মানুষ। পরে আল্লাহ তোমাদেরকে ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। অতএব, তোমরা যদি দ্বীন ছাড়া অন্য কোথাও সম্মান খুঁজে বেড়াও তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেবেন।'[১৫৮]

দুনিয়াবিমুখ হলে সবার ভালোবাসা পাবে

[৩১১] ইবরাহিম ইবনু আদহাম রহিমাহুল্লাহু বলেন, এক ব্যক্তি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল—

---

[১৫৭] *উলুমুদ্দিন*: ৩/২২৩।
[১৫৮] *তারিখে ইবনু মানযুর রহিমাহুল্লাহু*: ১৮/৩২৬।

يَا رَسُولَ اللهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يُحِبُّنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ، وَيُحِبُّنِي النَّاسُ عَلَيْهِ .

'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন, যে আমল করলে আল্লাহ তাআলা আমাকে ভালোবাসবে এবং মানুষও আমাকে ভালোবাসবে।'

উত্তরে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

أَمَّا الْعَمَلُ الَّذِي يُحِبُّكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ فَازْهَدْ فِي الدُّنْيَا، وَأَمَّا الْعَمَلُ الَّذِي يُحِبُّكَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ مَا فِي يَدِكَ مِنَ الْحُطَامِ .

'তুমি দুনিয়াবিমুখ হয়ে যাও—আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। তোমার ধনসম্পদ অভাবীদের মাঝে বিলিয়ে দাও—মানুষ তোমাকে ভালোবাসবে।'[১৫৯]

যুহদের জন্য দোয়া

[৩১২] আবু মুহাম্মাদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, বাকর ইবনু আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহুর সাথে তার কোনো বন্ধুর দেখা হলে তিনি এই বলে দোয়া করতেন—

زَهَّدَنَا اللهُ وَإِيَّاكَ زُهْدَ مَنْ أَمْكَنَهُ الْحَرَامَ وَالذُّنُوبَ فِي الْخَلَوَاتِ فَعَلِمَ أَنَّ اللهَ يَرَاهُ فَتَرَكَهُ .

'আল্লাহ আমাকে এবং তোমাকে ওই ব্যক্তির মতো যুহুদ দান করুন, যে হারাম ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও এই ভেবে বিরত থাকে যে, মহান আল্লাহ আমাকে দেখছেন। অতএব, তার সামনে আমি কীভাবে হারাম ও পাপাচারে লিপ্ত হই?'

[৩১৩] আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

তোমরা যদি কারও ব্যাপারে শপথ করে বলো যে, সে সবচেয়ে বড় যাহিদ, তাহলে আমিও শপথ করে বলব যে, সে অবশ্যই ভালো মানুষ।

---

[১৫৯] *আত তারাহিব*: ৪/১৭৫। হাদিস—মুরসাল।

সালাফদের ঘরোয়া আলাপ

[৩১৪] আবু মুহাম্মাদ রহিমাহুল্লাহু বলেন, ইয়াকুব ইবনু ইবরাহিম রহিমাহুল্লাহু একবার দাউদ আত তাই রহিমাহুল্লাহুকে বলেন, 'দুনিয়া পেয়ে কাউকে তোমার মতো এত বেশি খুশি হতে দেখিনি।' একথা শুনে দাউদ আত তাই রহিমাহুল্লাহু বলেন, 'কি যে বলেন! কেউ যদি আখিরাতের সামান্য সুখের বিনিময়ে পুরো দুনিয়াও পেয়ে যায়, তবুও সে কিছু-ই পায়নি। আর আমি এই সামান্য দুনিয়া পেয়ে খুশি হব!'

নোট: সালাফগণ পারস্পরিক আত্মশুদ্ধির জন্য এ ধরনের আলাপ-আলোচনা করতেন। এর দ্বারা তার একে অন্যকে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করতেন না।

প্রকৃত যাহিদ যে হবে

[৩১৫] আবদুল্লাহ আল বারাই রহিমাহুল্লাহু বলেন, প্রকৃত যাহিদ সব সময়ই মিতব্যয়ী হয়। বিলাসিতার জন্য অতিরিক্ত অর্থকড়ি খরচ করে না। সর্বোপরি সব সময় আখিরাতের ভাবনায় বিভোর থাকে।

দুনিয়া এক অকূল দরিয়া

[৩১৬] সুফিয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহু বলেন, হজরত লুকমান আলাইহিস সালাম তাঁর পুত্রকে দুনিয়ার ব্যাপারে এই বলে নসিহত করেন—

'প্রিয় বৎস আমার, দুনিয়া একটি গভীর সাগর। কূলকিনারাহীন। এই দুনিয়া পাড়ি দিতে গিয়ে অনেকেই ডুবে মরেছে। সাগরের উচ্ছ্বাসিত ঢেউ তাদেরকে গ্রাস করে ফেলেছে। সুতরাং তুমি এই তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সাগর পাড়ি দেওয়ার জন্য আল্লাহর ভয়কে নৌকা বানাও। তার প্রতি পরিপূর্ণ ইমানকে বৈঠা বানাও এবং তার প্রতি নির্ভরতাকে পাল বানাও। তবেই কেবল আশা করা যায়, তুমি নিরাপদে এই অকূল দরিয়া পার হতে পারবে। আর আমার মনে হয় না—নৌকা, বৈঠা ও পাল ছাড়া তুমি এই অকূল দরিয়া পাড়ি দিয়ে ওপারে পৌঁছতে পারবে। তাই অকূল দরিয়া পাড়ি দেওয়ার আগে খুবই সতর্ক থেকো। নৌকা, বৈঠা ও পাল ঠিক করে রেখো।'[১৬০]

দুনিয়ার মাধ্যমে যদি পরীক্ষা না নেওয়া হতো!

[৩১৭] আবদুল্লাহ ইনতাকি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

---

[১৬০] *বাইহাকি— যুহদ :* ১৩৯।

আহ, কতই না ভালো হতো—যদি মহান আল্লাহ দুনিয়া দিয়ে আমাদের পরীক্ষা না নিতেন।

দুনিয়া থাকার জায়গা নয়

[৩১৮] আবু মারওয়ান রহিমাহুল্লাহু বলেন—

মহান আল্লাহ হজরত মুসা আলাইহিস সালামের নিকট এই মর্মে অহি প্রেরণ করেন যে, দুনিয়া জালিমদের অভয়ারণ্য। দুনিয়ার সাথে আপনার কোনো ধরনের সম্পর্ক থাকা উচিত নয়? দুনিয়া আপনার থাকার জায়গা নয়। কাজেই দুনিয়া নিয়ে কখনো চিন্তা করবেন না। দুনিয়াকে অন্তরে জায়গা দেবেন না। দুনিয়া খুবই তুচ্ছ ও কদর্য। অবশ্য যারা দুনিয়ায় থেকেও নেক আমল করে, তাদের জন্য দুনিয়া বেশ ভালো স্থান। হে মুসা, আমি জালিমদের অপেক্ষায় আছি। তাদেরে থেকে মজলুমদের প্রতিশোধ গ্রহণ করা পর্যন্ত আমার স্বস্তি নেই।[১৬১]

যেটা ভাগ্যে আছে সেটা পাবেই

[৩১৯] আবু মিহরাজ রহিমাহুল্লাহু বলেন—

যার জন্য দুনিয়ার যতটুকু প্রাপ্তি লিখে রাখা হয়েছে, সে কেবল ততটুকুই পায়। এরপরও মানুষ দুনিয়া অর্জন করার জন্য আদাজল খেয়ে নেমেছে। অপর দিকে আখিরাত অর্জিত হয় চেষ্টার মাধ্যমে। যে যতটুকু চেষ্টা করে; ঠিক ততটুকুই লাভ করে। কিন্তু এরপরও আখিরাত নিয়ে তাদের কোনো চিন্তাভাবনা নেই।

দুনিয়া নিয়ে সালাফদের অনুভূতি

[৩২০] ইবরাহিম ইবনু মুহাম্মাদ রহিমাহুল্লাহু বলেন—

মাসরূক রহিমাহুল্লাহু প্রতি সপ্তাহে আমাকে তার খচ্চরে করে 'হীরা' নামক স্থানে নিয়ে যেতেন। এরপর তার খচ্চরটি সেখানকার নর্দমায় নামিয়ে দিয়ে বলতেন, 'গোটা দুনিয়া এখন আমাদের পায়ের নিচে।'[১৬২]

[৩২১] সাইদ ইবনু মাসউদ রহিমাহুল্লাহু বলেন—

---

[১৬১] *আল ইতহাফ*: ৮/৮৭।
[১৬২] *হিলইয়াতুল আওলিয়া*: ২/৯২।

যখন তুমি কোনো ব্যক্তিকে দেখবে যে, দুনিয়ার প্রতি তার ভালোবাসা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, আখিরাতের চিন্তা অনবরত হ্রাস পাচ্ছে; কিন্তু এ নিয়ে তার কোনো মাথা ব্যথা নেই—তখন বুঝবে, লোকটি নিজেই নিজের ক্ষতি করছে।[১৬৩]

প্রকৃত সুখী

[৩২২] উহাইব রহিমাহুল্লাহু বলেন—

ইসা আলাইহিস সালাম বলেন, যে ব্যক্তির মাঝে নিম্নোক্ত গুণ চারটি পাওয়া যাবে, সেই সবচেয়ে সুখী— ১. নীরবতা ২. বিনয় ৩. দুনিয়াবিমুখতা ৪. অল্পেতুষ্টি।[১৬৪]

দুনিয়া ময়লার স্তূপের মতো

[৩২৩] হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার মদিনার একটি নর্দমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সঙ্গীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন—

'তোমাদের কেউ যদি দুনিয়ার স্বরূপ দেখতে চায়, তাহলে সে যেন এই নর্দমাটি ভালো করে দেখে নেয়। তাবৎ দুনিয়া যদি মহান আল্লাহর কাছে একটি মাছি ডানার সমমূল্যেরও হতো, তাহলেও তিনি কোনো কাফিরকে দুনিয়ার সামান্য কিছু ভোগ করতে দিতেন না।'[১৬৫]

সাহাবিরা দুনিয়াবিমুখ ছিলেন

[৩২৪] আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু একদিন এক মজলিসে বলেন—

সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের সালাত, সিয়ামের চেয়ে তোমাদের সালাত, সিয়াম পরিমাণে অনেক বেশি। কারণ তারা জীবনের সিংহভাগ কিংবা উল্লেখযোগ্য একটি অংশ অতিক্রান্ত হওয়ার পর ইসলামের পরশ পেয়েছিলেন। কিন্তু এরপরও তাদের সালাত-সিয়াম তোমাদের সালাত-সিয়ামের চেয়ে হাজার গুণ ভালো।

---

[১৬৩] *উলুমুদ্দিন*: ৩/২৮৭।

[১৬৪] *হিলইয়াতুল আওলিয়া*: ৮/১৫৭।

[১৬৫] *কানযুল উম্মাল*: ৩/২১৫। হাদিস, মুরসাল। তবে এই হাদিসই মারফু হিসেবে বিভিন্ন সাহাবি থেকে বর্ণিত আছে।

উপস্থিত লোকেরা এই পার্থক্যের রহস্য জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'কারণ, তারা তোমাদের তুলনায় অধিক দুনিয়াবিমুখ ও অধিক আখিরাতমুখী ছিলেন।'[১৬৬]

সাহাবারা যেমন ছিলেন

[৩২৫] হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম অত্যন্ত জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ছিলেন। তাঁরা বেশি বেশি নেক আমল করতেন। হালাল পন্থায় জীবিকা উপার্জন করতেন। হারাম থেকে দূরে থাকতেন। নিজের ভালো সম্পদগুলো আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিতেন। দুনিয়ার প্রতি তাঁদের মোটেও আগ্রহ ছিল না। পার্থিব যশ-খ্যাতির মোহও তাঁদের ছিল না। তাঁরা সবকিছুরই ভালো দিক গ্রহণ করতেন; মন্দ দিক বর্জন করতেন। তাঁরা নেক আমল করে অহংকার করতেন না। তাঁরা দুনিয়াকে তাচ্ছিল্যের চোখে দেখতেন।

[৩২৬] ইবরাহিম আত তাইমি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের নিকট দুনিয়া দৌড়ে আসত; কিন্তু তারা ফিতনার ভয়ে দুনিয়া থেকে পলায়ন করতেন। এতে কি তাদের কোনো ক্ষতি হয়েছে? তাদের মর্যাদা কমে গেছে?

অপর দিকে তোমরা দুনিয়ার পেছনে ছুটে বেড়াও। কিন্তু দুনিয়া তোমাদের থেকে পালিয়ে বেড়ায়। তোমাদের হাতে ধরা দেয় না। এতে কি তোমাদের বিশেষ কোনো লাভ হয়েছে? কিংবা একটু আধটু সম্মান বেড়েছে? তোমরা বরং এই তুচ্ছ দুনিয়ার কারণে, অসংখ্য ফিতনায় জড়িয়ে পড়েছ! এবার তোমরাই নিজেদেরকে পূর্ববর্তীদের সঙ্গে তুলনা করে দেখো—কারা ভালো; আর কারা মন্দ?

সালাফরা আখিরাতমুখী ছিলেন

[৩২৭] আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর চেয়ে তোমাদের সালাত বেশি, জিকিরআজকারও বেশি। এতৎসত্ত্বেও তারা তোমাদের চেয়ে অনেক উত্তম। কারণ, তাঁরা দুনিয়াবিমুখ ও আখিরাতমুখী ছিলেন।'[১৬৭]

---

[১৬৬] *হিলইয়াতুল আওলিয়া :* ১/১৩৬।

[১৬৭] *ইবনু মুবারক রহিমাহুল্লাহু, যুহদ*—৫০১।

বলা সহজ কিন্তু করা কঠিন

[৩২৮] হজরত কাজি শুরাইহ রহিমাহুল্লাহু বলেন—

দুনিয়াকে মন্দ বলে আখ্যায়িত করা খুব সহজ। কিন্তু মন্দ বলে ত্যাগ করা খুবই কঠিন। বরং যারা দুনিয়াকে কথায় কথায় মন্দ বলে, তারাই দুনিয়ার প্রতি বেশি আগ্রহ দেখায়।

হারিয়ে যাওয়া মুক্তো

[৩২৯] শু'আইব ইবনু সুলাইমান রহিমাহুল্লাহু বলেন—

একবার বাদশাহ যুল-কারনাইনের সাথে ফেরেশতাদের সাক্ষাৎ হয়। বাদশাহ তখন তাদেরকে বলেন, 'আমাকে এমন কিছু নসিহত করুন, যার মাধ্যমে আমার ইমান ও ইয়াকিন বৃদ্ধি পাবে।' ফেরেশতারা তাকে বলেন, 'আপনি তা করতে পারবেন না।' যুল-কারনাইন বলেন, 'আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব এবং আল্লাহর কাছে তাওফিক কামনা করব।' ফেরেশতারা তখন তাকে বলেন—

১. ভবিষ্যতের কোনো বিষয়ে পেরেশান হবেন না।

২. আল্লাহ তাআলা আপনাকে রাজত্ব দিলে তা পেয়ে বেশি খুশি হবেন না।

৩. রাজত্ব চলে গেলে দুঃখিত কিংবা পেরেশান হবেন না।

৪. আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে ভালো ধারণা রাখবেন।

৫. নিজের জন্য যা ভালো মনে করেন, অন্যের জন্যও তাই ভালো মনে করবেন।

৬. রাগ করবেন না।

৭. তাড়াহুড়ো করবেন না। কারণ তাড়াহুড়ো করলে ভুল বেশি হয়।

৮. আপন-পর, শত্রু-মিত্র— সবার সাথে কোমল আচরণ করবেন। কারও সাথে রূঢ় মেজাজ দেখাবেন না।

৯. অহংকার প্রদর্শন করবেন না।

সালাফদের চোখে দুনিয়াত্যাগী

[৩৩০] শা'বি রহিমাহুল্লাহু বলেন, একবার মাসরুক রহিমাহুল্লাহুকে জিজ্ঞাসা করা হয়, যারা দুনিয়া ত্যাগ করে আখিরাতের দিকে ধাবিত হয়, আপনার দৃষ্টিতে তাদের মর্যাদা

কেমন? উত্তরে তিনি বলেন, যাদের মাঝে এই দুটি গুণ আছে, আমার দৃষ্টিতে তারাই সর্বোত্তম।

দুনিয়াবিমুখরা আজ কোথায়

[৩৩১] আসেম আল আহওয়াল রহিমাহুল্লাহু বলেন—

একদিন আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু দেখেন, জনৈক ব্যক্তি চিৎকার করে বলছে, 'আজ তারা কোথায়—যারা দুনিয়া ত্যাগ করে আখিরাতের দিকে ধাবিত হয়েছিল?' তখন আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা তাকে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর এবং উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর কবর দেখিয়ে বলেন—

عَنْ هَؤُلَاءِ فَسَلْ

'তাঁরা এখানে। সুতরাং তাঁদেরকেই জিজ্ঞেস করো।'

আখিরাতে যার বাড়ি নেই, দুনিয়া তার বাড়ি

[৩৩২] আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

الدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَا دَارَ لَهُ، وَمَالُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ، وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ

'আখিরাতে যার বাড়ি নেই, তার বাড়ি দুনিয়া। আখিরাতে যার সম্পদ নেই, তার সম্পদ দুনিয়া। আর যার বিবেক-বুদ্ধি নেই সেই কেবল পার্থিব সম্পদ জমা করে।'[১৬৮]

[৩৩৩] কাসেম ইবনু আবদুর রহমান রহিমাহুল্লাহু বলেন, দুনিয়ার বুকে আমি এক নিঃসঙ্গ মুসাফির। কেউ নেই আমার সাথে। আমি একাই অনন্তকালের সফরে নেমে পড়েছি।

দুনিয়া অভিশপ্ত

[৩৩৪] আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

---

[১৬৮] *প্রাগুক্ত*: ১৬।

আল্লাহর জিকির এবং জিকিরের আনুষঙ্গিক বিষয় ব্যতীত দুনিয়া ও দুনিয়ার সমস্ত কিছু অভিশপ্ত।[১৬৯]

সালাফদের চাওয়া-পাওয়া

[৩৩৫] আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, মুতাররিফ রহিমাহুল্লাহুর স্ত্রী কিংবা তার কোনো আত্মীয়ের ইন্তেকাল হলে, তার ভাইয়েরা পরস্পরে বলাবলি করেন, 'প্রিয়জনের মৃত্যুতে মুতাররিফ পেরেশান হতে পারে; চলো আমরা তাকে গিয়ে সান্ত্বনা দিই।' কিন্তু তারা মুতাররিফ রহিমাহুল্লাহুর কাছে গিয়ে দেখেন, তিনি যথেষ্ট স্বাভাবিক আছেন। এতে তাঁর ভাইয়েরা বিস্মিত হয়ে বলেন, 'কী ব্যাপার, আমরা তো ভেবেছিলাম, তুমি পেরেশান হয়ে কোনো শরিয়তবিরোধী কাজে লিপ্ত হয়ে পড়বে।' মুতাররিফ রহিমাহুল্লাহু তাদের কথার উত্তরে বলেন, 'আরে ভাই, মৃত্যু তো খুবই সাধারণ ও স্বাভাবিক একটি ঘটনা। মাত্র একজন মানুষ আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। আমি যদি সারা দুনিয়ার মালিক হতাম, আর কিয়ামতের দিন এক ঢোক পানির বিনিময়ে এই দুনিয়া নিয়ে নেওয়া হতো, তাহলে অবশ্যই আমি দিয়ে দিতাম।'[১৭০]

বড় আফসোসের কথা

[৩৩৬] ইসহাক আস সাকাফি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

ওই ব্যক্তি কীভাবে সুখী হতে পারে—যার জীবন থেকে মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছর চলে যাচ্ছে, আর সে দুনিয়া নিয়ে মেতে আছে? আহ! আমরা ধীরেধীরে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছি, অথচ আখিরাত নিয়ে আমাদের কোনো চিন্তাই নেই।

দুনিয়াটা খুবই তিক্ত

[৩৩৭] মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক বলেন—

দুনিয়ার প্রতিটা দিন এক-একটি তির। আর মানুষ হলো তার নিশানা। প্রতিদিন একটি করে তির তোমার বুকে এসে বিদ্ধ হচ্ছে। এভাবেই বিদ্ধ হতে হতে একদিন তোমাকে একেবারে নিঃশেষ করে ফেলবে। দিন-রাত একটি করে তির তোমাকে আঘাত করে চলেছে, আর তুমি নিজেকে সুখী বলে দাবি করেছ? তুমি যদি জানতে, এই দুনিয়ার

---

[১৬৯] *আত তারাগিব*: ১/৯৮। এই হাদিসটিকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাহাবি জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু ও বর্ণনা করেছেন। *কানযুল উম্মাল*: ৩/১৮৫।

[১৭০] *আহমাদ রহিমাহুল্লাহু, যুহুদ*—৩০০।

প্রতিটি দিন তোমাকে কুরে-কুরে খাচ্ছে এবং ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে; তাহলে তোমার প্রতিটি মুহূর্ত সীমাহীন ভয়ে কাটত। আল্লাহ তাআলার ভয়ে হৃদয় কাঁপত। এই দুনিয়া খুবই তিক্ত। ডাক্তারের ওষুধের চেয়েও বেশি তিক্ত। তাই তুমি দুনিয়াবিমুখ হয়ে যাও।[১৭১]

এ জীবন নগণ্য

[৩৩৮] মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক বলেন, জনৈক ব্যক্তি একবার একজন জ্ঞানীকে বলেন, আপনি আমাকে দুনিয়া এবং স্থায়িত্ব সম্পর্কে কিছু বলুন। তখন তিনি বলেন—

'দুনিয়া' চোখের পলকের মতো ক্ষণিক সময়ের নাম। এর চেয়ে বেশি সময় তুমি আদৌ পাবে কিনা, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। 'কাল' অনাগত একটি দিনের নাম। রাত তার পরিসমাপ্তির সংবাদদাতা। দিনরাতের এই গমনাগমন মানুষের জন্য বিপদাপদ বয়ে আনে। ঐক্য ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। রাজত্ব হাতবদল করে এবং মানুষকে গ্রাস করে ফেলে। দুনিয়ায় মানুষের অনেক আশা থাকে। কিন্তু জীবন তো স্বল্প সময়ের। ফলে আশাগুলো অধরাই থেকে যায় এবং এ অবস্থায়ই আমরা দুনিয়া ত্যাগ করে রবের কাছে পৌঁছে যাই।

একটি চিঠি

[৩৩৯] আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, আবদুর রহমান ইবনু সালেহ আমাকে একটি পত্র লিখেন। পত্রে লিখা ছিল—

হামদ ও সালাতের পর নিবেদন এই যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে এবং আপনাকে ওই ঘরের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখুন—যে ঘর আমাদেরকে উপেক্ষা করে; কিন্তু অবুঝমন তার জন্য লালায়িত থাকে। অনুরূপ আল্লাহ তাআলা আমাকে এবং আপনাকে ওই ঘরের কল্যাণ দান করুন, যে ঘর আমাদের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে; কিন্তু অবিবেচক মন তার থেকে পালিয়ে বেড়ায়।

আসলে যেখানে মন স্থির থাকার কথা না, সেখানেই আমাদের মন মায়ার জালে আটকা পড়ে। আর যেখানে মন স্থির থাকার কথা সেখান থেকেই দূরে সরে যায়। যে এই প্রবণতার শিকার হয়, সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর যে এই প্রবণতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে, সে লাভবান হয়।

---

[১৭১] *হিলয়িয়া*: ১০/১৫০।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দুনিয়ার মোহ থেকে মুক্ত রাখুন। দুনিয়া থেকে আখিরাতের পাথেয় জোগাড় করার তাওফিক দান করুন। ওয়াসসালাম।

দুনিয়া বেশি দিন টিকবে না

[৩৪০] মুআবিয়া আনাস নাখঈ রহিমাহুল্লাহু বলেন—

দুনিয়া এমনিতেই সামান্য। ওপরন্তু সৃষ্টির পর থেকে এ পর্যন্ত ওই সামান্য পরিমাণ থেকেও বিরাট একটি অংশ কমে গেছে। এখন যৎসামান্যই বাকি আছে।

প্রয়োজন ফুরালে দুনিয়া মানুষকে ছুড়ে ফেলে

[১৯২] হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু বলেন, উতবা ইবনু গাযওয়ান রহিমাহুল্লাহু একবার বসরায় দেওয়া একটি খুতবায় বলেন—

হামদ ও সালাতের পর, হে লোক সকল! দুনিয়া তার রূপ-লাবণ্য ও মায়া-মোহ দিয়ে মানুষকে আকৃষ্ট করে। আবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে সহসাই ছুড়ে ফেলে। দুনিয়ায় অনেক মানুষ এসেছে, আবার দুনিয়া ছেড়ে চলেও গেছে। এতে দুনিয়ার কিছুই যায় আসেনি। দুনিয়া তো এক ফোঁটা জলের মতো। সুতরাং তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে সতর্ক হও। পরকালের পাথেয় জোগাড় করো।

তোমারা দুনিয়াকে যে চোখে দেখো

[৩৪১] আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু একদিন মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেন—

নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে-সকল বস্তুর প্রতি যতটা অনীহা প্রকাশ করতেন, তোমরা সে-সকল বস্তুর প্রতি ততটাই আগ্রহ পোষণ করো! তোমরা দুনিয়ার প্রতি গভীর আকর্ষণ ও ভালোবাসা পোষণ করো। অথচ নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়ার প্রতি অনীহা পোষণ করতেন। মহান আল্লাহর শপথ করে বলছি, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো একাধারে এমন তিন দিন অতিবাহিত করতে পারেননি, যখন তার আয়ের চেয়ে ব্যয় ও ঋণের পরিমাণ বেশি ছিল না।[১৭২]

---

[১৭২] *মুস্তাদরাকে হাকেম*: ৪/৩১৫।

আরেকজন সালাফের হৃদয়ের অবস্থা

[৩৪২] মুয়াজ ইবনু যিয়াদ রহিমাহুল্লাহু বলেন—

আবদুল ওয়াহিদ রহিমাহুল্লাহু একথা অনেকবার বলেছেন যে, যদি বসরার সমস্ত সম্পদ এবং বাগবাগিচা দু-পয়সার বিনিময়ে আমাকে দিয়ে দেওয়া হয়, তবু সেটা আমার আনন্দের কারণ হবে না।





যুহুদ ও যাহিদের পরিচয় ও উদ্দেশ্য

যুহুদের পরিচয়

[৩৪৩] আবু মুহাম্মাদ রহিমাহুল্লাহু বলেন—

একবার এক ভদ্রলোক জনৈক যাহিদের কাছে উপস্থিত হলে, তিনি ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করেন—

'কী মনে করে আমার কাছে কেন এসেছ?'

'আমি জানতে পেরেছি, আপনি অনেক বড় যাহিদ। তাই আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি।'

'আচ্ছা, আমি কি তোমাকে আমার চেয়ে আরও বড় কোনো যাহিদের সন্ধান দেবো?'

'অবশ্যই। কে সেই মহা মানব?'

'তুমি। স্বয়ং তুমিই আমার চেয়ে বড় যাহিদ।'

'কীভাবে?'

'কারণ, তুমি যাহিদ বা দুনিয়াবিমুখ বলেই এখানে এসেছ।'

প্রকৃত দুনিয়াত্যাগী

[৩৪৪] ইসহাক ইবনু মানসুর রহিমাহুল্লাহু বলেন—

একবার আমি এবং আমার এক বন্ধু দাউদ তাই রহিমাহুল্লাহুর কাছে যাই। তিনি তখন মাটিতে শুয়ে ছিলেন। আমি আমার বন্ধুকে লক্ষ করে বলি, 'এই আল্লাহর বান্দা দুনিয়াত্যাগী।' ঘটনাক্রমে দাউদ তাই আমার এ কথা শুনে ফেলেন এবং আমাদেরকে বুঝ দেওয়ার মতো করে বলেন, 'আরে, প্রকৃত দুনিয়াত্যাগী তো সে, যে দুনিয়া অর্জনের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তা ত্যাগ করে। আমার তো সেই সামর্থ্যই নেই।'[১৭৩]

প্রকৃত যাহিদ কে?

[৩৪৫] ফুদাইল ইবনু ইয়াজ রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'যে সুখে-দুঃখে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, সে-ই প্রকৃত যাহিদ।'

[৩৪৬] আবু সুলাইমান রহিমাহুল্লাহু বলেন—

কোনো ব্যক্তির অন্তরে যদি দুনিয়ার মায়া-মোহ ও কামনাবাসনা থাকে তাহলে তার এই কথা দাবি করা জায়েয নেই যে, সে 'যাহিদ বা দুনিয়াত্যাগী'। হ্যাঁ, অন্তরে দুনিয়ার কামনাবাসনা না থাকলে; দুনিয়া ত্যাগের দাবি করার অনুমতি আছে। কেননা অন্তরে দুনিয়ার প্রতি কামনাবাসনা না থাকাটা তার কাজকর্মে প্রকাশ পাবে।

সালাফদের মনের অবস্থা

[৩৪৭] মালেক ইবনু দিনার রহিমাহুল্লাহু বলেন, যদি 'জিসর' থেকে 'খোরাসান' পর্যন্ত—সমগ্র এলাকা আমাকে উটের সামান্য লেদের বিনিময়েও দেওয়া হয়, তবু আমি তা গ্রহণ করব না। আনন্দিত বা আহ্লাদিতও হব না।

[৩৪৮] কখনো এমনও বলতেন, যাবাল থেকে উবুল্লা পর্যন্ত—সমগ্র এলাকা যদি আমাকে একটি খেজুরের আঁটির বিনিময়েও দিয়ে দেওয়া হয়, তবু আমি তা গ্রহণ করব না। আনন্দ প্রকাশের তো প্রশ্নই আসে না।

এরপর তিনি উপস্থিত লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, একথা যদি আমি হৃদয়ের গভীর থেকে না বলে থাকি, তাহলে আমার জন্য ভয়াবহ দুঃখ অপেক্ষা করছে।[১৭৪]

---

[১৭৩] *হিলইয়াতুল আওলিয়া*: ৭/৩৪৪। সনদে সমস্যা আছে।
[১৭৪] *হিলইয়াতুল আওলিয়া*: ২/৩৭৫।

[৩৪৯] আলি ইবনুল হাসান রহিমাহুল্লাহু বলেন, আবু সুলাইমান রহিমাহুল্লাহু বলেন, তোমাদের কি এতে লজ্জা করে না যে, তোমরা লোকদেখানোর জন্য স্বল্পমূল্যের কাপড় পরো। আর মনের গহীনে মূল্যবান পোশাকের লালসা পোষণ করো!

যুহ্দের উদ্দেশ্য

[৩৫০] মাযা' রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'যুহ্দ'-এর উদ্দেশ্য হলো, অন্তরটি আখিরাতের চিন্তার জন্য নিবেদিত রাখা। দুনিয়ার চিন্তা ও কামনাবাসনা থেকে অবমুক্ত রাখা।



দুনিয়ার ব্যাপারে সালাফদের পত্রালাপ

দুনিয়ার ফাঁদে পা দেবে না

[৩৫১] উমর ইবনু আবদুল আজিজ রহিমাহুল্লাহু তাঁর এক ভাইকে পত্র মারফত বলেন—

প্রিয় ভাই আমার, তুমি জীবন-সফরের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ফেলেছ। এখন সামান্য একটু পথ বাকি আছে। এই পথটুকু পার হতে পারলেই তুমি সফলকাম!

ভাই আমার! আখিরাতের ঘাঁটিগুলোর কথা স্মরণ রেখো। ওই ঘাঁটিগুলো তোমাকে পেরোতে হবেই। কারণ, আমাদের নবির প্রতি এ মর্মে অহি অবতীর্ণ হয়েছে যে, হে নবি, মৃত্যুর পরে আপনাকে অনেকগুলো দুর্গম ঘাঁটির সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু এটা বলা হয়নি যে, আপনি নিরাপদে এ ঘাঁটিগুলো অতিক্রম করে যেতে পারবেন!

সুতরাং দুনিয়ার ব্যাপারে সব সময় সাবধান থাকবে। ভুলেও দুনিয়ার ফাঁদে পা দেবে না।

আরেকটা কথা সব সময় মনে রাখবে, আখিরাতে যার কোনো ঘর নির্মাণের আশা নেই, সেই কেবল দুনিয়াকে নিজের ঘর মনে করে। অনুরূপ আখিরাতে যার কোনো সম্পদ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা নেই, সেই কেবল দুনিয়ার সম্পদকে নিজের সম্পদ বলে মনে করে।

প্রিয় ভাই আমার, তুমি এখন পড়ন্ত বেলায় এসে পড়েছ। তাই নিজেই নিজেকে সংশোধন করো। নিজেই নিজেকে হিদায়াতের পথে তুলে আনার চেষ্টা করো। অন্যের অপেক্ষায় বসে থাকবে না। ওয়াসসালাম।

[৩৫২] হুসাইন ইবনু আবদুর রহমান রহিমাহুল্লাহু বলেন, কুরাইশ গোত্রের এক ভদ্রলোক পত্র মারফত তার ভাইকে জানান—

'প্রিয় ভাই আমার, প্রতিটি ভোর তোমার জন্য নতুন মেহমান। সুতরাং তাকে যথাযথ মূল্যায়ন করবে। আর মনে রাখবে, এই মেহমান তোমার সারাদিনের সকল ভালো-মন্দের সাক্ষী হয়ে থাকবে। তাই তাকে বিপক্ষের সাক্ষী না বানিয়ে পক্ষের সাক্ষী বানালেই বেশি ভালো হবে। ওয়াসসালাম।'

যে জীবন অস্থায়ী সে জীবন আপনার নয়

[৩৫৩] আদি ইবনু আদি রহিমাহুল্লাহু বলেন, উমর ইবনু আবদুল আজিজ রহিমাহুল্লাহু তাঁর এক গভর্নরের উদ্দেশে নিম্নোক্ত পত্রটি প্রেরণ করেন—

গভর্নর, আপনি সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করবেন। আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবেন। নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করলে, নিয়ামত আরও বৃদ্ধি পাবে। আর শুকরিয়া আদায় না করলে, নিয়ামত হ্রাস পাবে।

গভর্নর, আপনি সর্বদা মৃত্যুকে স্মরণ করবেন। যেকোনো সময় মৃত্যু আপনাকে আপন করে নিতে পারে। পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই আপনার জীবনের সুর্য ডুবে যেতে পারে। মৃত্যুর ফেরেশতা এসে যেকোনো সময় আপনার ঘরের সামনে দাঁড়াতে পারে। আপনার বিদায়-ঘণ্টা বাজাতে পারে।

আপনি বিভীষিকাময় কিয়ামতের কথাও স্মরণ রাখবেন। এতে আপনার হৃদয়ে দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ কমে আসবে এবং আখিরাতের ভয় জাগ্রত হবে।

গভর্নর, আপনি দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়বেন না। দুনিয়ার সাথে নিবিড়ভাবে জড়াবেন না। এমনকি দুনিয়াদারদের থেকেও নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখবেন। তবে যতটুকু প্রয়োজন, সেটুকুর সঙ্গে ন্যূনতম সম্পর্ক রাখবেন। এতে বিশেষ কোনো সমস্যা হবে না। মহান রবরে শপথ, এভাবে চলতে পারলে আপনার পার্থিব ব্যস্ততা অনেকাংশেই হ্রাস পাবে।

গভর্নর, আপনি সব সময় অজ্ঞতার ওপর জ্ঞানার্জনকে প্রাধান্য দেবেন। তাহলে ক্রমশ আপনার ইলম বাড়তে থাকবে। অনুরূপ মিথ্যার ওপর সত্যকে প্রাধান্য দেবেন। তবেই কেবল সত্যের ওপর অবিচল থাকতে পারবেন। আমি মহান রবের দরবারে আমার এবং

আপনার মঙ্গল কামনা করছি। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে রহমতের চাদরে জড়িয়ে রাখেন।[১৭৫]

দুনিয়ার ভালোবাসা মানুষকে অন্ধ বানিয়ে দেয়

[৩৫৪] ইবরাহিম ইবনু আদহাম রহিমাহুল্লাহু তাঁর এক ভাইয়ের উদ্দেশে একটি পত্র লিখেন। পত্রের সারকথা এই যে—

'প্রিয় ভাই আমার, দুনিয়ার মায়া-মোহ ত্যাগ করুন এবং আখিরাতের ভালোবাসা হৃদয়ে জাগরূক রাখুন। কারণ, দুনিয়ার মায়া-মোহ অন্তরদৃষ্টি কেড়ে নেয়। অন্ধ ও বধির করে ফেলে।[১৭৬]

ক্ষণস্থায়ী জীবন আমাদের নয়

[৩৫৫] উবাইদুল্লাহ ইবনু মুগিরা কুরাইশি রহিমাহুল্লাহু বলেন, একবার ফাযল ইবনু ইসা আমাদের জন্য দীর্ঘ একটি পত্র লিখেন। সেখানে তিনি বলেন—

দুনিয়া দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদে ভরপুর। তবে সান্ত্বনা এই যে, দুনিয়াটা একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। এটাই তার প্রধান বৈশিষ্ট্য। দুনিয়ার অবস্থা সব সময় এক থাকে না। বিভিন্ন সময় সে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। দুনিয়ার ভোগ-বিলাস নিন্দনীয়। এখানকার আনন্দ-উল্লাস ক্ষণস্থায়ী। আর এটাই স্বাভাবিক। কেননা এখানে সামান্য সুখের পরই দুঃখেরা দল বেঁধে আসে। জীবনের শান্তি ও স্বস্তি কেড়ে নেয়। দুনিয়ার দুঃখগুলো তাসবিহর দানার মতো। একটা অতিক্রম করতে না-করতেই অন্যটা এসে হাজির হয়। মৃত্যু মানুষকে গ্রাস করার জন্য সব সময় হা করে থাকে।

দুনিয়া মুসাফিরখানার মতো

মুসাফির প্রয়োজন শেষ হওয়া মাত্রই মুসাফিরখানা থেকে বেরিয়ে পড়ে। কারণ তাকে যেতে হবে অনেক দূর। তোমাকেও তো দুনিয়ার জীবন অতিক্রম করে যেতে আখিরাতের জীবনে। তাই তুমিও মুসাফিরের মতো তোমার সামানা-পত্র গুছিয়ে নাও। মুসাফির যেমন সফরের জন্য অল্প কিছু আসবাব নেয়, তুমিও তেমনি অল্প কিছু আসবাব নিয়ে দুনিয়ার জীবন পাড় করে দাও। ওয়াসসালাম।

---

[১৭৫] *আওলিয়া*: ৫/২৬৮।
[১৭৬] *হিলইয়াতুল আওলিয়া*: ৩/২৭৩।

প্রিয়দের প্রতি প্রিয়দের চিঠি

[৩৫৬] হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু একবার উমর ইবনু আবদুল আজিজ রহিমাহুল্লাহুর কাছে একটি পত্র প্রেরণ করেন। পত্রে লিখা ছিল—

'সালামের পর নিবেদন এই যে, যাদের মৃত্যু অবধারিত হয়ে গেছে বলে আপনি বিশ্বাস করেন, নিজেকে তাদের অন্তর্ভুক্ত মনে করবেন। ওয়াসসালাম।'

প্রতি উত্তরে উমর ইবনু আবদুল আজিজ রহিমাহুল্লাহু হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহুকে লিখে পাঠান—

'আপনিও নিজেকে আখিরাতের মানুষ মনে করুন এবং ভাবুন, আপনি দুনিয়ায় নয়; আখিরাতে আছেন এবং সেখানেই জনম জনম থাকবেন। ওয়াসসালাম।'[১৭৭]

অচিরেই সফর করতে হবে

[৩৫৭] সালিহ ইবনু মালেক রহিমাহুল্লাহু বলেন, উম্মে ইবরাহিম একবার ইবরাহিমের কাছে একটি পত্র লিখে তাকে বাড়ি আসতে বলেন। উত্তরে ইবরাহিম লিখেন—

আপনি আমার সাথে যে-স্থানে সাক্ষাৎ করতে চাইছেন, তা আসল ঠিকানা নয়। দুনিয়া একেবারেই ক্ষণস্থায়ী। আখিরাতের মুসাফিরের জন্য সামান্য সময়ের সরাইখানা মাত্র। এখানে পিতা-মাতার স্নেহ-ভালোবাসা মাত্র কয়েকদিনের। তাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এই স্নেহ-ভালোবাসার মৃত্যু ঘটবে। এ বিষয়ে যদি আপনার সামান্য সংশয়ও থাকে, তাহলে ভেবে দেখুন, তারা আজ কোথায়—যারা একসময় দুনিয়ার বুকে প্রচণ্ড প্রতাপের সাথে রাজত্ব করেছে? তাদের কেউ আজ বেঁচে নেই। সবাই পরপারে পাড়ি জমিয়েছে। আমাদের অবস্থাও ঠিক তাই হবে। আমরাও সম্মান-সম্পদ এবং মায়া-মহব্বত ছেয়ে ওপারে চলে যাব। দুনিয়ায় যেটুকু পুঁজি অর্জন করতে পারব, আখিরাতে সেটুকুই কেবল আমাদের বলে দাবি করতে পারব। আর আখিরাতের এই সফরে খুব শীঘ্রই বেরিয়ে পড়তে হবে। ওয়াসসালাম।

[৩৫৮] একবার হাসান ইবনু আবিল হাসান রহিমাহুল্লাহু উমর ইবনু আবদুল আজিজ রহিমাহুল্লাহুর কাছে একটি পত্র প্রেরণ করেন। পত্রে লিখা ছিল—

'একবার হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু খলিফাতুল মুসলিমিন উমর ইবনুল আবদুল আজিজ রহিমাহুল্লাহুর কাছে একটি চিঠি প্রেরণ করেন। চিঠিতে যাতে লিখা ছিল—

---

[১৭৭] *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন*: ৩/২২৪

'হামদ ও সালাতের পর, সম্মানিত খলিফা! মনে রাখবেন, দুনিয়া স্থায়ী বসবাসের জায়গা নয়। সাময়িক বাসস্থান মাত্র। এখানে কেউ চিরদিন থাকতে পারে না। এখানে সবাই আখিরাতের সওদা করতে আসে। আদম আলাইহিস সালামকে এখানে শাস্তিস্বরূপ পাঠানো হয়েছিল। কাজেই আপনি সব সময় দুনিয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন। আর মনে রাখবেন, আপনি দুনিয়াকে যতটুকু ত্যাগ করতে পারবেন, ততটুকুই আপনার পুঁজি। আর যতটুকু গ্রহণ করবেন, ততটুকুই আপনার ক্ষতি। দুনিয়ায় যারা ধনী, তারাই মূলত অভাবী। আর যারা অভাবী, তারাই মূলত ধনী।

দুনিয়া প্রতি মুহূর্তে তার প্রার্থীদেরকে হত্যা করে। এই নীরব হত্যা কেউ বুঝে; আবার কেউ বুঝে না। যে দুনিয়াকে সম্মান করে, দুনিয়া তাকে অপদস্থ করে। আর যে দুনিয়া সঞ্চয় করে, দুনিয়া তাকে দারিদ্র্যের চরম সীমায় নিক্ষেপ করে।

দুনিয়া হলো, নীরব ঘাতক—বিষের পেয়ালায় দুধ। যারাই এতে ঠোঁট ছোঁয়ায়, তারাই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

সুতরাং মহামান্য খলিফা, আপনি দুনিয়ায় ওই অসুস্থ ব্যক্তির ন্যায় বসবাস করুন, যে তার ক্ষতস্থানে ওষুধের প্রলেপ দিয়েছে। দীর্ঘ রোগ-ভোগের ভয়ে আহার-বিহারে বেছে চলছে এবং সীমাহীন কষ্ট থেকে মুক্তির আশায় ওষুধের সাময়িক তিক্ততা বরদাশত করছে।

মনে রাখবেন, দুনিয়া নিষ্ঠুর। প্রতারক। প্রবঞ্চক। সে সৌন্দর্যের জাল বিছিয়ে মানুষকে ঘায়েল করে। বড় বড় আশা দেখিয়ে বশে আনে। প্রণয়-প্রার্থীদের সামনে গোপন সৌন্দর্য তুলে ধরে তাদেরকে বিভ্রান্ত করে। দুশ্চরিত্রা নববধূর ন্যায় ঘুরে বেড়ায়। বভুক্ষ চোখগুলো তাকে অবলোকন করে। দূষিত মনগুলো তার জন্য লালায়িত থাকে। ইন্দ্রিয় থেকে প্রতিনিয়ত লালসা ঝরতে থাকে। এরপর যখন তাদের মিলন হয়, তখন একান্ত মুহূর্তে সে তাদের সবাইকে গলা টিপে হত্যা করে।

দুনিয়া সব সময়ই তার নাগরদের সঙ্গে এমন আচরণ করে আসছে। কিন্তু পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের পরিণতি দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে না। আগের জনকে দুনিয়ার গর্ভে বিলীন হতে দেখে পরের জন সতর্ক হয় না। একারণে অনেক খোদাপ্রেমিকও দুনিয়ার মায়ার জালে আটকে পড়ে। দুনিয়ার ঈষৎ ছোঁয়া পেয়ে প্রতারিত হয়। স্বেচ্ছাচারিতায় মেতে ওঠে। পরকাল ও পরিণতির কথা বেমালুম ভুলে যায়। তার মন-মস্তিষ্কজুড়ে কেবলই দুনিয়া বিরাজ করে। সে কর্তব্য কর্ম ভুলে যায়। তখন দুনিয়াও তাকে ত্যাগ করে। সে পদস্খলনের শিকার হয়। হতাশা, অনুতাপ ও অনুশোচনা তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরে। এই অনুশোচনা একসময় তার মনস্তাপে পরিণত হয়। সে তখন সবকিছুতেই দিশেহারা বোধ করে। লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। ক্লান্তি ও অবসাদ তার নিত্য সঙ্গী হয়।

ফলে সে একসময় নিঃস্ব ও নিঃসম্বল হয়ে পড়ে। দিক-ভ্রান্তের ন্যায় এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ায়।

সুতরাং আমিরুল মুমিনিন, দুনিয়ার ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক থাকুন। দুনিয়ায় যে-অবস্থা ও অবস্থানে আছেন, তাতেই তুষ্ট থাকুন। দুনিয়া গ্রহণ করলে কোন পরিণতির দিকে ধাবিত হবেন, সে ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখুন। কারণ দুনিয়ার মোহগ্রস্ত ব্যক্তি যখনই নিজেকে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ মনে করে, তখনই দুনিয়া তার জন্য বিপর্যয় ডেকে আনে। একারণে দেখা যায়, দুনিয়ায় যে সুখে থাকে, সে প্রতারিত হয়। যে অব্যাহত কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বস্তুত দুনিয়ার সচ্ছলতাকে বিপদের সুতোয় গেঁথে দেওয়া হয়েছে। সৃষ্টিকে ধ্বংসের উপলক্ষ্য হিসেবে স্থির করা হয়েছে। কাজেই দুনিয়ায় সুখের অব্যবহিত পরেই দুঃখ আসে। সুখ-দুঃখের গভীরে হারিয়ে যায়। আর ফিরে আসে না। ভবিষ্যতে কী ঘটবে, তাও জানা যায় না। ফলে সুনির্দিষ্ট কোনো বস্তুর জন্য অপেক্ষাও করা যায় না। একারণেই জ্ঞানীরা বলেন, দুনিয়ার স্বপ্ন মিথ্যা। আশা-আকাঙ্ক্ষা অমূলক।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এই দুনিয়া পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি গ্রহণ করেননি। অথচ তিনি দুনিয়া গ্রহণ করলেও তার সম্মান হ্রাস পেত না। আখিরাত নষ্ট হতো না। তবু তিনি দুনিয়াকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। কারণ, তিনি জানতেন, আল্লাহ দুনিয়াকে ঘৃণা করেন। আর আল্লাহ যা ঘৃণা করেন, তাকে সেটা দেওয়া হলেই তিনি গ্রহণ করতে পারেন না।

বস্তুত আল্লাহ তাআলা দুনিয়াকে খুবই হীন করে সৃষ্টি করেছেন। ফলে নবি কিংবা তার কোনো অনুসারীর পক্ষে দুনিয়াকে সম্মান করা সঙ্গত নয়। ভালোবেসে সম্মানের উচ্চাসনে আসীন বিজ্ঞচিত নয়।

মহান প্রভু পরীক্ষাস্বরূপ তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে দুনিয়ার ধনসম্পদ থেকে দূরে রাখেন। অভাবঅনটন ও দুঃখদারিদ্র্য দিয়ে তাদের ইমান পরখ করেন। এরপর তাদের পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন। অপর দিকে তিনি অভাজনদেরকে দুনিয়ার প্রাচুর্য ও ভোগ-সম্ভার দান করেন। তাদেরকে আমৃত্যু দুনিয়ার মোহে ফেলে রাখেন। তারা তখন ভাবে যে, দুনিয়ার মাধ্যমে তাদেরকে সম্মানিত করা হয়েছে। সে বিলকুল ভুলে যায় যে, দুনিয়ার অর্থসম্পদ প্রকৃত সম্মানের মানদণ্ড নয়। অন্যথায় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া ত্যাগ করে সারাটা জীবন অভাবঅনটনে থাকতেন। ক্ষুধার যন্ত্রণায় পেটে পাথর বাঁধতেন না।

হাদিসে কুদসিতে এসেছে মহান রব একবার হজরত মুসা আলাইহিস সালামকে বলেছিলেন—

إِذَا رَأَيْتَ الْغِنَى مُقْبِلًا فَقُلْ: ذَنْبٌ عُجِّلَتْ عُقُوبَتُهُ، وَإِذَا رَأَيْتَ الْفَقْرَ مُقْبِلًا فَقُلْ: مَرْحَبًا بِشِعَارِ الصَّالِحِينَ .

'আপনি সচ্ছলতার মুখ দেখলে মনে করবেন, আপনার কোনো পাপের নগদ শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। আর দারিদ্র্যে নিপতিত হলে ভাববেন, আপনি সৎ বান্দাদের কিছুটা গুণ ধারণ করতে পেরেছেন। সুতরাং হে দারিদ্র্য, তোমায় স্বাগতম!'

আমিরুল মুমিনিন! আপনি চাইলে ইসা আলাইহিস সালাম-এর অনুসরণ করতে পারেন। তিনি বলতেন, পেটের ক্ষুধাই আমার খাদ্য। ভয় আমার পরিচয়-প্রতীক। শরীরের লোম আমার পোশাক। শীতকালের সোনালি রোদ আমার গরম কাপড়। চাঁদ আমার রাতের প্রদীপ। পা দুটো আমার যানবাহন। জমিনের তৃণলতা আমার ফলমূল। আমার কাছে কখনোই কোনো সম্পদ সঞ্চিত থাকে না। তবু এই পৃথিবীতে আমার চেয়ে ধনী কেউ নেই। কারণ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও প্রতি আমার বিন্দুমাত্র মুখাপেক্ষিতা নেই।[১৭৮]

যেভাবে যুহ্দ অবলম্বন করবেন

[৩৫৯] একবার উমর ইবনু আবদুল আজিজ রহিমাহুল্লাহু হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহুর কাছে দুনিয়ার ব্যাপারে উপদেশ চেয়ে পত্র লিখলে উত্তরে তিনি লিখে পাঠান—

'হামদ ও সালাতের পর নিবেদন এই যে, আত্মোন্নয়ন ও আত্মশুদ্ধির সবচেয়ে কার্যকর ও ফলপ্রসূ উপায় হলো, দুনিয়াবিমুখতা। তবে এই দুনিয়াবিমুখতার গুণ অর্জিত হয়, ইয়াকিন দ্বারা। ইয়াকিন অর্জিত হয় অব্যাহত চিন্তা ও শিক্ষাগ্রহণের দ্বারা। আর এই তিনটি গুণ অর্জন করার পর আপনি যখন দুনিয়া নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করবেন, তখন খুব সহজেই বুঝতে পারবেন যে, দুনিয়া আপনার ব্যস্ততার ক্ষেত্র নয়। দুনিয়ার জন্য আপনি নিজেকে বিসর্জন দিতে পারেন না। কারণ, দুনিয়া একেবারেই তুচ্ছ, স্থিতিহীন এবং ধোঁকা ও দুর্যোগপূর্ণ।'[১৭৯]

চিরকুটের কথাগুলো

[৩৬০] মিসআর ইবনু কিদাম রহিমাহুল্লাহু বলেন, এক দেশে একজন বিজ্ঞ আলিম ও ন্যায়বিচারক কাজি ছিলেন। সাধারণ মানুষ তাকে বাদশাহর চেয়েও বেশি ভালোবাসত ও সম্মান করত। কিন্তু দাম্ভিক বাদশাহ এতে ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে তাকে হত্যা করে ফেলে।

---

[১৭৮] *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন*: ৩/২১৭।
[১৭৯] *আয যুহদুল কাবির*: ৬৮, ১৫০

এরপর সভাসদদের ডেকে বলে, সে নিশ্চয় এতদিন কোনো বই-পত্র দেখে বিচার করেছে। তাই তার বিচার সব সময় সুষ্ঠু হয়েছে। তোমরা এই বিচারকের বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নাও, সে বিচার-সংক্রান্ত কোনো বই-পত্র রেখে গেছে কি-না!

বাদশাহর নির্দেশ মতে তৎক্ষণাৎ একটি তদন্ত কমিটি বিচারকের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং তার পরিবারকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তার পরিবার জানায়, 'আমাদের কাছে তিনি কোনো কাগজ-পত্র রেখে যাননি। তা ছাড়া আমরা তাকে বিচার-সংক্রান্ত কোনো বই-পত্রও পড়তে দেখিনি। তবে তার বুকপকেটে সব সময় একটুকরো কাগজ থাকত।'

পরিবারের দেওয়া তথ্য নিয়ে তদন্ত কর্মকর্তাগণ তৎক্ষণাৎ বাদশাহর কাছে ফিরে আসেন এবং মৃতের দেহ তল্লাশি করে একটুকরো কাগজ বের করেন। কাগজে চারটি উপদেশ লিখা ছিল—

এক. আমার খুব অবাক লাগে—যখন দেখি মানুষ মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও দুনিয়া নিয়ে মেতে থাকে।

দুই. যে জানে জাহান্নাম সত্য, তার মুখে কি হাসি মানায়?

তিন. যে দিব্যি চোখে মানুষের জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ ও লয়-ক্ষয় দেখে, দুনিয়ার মায়ায় জড়ানো কি তার সাজে?

চার. যে জানে, আল্লাহর তাকদির সত্য, দুনিয়ার জন্য অতিরিক্ত কষ্ট-ক্লেশ কি তার জন্য শোভা পায়?

সালাফদের চিঠি

[৩৬১] ইসা রহিমাহুল্লাহু বলেন, উমর ইবনু আবদুল আজিজ রহিমাহুল্লাহু এক ব্যক্তির উদ্দেশ্যে লিখে পাঠান—

'হামদ ও সালাতের পর সমাচার এই যে, তুমি সব সময় আল্লাহকে ভয় করবে। তোমার ধনসম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবে। আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণের কাজে নিজেকে ব্যতিব্যস্ত রাখবে। ওপারের সম্বল জোগাড়ের সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। এক কথায়, তুমি নিজেকে মৃতদের অন্তর্ভুক্ত মনে করবে। আর এটাও মনে করবে যে, তোমার জীবন এখানেই শেষ।

[৩৬২] আবুল বাখতারি রহিমাহুল্লাহু বলেন, একবার উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু মুসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দুনিয়াবিমুখ হওয়ার উপদেশ দিয়ে একটি পত্র লিখেন। সেখানে তিনি বলেন—

শোনো, আজকের আমল আগামীকালের জন্য রেখে দেবে না। আজকের আমল আজ-ই করে নেবে। আর দুনিয়ার প্রতি সব সময় বিমুখ থাকবে। দুনিয়া যেন কখনোই তোমাকে গ্রাস করতে না-পারে—সেদিকে লক্ষ রাখবে। আমি আমার ও তোমার জন্য মহান আল্লাহর কাছে দুনিয়ার মোহ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে পানাহ চাইছি।

ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের নাসিহা

[৩৬৩] হুসাইন ইবনু আবদুর রহমান রহিমাহুল্লাহু বলেন, জনৈক বিদ্বান তার ভাইকে দুনিয়ার ব্যাপারে সতর্ক করে একটি পত্র লিখেন—

'হামদ ও সালাতের পর সমাচার এই যে, দুনিয়া ঘুমের মতো; আখিরাত জাগৃতির মতো আর মৃত্যু হলো ঘুম ও জাগৃতির মাঝামাঝি অবস্থা। সুতরাং তুমি ঘুমের ঘোরে রঙিন স্বপ্নে বিভোর থেকো না। ওয়াস সালাম।'

[৩৬৪] আওযাঈ রহিমাহুল্লাহু একবার তাঁর ভাইয়ের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি পাঠান। চিঠিতে তিনি লিখেন—

'ভাই আমার, দুনিয়ায় তুমি একেবারে স্বাধীন নও। দুঃখ, দুশ্চিন্তা ও মৃত্যু তোমাকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। দিন-রাত্রির পালাবদল তোমাকে ক্রমশ মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো। মহান রবের সামনে দাঁড়ানোর মতো পাথেয় সংগ্রহ করো। দুনিয়ায় তুমি বেশি দিন থাকতে পারবে না। এই তো আর ক'টা দিন। এরপরই তোমাকে বেরিয়ে পড়তে হবে অনন্তকালের সফরে। তাই দুনিয়ার প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করো। আখিরাতকে গন্তব্য বলে স্থির করো। ওয়াসসালাম।[১৮০]

নিজেকে প্রাণহীন দেহ ভাববেন

[৩৬৫] হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু মাকহুল রহিমাহুল্লাহুকে খুব ভালোবাসতেন। একবার হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু মাকহুল রহিমাহুল্লাহুর কাছে একটি পত্র পাঠান। পত্রে লিখা ছিল—

'ভাই আমার, আল্লাহ তাআলা আমাকে এবং আপনাকে রহম করুন। মনে রাখবেন, আপনি এখন মৃত্যুর করিডোরে দাঁড়িয়ে আছেন। সেদিন খুব দূরে নয়, যেদিন আপনাকে মৃত্যুর দুয়ার পেরিয়ে কবরে প্রবেশ করতে হবে। মসজিদের মিনারে আপনার মৃত্যুর সংবাদ ঘোষিত হবে।

---

[১৮০] *সাফওয়াতুস সাফওয়াহ*: ৪/২৫৫।

নিত্য-দিনের সকাল-সন্ধ্যা আপনার জীবনে শুধু বৈচিত্র্যই আনছে না; বরং আপনাকে একটু একটু করে মৃত্যুর দিকেও ঠেলে দিচ্ছে। একটু খেয়াল করে দেখুন, গতকালও যারা আপনার চারপাশে ছিল, তাদের অনেকেই আজ নেই। মৃত্যু তাদেরকে থাকতে দেয়নি। নিয়ে গেছে বিজন কবরে। মুছে দিয়েছে তাদের নাম-নিশানা। কেড়ে নিয়েছে তাদের শক্তি ও অর্থবিত্ত।

আপনাকেও একদিন একই পরিণতি বরণ করতে হবে। মাটির কবরে ঠাঁই নিতে হবে। দুনিয়া কিন্তু ঠিকই থাকবে। আপনার প্রয়াণে তার বিশেষ কিছু আসবে যাবে না। মানুষের মৃত্যুতে পৃথিবীর কোনো ক্ষতি হলে কি আজ অবধি পৃথিবী টিকে থাকতে পারত!

আপনি এখন আছেন। আগামীকাল থাকবেন না। দুনিয়া এখন আছে। আগামীকাল আপনার মৃত্যুর পরও থাকবে। তাই দুনিয়ার মায়ায় জড়াবেন না। এক্ষেত্রে আপনি নিজেকে প্রাণ, প্রেম ও অনুভূতিহীন মনে করবেন। ভাববেন, আপনার দেহে প্রাণ নেই। আপনার হৃদয়ে কোনো অনুভূতি নেই। নিথর দেহটা কেবল পড়ে আছে ওপারের ডাকের অপেক্ষায় থাকে। আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। ওয়াসসালাম[১৮১]

[৩৬৬] হুসাইন ইবনু আবদুর রহমান রহিমাহুল্লাহু বলেন, কুরাইশ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি নিজের আত্মিক সমস্যার কথা জানিয়ে তার ভাইকে একটি পত্র লিখেন। সেখানে তিনি বলেন—

'শ্রদ্ধেয় ভাই, আমি আজ আপনাকে আমার ব্যক্তিগত ও আত্মিক কিছু সমস্যার কথা জানাব। এই সমস্যাগুলো আমি মেনে নিতেও পারছি না; আবার এথেকে উত্তরণের কোনো পথও পাচ্ছি না। আশা করছি, আপনি এব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবেন।

প্রিয় ভাই, মন সব সময় আরাম ও অবসর কামনা করে। আনন্দ-ফুর্তিতে লিপ্ত হওয়ার জন্য লালায়িত থাকে। ইবাদাত-বন্দেগিতে মোটেই আগ্রহ বোধ করে না। বরং এটাকে নিজের জন্য বড় ধরনের বোঝা মনে করে। আমি আমার মনকে অনেকভাবে বুঝিয়েছি। কিন্তু সে বুঝ মানেনি। আমি তাকে ভয়াবহ শাস্তির ভয় দেখিয়েছি। কিন্তু সে ভীত হয়ে অলসতা ও অবহেলা ঝেড়ে ফেলেনি। সর্বশেষ আমি তাকে মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী মর্মান্তিক কষ্টের কথা বলেছি। কিন্তু তাতেও কোনো কাজ হয়নি। কোনো উপায়েই আমি আত্মসংশোধন করতে পারিনি। তাই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। আপনি আমাকে নসিহত করুন। আত্মন্নোয়নে সাহায্য করুন। কারণ, ভয় হয়, এভাবে চলতে থাকলে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অস্থায় মৃত্যুর ঘাঁটি পারি দিতে হবে। ওয়াসসালাম।'

পত্র পেয়ে তার ভাই লিখে পাঠান—

---

[১৮১] তারিখে দিমাশক:২৫/২৩১।

'আমার খুব অবাক লাগে—যখন দেখি, কোনো মানুষ দুনিয়ার প্রেমে মজে যায় এবং দুনিয়ায় চিরস্থায়ী হবার অভিলাষ পোষণ করে। কারণ, সে নিজেও জানে, প্রতিটি মুহূর্ত আমাদেরকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। দিন-রাত্রির গমনাগমন আমাদের জীবনকে সংকুচিত করে ফেলছে। এমতাবস্থায় এই বৈরী দুনিয়ার সঙ্গে কীভাবে আমাদের আত্মার সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে? এমন অস্থায়ী জীবন কীভাবে আমাদের প্রিয় হতে পারে? মনে রেখো, এ জীবন দু-দিনের। তাই জীবন ও দুনিয়ার মায়ায় জড়িয়ে নিজেকে ধোঁকা দিয়ো না। ওয়াসসালাম।'



সালাফদের খুতবা ও ভাষণে দুনিয়া ও আখিরাত

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভাষণ

[৩৬৭] বদর ইবনু উসমান রহিমাহুল্লাহু বলেন, হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তার শেষ ভাষণে বলেন—

প্রিয় ভাইয়েরা আমার, আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে দুনিয়া দিয়েছেন আখিরাত অন্বেষণ করার জন্য। আখিরাতকে পেছনে ফেলে দুনিয়ার দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য নয়। একদিন এই মিছে দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। শুধু আখিরাতই বাকি থাকবে। এই দুনিয়া যেন আপনাদেরকে কিছুতেই ধোঁকায় না ফেলে। আখিরাতের ব্যাপারে যেন উদাসীন না করে। আপনারা অস্থায়ী জিনিসের ওপর স্থায়ী জিনিসকে প্রাধান্য দিন।

সম্মানিত উপস্থিতি, আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন। কেননা তাঁর ভয়ই আখিরাতের শাস্তি থেকে বাঁচার একমাত্র উপায়। মুসলিম ভাইদের সাথে মিলেমিশে থাকুন। দলছুট হবেন না। আপনারা আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ করুন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا .

'আর তোমরা সে নিয়ামতের কথা স্মরণ করো, যা আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন, ফলে এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ।' [সুরা আলে ইমরান : ১০৩]

আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর নাসিহা

[৩৬৮] হজরত আলি ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু এক ভাষণে বলেন—

আমি তোমাদেরকে তাকওয়া অবলম্বনের উপদেশ দিচ্ছি এবং বলছি, এক দিন সবাইকে দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে। দুনিয়া তোমাদের দেহ মাটি করে দেবে। আজ যে মাটির ওপর দিয়ে হাঁটছ, কাল সে মাটিই তোমাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে।

দুনিয়া সুখ-দুঃখের মিশ্রভূমি। সুখ-দুঃখ মিলেই মানুষের জীবন। দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট দেখে হা-হুতাশ করো না। পুণ্য করতে পারলে, এই দুঃখ-কষ্ট একদিন অবশ্যই শেষ হয়ে যাবে। তখন জীবনের তৃষ্ণার্ত ভূমিতে সুখের বারিধারা নেমে আসবে। অনুরূপ দুনিয়ার সুখ-শান্তিতে আত্মহারা হয়ে যেয়ো না। কারণ এই সুখও একদিন শেষ হয়ে যাবে। এই জীবনে পুণ্য করতে না পারলে, পরকাল বিষাদে ছেয়ে যাবে। আমার এই ভেবে খুব অবাক লাগে যে, বোকা মানুষগুলো দিনরাত দুনিয়ার পেছনে ছুটে বেড়ায়; আর দুনিয়া তাদেরকে ক্রমশ মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়।'[১৮২]

হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর জুমার খুতবা

[৩৬৯] আবদুর রহমান সালামি রহিমাহুল্লাহু বলেন, আমরা একবার সফরে বের হই। সেই সফরে মাদায়েনের কাছাকাছি এসে যাত্রাবিরতি করি। তখন আমার পিতা আমার হাত ধরে বলেন, চলো, আমরা জুমার সালাত আদায় করে আসি। আমি আমার পিতার সাথে সালাত আদায় করতে পার্শ্ববর্তী একটি মসজিদে যাই। মসজিদে গিয়ে দেখি, হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু জুমার খুতবা দিচ্ছেন। খুতবায় তিনি বলছেন—

[১৮২] *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন* : ৩/২২৮। সনদ : যয়িফ।

'সাবধান! কিয়ামত অতি সন্নিকটে। অচিরেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন আপনাদের আমলের হিসাব গ্রহণ করা হবে। অতএব, দুনিয়ার সম্পদ জমিয়ে কোনো লাভ নেই।

পরবর্তী জুমায় লক্ষ করি, মুসল্লিরা সকাল সকাল মসজিদে গমন করছেন। তাদের ব্যস্তসমস্ত অবস্থা দেখে আমি আব্বাজানকে জিজ্ঞেস করি, 'লোকেরা কি এখনই মসজিদে যাচ্ছে? তিনি বলেন, হ্যাঁ। এরপর তাদের পিছু পিছু আমরাও মসজিদে যাই। তিনি সেদিনও পূর্বের বিষয় নিয়ে চমৎকার আলোচনা করেন।[১৮৩]

শেষ বেলার কথাগুলি

[৩৭০] আবদুল্লাহ আল ফাদল রহিমাহুল্লাহু বলেন, হজরত উমর ইবনু আবদুল আজিজ রহিমাহুল্লাহু তাঁর জীবনের শেষ ভাষণে বলেন—

'হামদ ও সালাতের পর। প্রিয় ভাইয়েরা আমার, আপনাদের হাতে এখন যে-সম্পদ আছে, তা মূলত আপনাদের পূর্ববর্তীদের রেখে যাওয়া সম্পদ। আপনারও একদিন তাদের মতো আপনাদের হাতে থাকা এই সম্পদ রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নেবেন। আপনারই তো আপনাদের স্বজনদের শেষ গোসল দিয়ে জীবনের জন্য বিদায় দিয়েছেন। কবরের সাড়ে তিন হাত মাটি খনন করে সেখানে দাফন করে রেখে এসেছেন। সেখানে না আছে বিছানা, না আছে সাথি, না আছে বাতি। দুনিয়ায় তাদের অনেক সম্পদ ছিল। কিছুই তো তাদের জন্য কবরে রেখে আসেননি। নিজেরা গিয়ে তাদেরকে সঙ্গ দেননি। তারা সেখানে একা পড়ে আছে। পরিবারপরিজন, বন্ধুবান্ধব সবাই তাদেরকে ফেলে চলে এসেছে। এখন কবরই তাদের শেষ ঠিকানা। মাটিই তাদের পরম বন্ধু।

আপনারা তো বরং তাদেরকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে এসেছেন। আপনার চলে আসার পরেই ফেরেশতারা তাদেরকে প্রশ্নবানে জর্জরিত করেছে। তাদের হিসাব-নিকাশ নেওয়া শুরু করেছে। হিসাব দিতে গিয়ে তারা দেখেছে, দুনিয়ায় যে যেটুকু নেক আমল করেছে, সেটুকুই তাদের কাজে এসেছে। আর দুনিয়ায় যা কিছু সঞ্চয় করে গেছে, তার কিছুই তাদের কাজে আসেনি।

মহান রবের শপথ, এ কথাগুলোর প্রথম সম্বোধন পাত্র আমি নিজে। এরপর আপনারা। কারণ একথাগুলোর সবচেয়ে বড় হকদার আমি।'

---

[১৮৩] হিলইয়াতুল আওলিয়া: ১/২৮১।

বর্ণনাকারী বলেন, তিনি একথাগুলো বলার সময় অঝোরে কাঁদছিলেন। বাঁধভাঙা অশ্রু গাল ও দাড়ি বেড়ে গড়িয়ে পড়ছিল। তিনি রুমাল দিয়ে কিছুক্ষণ অশ্রু মোছার চেষ্টা করেন। এরপর মিম্বর থেকে নেমে বাড়ির পথে হাঁটতে শুরু করেন।[১৮৪]

হৃদয়ছোঁয়া খুতবা

[৩৭১] মুসলিম আল আজালি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার হৃদয়ছোঁয়া একটি খুতবা দেন। খুতবায় তিনি বলেন—হামদ, সালাত ও শোকরের পর সমাচার এই যে, তোমরা মনে রেখো, প্রতিটি প্রাণীই একদিন মৃত্যুবরণ করবে। তোমাদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটবে না। মৃত্যুর পর তোমাদেরকে আবার জীবিত করা হবে। সেদিন তোমাদের সামনে তোমাদের আমলনামা পেশ করা হবে এবং সে অনুযায়ী তোমাদের শাস্তি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হবে।

সাবধান, দুনিয়া যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে। দুনিয়ার রূপ-লাবণ্য ও চাকচিক্য যেন তোমাদেরকে গ্রাস করতে না পারে। কারণ, দুনিয়া দেখতে যেমনই হোক, বাস্তবে সে একটি পরীক্ষাগার। এখানে মানুষের ইমান ও কুফর পরীক্ষা করা হয়। তাদের ভালোমন্দ যাচাই করা হয়। তা ছাড়া, দুনিয়ার ধ্বংস অনিবার্য, প্রতারণা সুবিদিত, স্থায়িত্ব ঠুনকো এবং চরিত্র ঢোলের মতো—আজ এর তালে বাজে তো; কাল ওর তালে। এভাবে সেসব শ্রেণি ও পেশার মানুষকে ধোঁকা দেয়। ফলে খুব কম মানুষই তার অনিষ্ট থেকে বাঁচতে পারে। কিছু লোক তো সব সময় দুনিয়ার আমোদ-ফুর্তিতে মেতে থাকে। এরাই সবচেয়ে বেশি বিপদের শিকার হয়। দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে নিমজ্জিত থাকা খুবই খারাপ কাজ। সুখ-দুঃখ দুনিয়ার এপিঠ-ওপিঠ। দুনিয়া দুনিয়াদারদের জন্য সব সময় তির উঁচু করে রাখে। তার আকস্মিক নিক্ষেপিত তির ভক্তদের মৃত্যু ডেকে আনে। প্রতিটি মানুষই নির্ধারিত সময়ে মৃত্যুবরণ করবে। কেউই এখানে জনম জনম ধরে থাকতে পারবে না।

প্রিয় বন্ধুগণ, এখন তোমরা যে-পৃথিবীতে বসবাস করছ, তোমাদের পূর্বে এখানে এমন জাতি বসবাস করত, যারা শক্তি, অর্থ ও জনবলে তোমাদের চেয়ে অনেক প্রবল ও সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু দুনিয়া তাদেরকে গ্রাস করে নিয়েছে। তাদের এখন দৃশ্যমান কোনো অস্তিত্ব নেই। এমনকি তাদের অনেকের নামও আজ ইতিহাসের স্মরণ নেই। তারা জীবনের পথ অতিক্রম করে এখন কবরে গিয়ে ঠাঁই নিয়েছে। তাদের কবর তাদের স্বজনদের থেকে বেশি দূরে না। খুব কাছেই। দেয়ালের এপাশ-ওপাশ মাত্র। এরপরও তাদের মাঝে কথাবার্তা নেই। যোগাযোগ বা সাক্ষাতের কোনো উপায় নেই। মৃত্যুর

[১৮৪] হিলইয়াতুল আওলিয়া:৫/২৬৬।

ফেরেশতা সেই সুযোগ কেড়ে নিয়েছে। কবের স্যাঁতস্যাঁতে মাটি ও পোকামাকড় তাদের দেহ খেয়ে ফেলেছে। হাড্ডিগুলো গলে শেষ হয়ে গেছে। দুনিয়ার সাথে সুগভীর সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও তারা আর কোনোদিন দুনিয়ার বুকে ফিরতে পারবে না। তাদের জীবনের অন্তিম সমাপ্তি ঘটেছে।

মনে রেখো, তোমাদের পূর্ববর্তীদের যে অবস্থা হয়েছিল, তোমোদেরও ঠিক সে অবস্থাই হবে। তোমাদের জীবনেরও ঊষা গড়িয়ে সাঁঝ নেমে আসবে। রুহ নামক সূর্য ডুব দেবে পড়ন্ত বিকেলে। তোমাকে একাই পাড়ি দিতে হবে রহস্য ঘেরা মৃত্যুর সমুদ্র। একাকী থাকতে হবে নির্জন কবরে। কেউ থাকবে না তোমার সাথে। দেহ পচে-গলে মাটির সাথে মিশে যাবে। এটাই হবে তোমার শেষ ঠিকানা। এক সময় কবরে থাকার দিনও ফুরিয়ে যাবে। ফের কবর থেকে উঠতে হবে। মনের গহীনে লুকিয়ে থাকা কথাগুলো প্রকাশ পেয়ে যাবে। আল্লাহর সামনে নতশিরে উপস্থিত হতে হবে। ভালো কাজের পুরস্কার ও মন্দকাজের শাস্তি নির্ধারণ হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا.

> ‘আমলনামা সামনে রাখা হবে। আমলনামায় যা আছে; তার কারণে আপনি তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবেন। তারা বলবে, হায় আফসোস! এ কেমন আমলনামা। ছোট-বড় কোনো কিছুই তো বাদ দেয়নি—সবই এতে রয়েছে। তারা তাদের কৃতকর্ম সামনে উপস্থিত পাবে। আপনার পালনকর্তা কারও প্রতি (বিন্দু মাত্রও) জুলুম করবেন না।[সুরা কাহাফ : ৪৯]

আল্লাহর ভয়ে বুক দুরুদুরু করে কাঁপবে। অবশেষে হয়তো জান্নাতে; নয়তো জাহান্নামে যেতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে জান্নাতি বানিয়ে দিক। আমিন।’[১৮৫]

বিদায়ের প্রস্তুতি নাও

[৫২] ইয়াহইয়া ইবনু কাছির রহিমাহুল্লাহু বলেন, হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু একদিন খুতবায় বলেন—

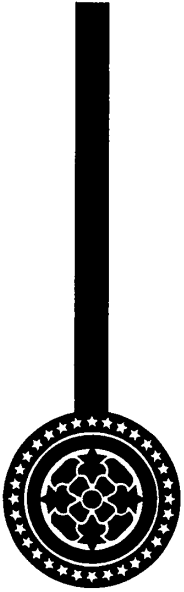
---

[১৮৫] *উলুমুদ্দিন* : ৩/২২৭।

সুন্দর ও সুদর্শন ব্যক্তিরা আজ কোথায়—যারা নিজেদের সৌন্দর্য ও যৌবন নিয়ে গর্ব ও অহংকার করে বেড়াত! কোথায় আজ সেই প্রতাপশালী বাদশারা—যারা বিশাল বিশাল শহর ও সাম্রাজ্য গড়ে তুলত; চার পাশে পাঁচিল তুলে শহরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করত!

কোথায় আজ ওই বীর সেনানীরা—যাদের গর্জনে যুদ্ধের ময়দান কেঁপে উঠত। যাদের পদভারে রণাঙ্গন প্রকম্পিত হতো! কালের গর্ভে তারা সবাই বিলীন হয়ে গেছে। সময়ের অগ্নিঝড়ে তারা সবাই ঝরে পড়েছে। কেউ-ই আজ বেঁচে নেই। পাড়ি জমিয়েছে না-ফেরার দেশে। দুনিয়ার সম্পদ, ক্ষমতা, রাজত্ব ও আভিজাত্য ছেড়ে তাদের আশ্রয় হয়েছে গহীন অন্ধকার কবরে। তাই তুমিও দ্রুত গুছিয়ে নাও তোমার সফরের সামানা। প্রস্তুতি নাও বিদায়ের। আর দেরি করো না।'[১৮৬]

[১৮৬] *হিলিয়াতুল আওলিয়া*: ১/৩৪।



মানুষের প্রতি সকাল-সন্ধ্যার আহ্বান

সকালে মানুষের প্রতি ফেরেশতাদের আহ্বান

[৩৭২] আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلَّا وَبِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ إِنَّهُمَا لَيُسْمِعَانِ مَنْ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ، إِنَّ مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى، وَمَا غَرَبَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلَّا وَبِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ: إِنَّهُمَا لَيُسْمِعَانِ مَنْ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ: اللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِمُنْفِقٍ خَلَفًا، وَعَجِّلْ لِمُمْسِكٍ تَلَفًا.

'প্রতিদিন সূর্য উদিত হওয়ার সময় দুইজন ফেরেশতা সূর্যের দুই পাশে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করে—

'হে লোক সকল, প্রভুর পানে ধাপিত হও। আর শোনো, যে-জিনিস পরিমাণে কম কিন্তু মানে বেশি, তা ওই জিনিসের চেয়ে উত্তম যা পরিমাণে

বেশি কিন্তু পরিণামে উদাসীনতা সৃষ্টি করে। তবে তাদের এই আহ্বান মানব ও জিনজাতি শুনতে পায় না।

অনুরূপ প্রতিদিন সূর্যাস্তের সময় দুইজন ফেরেশতা সূর্যের দুই পাশে দাঁড়িয়ে মহান রবকে ডেকে বলে—

'হে আল্লাহ, যারা ধনসম্পদ সৎ কাজে ব্যয় করছে, তাদেরকে দ্রুত প্রতিদান দিন। আর যারা সম্পদ ব্যয়ে কৃপণতা করছে, দ্রুত তাদের মাল বিনষ্ট করুন। তবে তাদের এই আহ্বান মানব ও জিনজাতি শুনতে পায় না।'[১৮৭]

ভোরের ডাক

[৩৭৩] যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَا مِنْ صَبَاحٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ إِلَّا صَارِخٌ يَصْرُخُ: أَيُّهَا الْخَلَائِقُ سَبِّحُوا الْقُدُّوسَ.

প্রতিদিন ভোরে একজন ফেরেশতা সৃষ্টিকুলকে ডেকে বলেন—

'তোমরা মহান আল্লাহর বড়ত্ব ও পবিত্রতা বর্ণনা করো।'[১৮৮]

প্রতিদিনই আল্লাহ মানুষকে সদকা করেন

[৩৭৪] আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَا مِنْ يَوْمٍ وَلَا لَيْلَةٍ وَلَا سَاعَةٍ إِلَّا وَلِلَّهِ تَعَالَى فِيهِ صَدَقَةٌ يَمُنُّ بِهَا عَمَّنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَمَا مَنَّ اللهُ عَلَى عَبْدِهِ مِثْلَ أَنْ يُلْهِمَهُ ذِكْرَهُ.

'মহান আল্লাহ রাত-দিনের প্রতিটি মুহূর্তে তার প্রিয় বান্দাদের সদকা করেন। আর বান্দার প্রতি আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সদকা হলো, হৃদয়ে আল্লাহর জিকিরের অনুভূতি সৃষ্টি।'[১৮৯]

---

[১৮৭] *মুসনাদু আহমাদ*: ৫/১৯৭। সনদ সহিহ।
[১৮৮] *মুসনাদু আবু ইয়ালা*: ২/৫২।

প্রতিটি দিন মানুষকে ডেকে ডেকে সতর্ক করে

[৩৭৫] আবদুর রহমান ইবনু যুবাইদ রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'প্রতিটি দিন অস্ফুট আওয়াজে ডেকে বলে, হে আদম সন্তান, তোমাদের জীবনে আজ আমি নতুন দিন। আমি তোমাদের আজকের ভালো ও মন্দের সাক্ষী হয়ে থাকব। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো। আমাকে ভালো কাজে ব্যবহার করো। আর মনে রেখো, আমি চিরকাল তোমার সঙ্গে থাকব না। সন্ধ্যাবেলায় এই দিন মহান রবের কাছে ফরিয়াদ করে জানায়, হে আল্লাহ আপনি আমাকে আর কখনো পৃথিবীতে পাঠাবেন না।'

রাত্রিগুলো যা বলে যায়

[৩৭৬] মুসা আল জুহানি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'প্রতিটি রাত মানুষকে ডেকে বলে, 'হে আদম সন্তান, তুমি আজকের রাতটিতে সর্বোচ্চ নেক আমল করবে। কারণ, আমি আর কোনো দিন তোমার জীবনে ফিরে আসব না।'

দিন বলে যায় 'জীবনের এখানে বিদায়'

[৩৭৮] শাহর ইবনু হাওশাব রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'দিন শেষে যখন সূর্য অস্তাচলে ডুব দেওয়ার প্রস্তুতি নেয় এবং আকাশের লালিমা ক্রমশ বিলীন হয়ে যায়, তখন মানুষকে ডেকে বলে, 'আজ আমি তোমাদের জীবনে নতুন ছিলাম। আমার চলে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। আমি চলে যাচ্ছি। রাত শেষে আবার অন্য আরেকটি দিন আসবে। আমাকে আর কোনোদিন তোমরা পাবে না। কেউ আজ নেক আমল করেছে; আবার কেউ বদ আমল করেছে। আমি বিদায় নেওয়ার আগে এখন আর কেউ কোনো নেক আমল করতে পারবে না। এমনকি বদ আমলের ওজরও পেশ করতে পারবে না। একথা বলে বলে দুনিয়া চলে যায়। যেতে যেতে বলে—

'সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। যিনি আমাকে বন্ধ্যা বানাননি।'

বদর রহিমাহুল্লাহু বলেন, রাতও দিনের মতো একই রকম অভিব্যক্তি পেশ করতে করতে বিদায় নেয়।

---

[১৮৯] *আত তারগিব*: ২/৪০০। সনদ যয়িফ।

বিদায় বেলায় দিনও শুকরিয়া আদায় করে

[৩৭৯] মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহু বলেন—

পড়ন্ত বিকেলে যখন দিন বিদায়ের প্রস্তুতি নেয়, তখন মানুষকে শেষ বারের মতো ডেকে বলে—

'হে আদম সন্তান, আমি আজ প্রত্যুষে তোমাদের কাছে এসেছিলাম। এখন চলে যাচ্ছি। আমার বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমি আর কখনো তোমার কাছে আসব না। বিদায়বেলা তোমাকে বলে যাই, শোনো! আজ তুমি কী আমল করেছ, সে ব্যাপারে একটু ভেবে দেখো।' একথা বলে দিন চলে যায়। যেতে যেতে বলে—

'আলহামদুলিল্লাহ! মহান আল্লাহ আমাকে দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।'[১৯০]

দিন-রাত্রির অনুরোধটুকু

[৩৮০] বাকর ইবনু আবদুল্লাহ আল মুযানি রহিমাহুল্লাহু বলেন, প্রতিটি দিন প্রত্যুষে ঘোষণা করে—

'হে আদম সন্তান, আমাকে গনিমত হিসেবে গ্রহণ করো। আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহের সুবর্ণ সুযোগ মনে করো। হতে পারে, আমি চলে যাওয়ার পর তোমার জীবনে আর কোনো ভোরের উদয় হবে না। এতটকু সময়ের মাঝেই হয়তো তুমি দুনিয়া ছেড়ে পরপারে পাড়ি জমাবে।

দিনের মতো রাতও সাঁঝের বেলায় এসে একই ঘোষণা করে। বলে, আমাকে গনিমত হিসেবে গ্রহণ করো। আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহের সুবর্ণ সুযোগ মনে করো। হতে পারে, আমি চলে যাওয়ার পর তোমার জীবনে আর কোনো রাত আসবে না। এতটকু সময়ের মাঝেই হয়তো তুমি দুনিয়া ছেড়ে পরপারে পাড়ি জমাবে।'

দিন-রাত তোমাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে

[৩৮১] আমের রহিমাহুল্লাহু বলেন, জনৈক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন, 'রাত-দিন তোমার বাহন বিশেষ। এই বাহন তোমাকে ক্রমশ মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কয়েক দিনের সকাল-সন্ধ্যা পার করে তারা তোমাকে এক সময় মৃত্যুর ঘাঁটিতে পৌঁছে দেবে।'

---

[১৯০] *রাবিউল আবরার*: ১/৫৯।

দিনের প্রকার

[৩৮২] আবু আবদুল্লাহ আদ দিমাশকি রহিমাহুল্লাহু বলেন, হজরত ইসা আলাইহিস সালাম বলতেন—

'দিন তিন ধরনের। এক. অতীত। দুই. বর্তমান। তিন. ভবিষ্যৎ। অতীত মানুষের জন্য শিক্ষা রেখে যায়। বর্তমান মানুষ যাপন করে। আর ভবিষ্যতের ব্যাপারে অনিশ্চয়তায় থাকে।'

[৩৮৩] খলিল ইবনু আহমাদ রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'দিন তিন প্রকার। এক. অতীত—যা আর কখনো ফিরে আসবে না। দুই. বর্তমান—যা তুমি যাপন করছ এবং আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহের সর্বশেষ সময়। তিন. ভবিষ্যৎ—যা তোমার জীবনে আসতে পারে; আবার নাও আসতে পারে। সুতরাং ভবিষ্যতের হাতে কোনো কাজ সঁপে দিয়ো না।

[৩৮৪] মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়ালিদ রহিমাহুল্লাহু বলেন, লোকেরা একবার হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহুকে বলে, আপনি আমাদের সামনে দুনিয়ার রহস্য ও তাৎপর্য তুলে ধরুন। তখন তিনি বলেন—

'অতীত কখনো ফিরে আসবে না। বর্তমান তোমার আমলের মোক্ষম সময়। ভবিষ্যৎ তোমার আশা-নিরাশার দোলাচল। পেতে পারো; আবার হারাতেও পারো।'

আগামী দিনের অপেক্ষায় থেকো না

[৩৮৫] উবাইদুল্লাহ ইবনু শুমাইল ইবনু আজলান রহিমাহুল্লাহু বলেন, তাঁর পিতা বলতেন—

'দুনিয়ার জীবন তিন দিনের সমষ্টি মাত্র। **এক.** অতীত—যা তুমি অতিক্রম করে এসেছ। **দুই.** বর্তমান—যা তুমি যাপন করছ। **তিন.** ভবিষ্যৎ—যা এখনো অনাগত। এই অনাগত দিন তোমরা জীবনে আলো ছড়ানোর পূর্বেই তুমি কবরের অন্ধকারে হারিয়ে যেতে পারো। তাই আগামীকালের জন্য কোনো কাজ রেখে দিয়ো না।

[৩৮৬] আবদুল্লাহ ইবনু সা'লাবা রহিমাহুল্লাহু বলেন—

অতীত নিন্দিত। বর্তমান অমীমাংসিত। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

[৩৮৭] আবুদল্লাহ ইবনু মারওয়ান ইবনু হাকাম রহিমাহুল্লাহু বলেন—

‘প্রতিটি দিনের মাঝেই আগামী দিনের ঝলক থাকে। কাজেই আজকের দিনটি যদি ভালো যায়, তাহলে আশা করা যায়, আগামী দিনটিও ভালো যাবে। আর আজকের দিনটি খারাপ গেলে, আশঙ্কা হয়, আগামী দিনটিও খারাপ যাবে।

[৩৮৮] আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু হাসান রহিমাহুল্লাহু একবার আমাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কবিতা শুনিয়েছেন। কবিতাটির ভাবার্থ হচ্ছে—

গতকাল ইনসাফগার সাক্ষীরূপে গত হয়েছে। আজ তোমার জীবনে নতুন দিন এসেছে। গতকাল পাপ কাজ করে থাকলে, আজ ভালো কাজের মাধ্যমে তার প্রায়শ্চিত্ত করো। তবেই তুমি প্রশংসার যোগ্য হবে। মনে রাখবে, আজকের দিনটিতে ভালো কাজ করলে তুমি পুরস্কৃত হবে। আজকের দিনটি যদি অবহেলায় চলে যায়, তবে আর ফিরে আসবে না। আবার আগামীকাল তুমি বেঁচে থাকবে কিনা, তাও বলা যায় না। সুতরাং কোনো ভালো কাজই আগামীকালের জন্য তুলে রেখো না।

[৩৮৯] উবাইদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ রহিমাহুল্লাহু বলেন, রাবী’আ গোত্রের এক শাইখ বলেছেন, জনৈক বিদ্বান বলেন—

‘অতীত তোমার বিরুদ্ধে শক্তিশালী সাক্ষী। তোমাকে চূড়ান্তরূপে ধ্বংস করার জন্য এই একটি মাত্র সাক্ষীই যথেষ্ট। বর্তমান তোমার জীবনের নতুন মেহমান। প্রত্যুষে এসেছে। সাঁঝে চলে যাবে। আর আগামী তোমার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হাতছানি। কাজেই সময়ের সদ্ব্যবহার করবে। অতীতকে তোমার পক্ষের সাক্ষী বানানোর চেষ্টা করবে। বর্তমানকে সেভাবেই যাপন করবে। আর ভবিষ্যতের জন্য কোনো কিছু তুলে রাখবে না।

রাত-দিন দুটি আলমারির মতো

[৩৯০] মালেক ইবনু দিনার রহিমাহুল্লাহু বলেন, ইসা আলাইহিস সালাম বলেছেন—

‘রাত-দিন মূলত দুটি আলমারির মতো। তোমার দৈনন্দিন আমলগুলো এই আলমারিতে সংরক্ষিত থাকে। সুতরাং তুমি ভেবে দেখো এই আলমারিতে কী সংরক্ষণ করছ? রাতকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, রাতে সেই কাজই করো। দিনকে যে কাজের সৃষ্টি করা হয়েছে, দিনে সেই কাজই করো।’[১৯১]

দিন মানুষের আমলের সাক্ষী হয়ে থাকে

[৩৯১] হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

---

[১৯১] *তারিখে দিমাশক*: ২০/১২০।

প্রতিটি দিন মানুষকে এই বলে সতর্ক করে যে, হে আদম সন্তান! আমি আজ তোমার মেহমান। আমি তোমার জীবনে থাকা অবস্থায় তুমি যত কাজ করবে, আমি তার সাক্ষী হয়ে থাকব। আজকের সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমি তোমার জীবনে আলো ছড়াব। এরপর বিদায় নেব। কিয়ামত অবধি আর ফিরে আসব না।'

দিন-রাতের বার্তা

[৩৯২] আবি শাইবা আল মাহদি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'দিন-রাতের পরিবর্তন মানুষের কর্ম ও জীবন পরিবর্তনের বার্তা দেয়। সুতরাং এখনই নিজেকে গুছিয়ে নিতে হবে। আখিরাতকে সাজিয়ে তুলতে হবে।'

একদিন তুমি শেষ হয়ে যাবে

[৩৯৩] আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

'হে আদম সন্তান, যে মাটিতে এখন তোমার দিবস-কাল কাটছে, সে মাটিতেই একদিন তোমার কবর রচিত হবে। যে-মাটির ওপর দিয়ে আজ হাঁটছ, সে মাটিই একদিন তোমার ওপরে থাকবে। দুনিয়াটা এমনই। এখানে চিরকাল থাকার সুযোগ নেই। দুনিয়া নিজেও চিরকাল থাকতে পারবে না।

তুমি অস্থায়ী দুনিয়ায় কয়েক দিনের মেহমান মাত্র। কাজেই একটি দিন অতীত হয়ে গেলে মনে করবে, তোমার জীবনের একটি অংশ খসে পড়েছে। তুমি পৃথিবীতে আসার পর থেকেই দুনিয়া তোমাকে তিলে তিলে শেষ করে দিচ্ছে। একদিন তুমি একেবারেই শেষ হয়ে যাবে। তাই শেষ হওয়ার আগে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে নাও।'[১৯২]

একদিন মৃত্যু এসে দরোজায় কড়াঘাত করবে

[৩৯৪] আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

মানুষের নির্বুদ্ধিতার সবচেয়ে বড় একটি দিক এই যে, মানুষ ধনসম্পদ অর্জন করতে পারলে খুশি হয়। এর পেছনে ব্যয়িত সময় নিয়ে ভাবিত হয় না। অথচ সম্পদের নাম জীবন নয়; টুকরো টুকরো সময়ের সমষ্টির নামই জীবন। জীবনের বৃক্ষ থেকে সময়ের পাতা ঝরতে ঝরতে একসময় বৃক্ষটি খালি হয়ে যায়। অমনি মৃত্যু এসে তার দরোজায় কড়াঘাত করে। তখন সম্পদ ও সন্তানসন্ততি কোনো কাজে আসে না।'

---

[১৯২] *যুহুদ, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহু*: ২০৪।

দিন তোমার মেহমান

[৩৯৫] হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'হে আদম, প্রতিটি 'দিন' তোমার ঘরে আগত মেহমান। বিদায়বেলায় এই মেহমান তোমার প্রশংসা করবে; কিংবা নিন্দা করবে। তাই এই বিশেষ মেহমানের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখো।'

দিন-রাত মানুষকে ধাক্কাতে থাকে

[৩৯৬] হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

রাত-দিন মূলত তোমার চালনাধীন দুটি বাহনের মতো। রাত তোমাকে নিয়ে যায় দিনের কাছে; আর দিন নিয়ে যায় রাতের কাছে। এভাবেই তারা তোমাকে আখিরাতে পৌঁছে দেবে। অতএব ভেবে দেখো, তুমি কতটা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছ!'[১৯৩]

দিন দুনিয়ায় ফিরতে চায় না

[৩৯৭] মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'সাঁঝের বেলা যখন দিনের বিদায়ের সময় হয়, তখন সে বলে—

'সকল প্রশংসা আল্লাহর—যিনি আমাকে দুনিয়া ও দুনিয়াদারদের থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তবে তিনি যেন আমাকে আর কখনো এই দুনিয়ায় না পাঠান।'[১৯৪]

---

[১৯৩] *যুহুদ, ইমাম বাইহাকি রহিমাহুল্লাহু*: ২০৪।
[১৯৪] *রবিউল আবরার*: ১/৬০।



সালাফদের দোয়ায় দুনিয়া ও আখিরাত

নবিজির দোয়া

[৩৯৮] হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায় সময় এই দোয়াটি করতেন—

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ دُنْيَا تَمْنَعُ خَيْرَ الْآخِرَةِ .

'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে এমন দুনিয়া থেকে আশ্রয় কামনা করছি, যা আখিরাতের কল্যাণ অর্জনে অন্তরায় হয়।'[১৯৫]

সালাফদের দোয়া

[৩৯৯] হুসাইন ইবনু আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, আবিল হাজ্জাজ রহিমাহুল্লাহু তার দোয়ায় বলতেন—

---

[১৯৫] *আল ইতহাফ :* ১০/২৪০। হাদিস মুরসাল। সনদ দুর্বল।

اللّٰهُمَّ لَا تَرْزُقْنَا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا .

'হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থবিত্ত দান করবেন না।'

[৪০০] সুফিয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহু অনেক সময় এই বলে দোয়া করতেন—

اللّٰهُمَّ زَهِّدْنَا فِي الدُّنْيَا، وَوَسِّعْ عَلَيْنَا مِنْهَا، وَلَا تَزْوِ بِهَا عَنَّا وَتُرَغِّبْنَا فِيهَا .

'হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ করুন। এরপর প্রাচুর্য দান করুন। আপনি আমাদেরকে প্রাচুর্য থেকে বঞ্চিত করে দুনিয়ার প্রতি আগ্রহী করে তুলবেন না।'

[৪০১] মুহাম্মদ ইবনু উমর আল কিলাবি রহিমাহুল্লাহু বলেন, আমি কতিপয় আলিমকে এই দোয়াটি করতে শুনেছি—

أَيَا مُمْسِكَ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، أَمْسِكْ عَنِّي الدُّنْيَا .

'হে আল্লাহ, আপনি আসমানকে যেভাবে আমাদের থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন, দুনিয়াকেও ঠিক সেভাবে দূরে সরিয়ে রাখুন। আসমান ভেঙে যেন মৃত্যুর কারণ না-হয় এবং দুনিয়ার প্রাচুর্য যেন আখিরাত নষ্টের কারণ না-হয়।'

[৪০২] আবু খালিদ আস-সুরি রহিমাহুল্লাহু দুনিয়ার ব্যাপারে দোয়া করে বলতেন—

اللّٰهُمَّ أَخْرِجْنِي مِنْ جِوَارِ إِبْلِيسَ إِلَى جِوَارِكَ .

'হে আল্লাহ, আপনি আমাকে ইবলিসের প্রতিবেশীর[১৯৬] হাত থেকে রক্ষা করে আপনার কাছে নিয়ে যান।'

[৪০৩] সুলাইমান আত তাইমি রহিমাহুল্লাহু দুনিয়ার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে এভাবে দোয়া করতেন—

اللّٰهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي لَا أُرِيدُ مِنَ الدُّنْيَا شَيْئًا، فَلَا تَرْزُقْنِي مِنْهَا شَيْئًا .

'হে আল্লাহ, আপনি তো জানেন, আমি দুনিয়ার কোনো কিছু চাই না। তাই আপনি আমাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত রিজিক দেবেন না।'

[১৯৬] এখানে ইবলিসের প্রতিবেশী দ্বারা দুনিয়া উদ্দেশ্য।

আলি ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর দোয়া

[৪০৫] হুসাইন ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এই দোয়া করতেন—

اللّٰهُمَّ ارْزُقْنِي الرَّغْبَةَ فِي الْآخِرَةِ حَتَّى أَعْرِفَ صِدْقَ ذَلِكَ فِي قَلْبِي بِالزَّهَادَةِ مِنِّي فِي دُنْيَايَ.

اللّٰهُمَّ ارْزُقْنِي بَصَرًا فِي أَمْرِ الْآخِرَةِ حَتَّى أَطْلُبَ الْحَسَنَاتِ شَوْقًا، وَأَفِرَّ مِنَ السَّيِّئَاتِ خَوْفًا

'হে আমার রব, আপনি আমাকে আখিরাতের এতটা ভালোবাসা দান করুন—যেন হৃদয়ে তার শীতলতা অনুভব করি। দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ হয়ে থাকতে পারি।

হে আমার রব, আপনি আমাকে আখিরাতের ব্যাপারে এতটা অন্তর্দৃষ্টি দান করুন—যেন আগ্রহের সাথে নেক আমল করতে পারি এবং ভয়ের সাথে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারি।'

সালাফরা রোজ সকালে দুনিয়া থেকে পানাহ চাইতেন

[৪০৬] আহমাদ ইবনু আবিল হাওয়ারি রহিমাহুল্লাহু বলেন, একবার আবু আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু আমাকে বলেন, 'হে আহমাদ, তুমি কি জানো, আমি কী প্রত্যয় নিয়ে দিন শুরু করি? আমি প্রতিদিন এই প্রত্যয় নিয়ে দিন শুরু করি—

'হে আল্লাহ, দুনিয়া আমার কাছে নিতান্তই তুচ্ছ। পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ যদি আমাকে দিয়ে দেওয়া হয়, তবুও আমি তা গ্রহণ করব না।'

[৪০৭] ইবরাহিম আত তাইমি রহিমাহুল্লাহু বলেন, দুনিয়াটা স্বভাবতই ব্যস্ততার ক্ষেত্র। তাই তিনি দোয়ার মধ্যে বলতেন—

اللّٰهُمَّ لَا تَشْغَلْنِي بِهَا، وَلَا تُعْطِنِي مِنْهَا شَيْئًا.

'হে আল্লাহ, আপনি আমাকে দুনিয়ার পেছনে ব্যতিব্যস্ত রাখবেন না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদও দান করবেন না।'

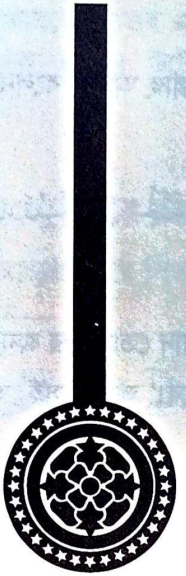
সালাফদের শেখানো দোয়া

[৪০৮] মু'তামির ইবনু সুলাইমান রহিমাহুল্লাহু বলেন, হজরত লোকমান আলাইহিস সালাম একদিন তাঁর পুত্রকে ডেকে বলেন—প্রিয় বৎস, তুমি সব সময় এই দোয়াটি পড়বে—

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي

'হে আল্লাহ আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।'





সালাফদের চোখে দুনিয়া ও আখিরাতের গুণগত পার্থক্য

দুনিয়া মুমিনের কারাগার কাফিরের জান্নাত

[৪০৯] আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন—

الدُّنْيَا جُنَّةُ الْكَافِرِ، وَسِجْنُ الْمُؤْمِنِ .

'দুনিয়াটা হলো কাফিরের জন্য জান্নাত আর মুমিনের জন্য কারাগার।'[১৯৭]

দুনিয়া অর্জিত হয় ত্যাগে; আখিরাত অর্জিত হয় চেষ্টায়

[৪১০] সালত ইবনু হাকিম রহিমাহুল্লাহু বলেন—

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে দুনিয়ার প্রতি এই নির্দেশ এসেছে যে—'হে দুনিয়া, যে-ব্যক্তি তোমাকে পরিহার করে চলবে, তুমি তার গোলাম হয়ে যাবে। আর যে-ব্যক্তি আখিরাতের ওপর তোমাকে প্রাধান্য দেবে, তুমি তাকে তোমার গোলাম বানিয়ে ফেলবে।'

---

[১৯৭] *কাশফুল খাফা*: ১/৪৯৪।

ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য

[৪১১] আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

أَبْشِرُوا يَا مَعْشَرَ الصَّعَالِيكِ، تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِنِصْفِ يَوْمٍ، وَذَلِكَ خَمْسُ مِائَةِ عَامٍ .

'ওহে নিঃস্বদের দল, সু-সংবাদ তোমাদের জন্য। তোমরা ধনীদের অর্ধদিবস পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর সেই অর্ধদিবসটি হলো—পাঁচশত বছরের সমান।'[১৯৮]

[৪১২] আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِلْتَقَى مُؤْمِنَانِ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، مُؤْمِنٌ غَنِيٌّ، وَمُؤْمِنٌ فَقِيرٌ، كَانَا فِي الدُّنْيَا، فَأُدْخِلَ الْفَقِيرُ الْجَنَّةَ، وَحُبِسَ الْغَنِيُّ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يُحْبَسَ، ثُمَّ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، فَلَقِيَهُ الْفَقِيرُ، فَيَقُولُ: أَيْ أَخِي، مَاذَا حَبَسَكَ؟ وَاللهِ لَقَدِ احْتُبِسْتَ حَتَّى خِفْتُ عَلَيْكَ. فَيَقُولُ: أَيْ أَخِي، إِنِّي حُبِسْتُ بَعْدَكَ مَحْبِسًا فَظِيعًا كَرِيهًا، وَمَا وَصَلْتُ إِلَيْكَ حَتَّى سَالَ مِنِّي مِنَ الْعَرَقِ مَا لَوْ وَرَدَهُ أَلْفُ بَعِيرٍ، كُلُّهَا آكِلَةُ حَمْضٍ، لَصَدَرَتْ عَنْهُ رِوَاءً .

'জান্নাতের দরোজায় দু-জন মুমিনের দেখা হবে। দুই জনের একজন ছিল ধনী। অপরজন ছিল গরিব। গরিব মুমিনকে ত্বরিত জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। ধনী মুমিনকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আটকে রাখা হবে। নির্দিষ্ট সময়ের পর তাকেও জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। জান্নাতে গরিব লোকটির সাথে তার দেখা হবে। গরিব লোকটি তাকে বলবে, 'আচ্ছা! আপনাকে জান্নাতের দরোজায় আটকে রাখা হলো কেন? মহান রবের শপথ! তোমাকে যেভাবে আটকে রাখা হয়েছিল, তাতে আমি তোমার ব্যাপারে মন্দ কিছুর আশঙ্কা করছিলাম। ধনী লোকটি তখন বলবে, 'ভাইরে! তুমি চলে আসার পরে আমাকে নির্দয়ভাবে আটকে রাখা হয়েছিল। সেখান

[১৯৮] *মুসনাদু আহমাদ ইবনু হাম্বল :* ১১৬০৪।

থেকে ছুটে তোমার কাছে আসতে আমার এত পরিমাণ ঘাম ঝরেছে যে, সেগুলো জমা করলে, এক হাজার উটের তৃষ্ণা নিবারণের ব্যবস্থা হতো।'[১৯৯]

আখিরাতের চিন্তা প্রশংসনীয়; দুনিয়ার চিন্তা নিন্দনীয়

[৪১৩] উসমান ইবনু আতা রাহিমাহুল্লাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আমার পিতা নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলতেন—

إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ.

'আমি তাদের এক বিশেষ গুণ তথা পরকালের স্মরণ দ্বারা স্বাতন্ত্র্য দান করেছিলাম।' [সুরা সা'দ : ৪৬]

এখানে আল্লাহ আখিরাতের চিন্তা ও স্মরণকে বিশেষ গুণ বলে আখ্যা দিয়েছেন। যাদের মাঝে এই গুণ আছে, তাদেরকে নিজের বিশিষ্ট বান্দা হিসেবে ঘোষণা করেছেন। সুতরাং যারা আল্লাহর বিশেষ বান্দা হতে চায়, তাদেরকে অবশ্যই আখিরাতের চিন্তা করতে হবে। এটাকে তাদের দৈনন্দিন আমল বা অজিফা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

[৪১৪] মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ مَا بَقِيَ مِنَ الدُّنْيَا بَلَاءٌ وَفِتْنَةٌ، وَإِنَّمَا مَثَلُ عَمَلِ أَحَدِكُمْ كَمَثَلِ الْوِعَاءِ، إِذَا طَابَ أَعْلَاهُ طَابَ أَسْفَلُهُ، وَإِذَا خَبُثَ أَعْلَاهُ خَبُثَ أَسْفَلُهُ.

'দুনিয়ার সারবস্তু হচ্ছে ফিতনা-ফাসাদ। আর তোমাদের আমল হচ্ছে পাত্র সদৃশ। যখন পাত্রের উপরের দিক ভালো হবে, তখন নিচের দিকও ভালো হবে। আর যখন তার উপরের দিক মন্দ হবে, তখন নিচেব দিকও মন্দ হবে।'[২০০]

[৪১৫] ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আল্লাহ তাআলা মুসা আলাইহিস সালামকে ডেকে বলেন—

---

[১৯৯] *মুসনাদু আহমাদ ইবনু হাম্বল* : ২৭৭০

[২০০] *আস সুনান ইবনু মাজাহ* : ৪০৩৫। সনদ সহিহ।

'হে মুসা, দুনিয়ায় যারা যুহুদ অবলম্বন করে, তারাই সর্বাপেক্ষা অধিক নেক আমলকারী। আর সর্বাপেক্ষা অধিক আমলকারীগণ নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আমার যতটা নৈকট্য অর্জন করতে পেরেছে, অন্য কোনো আমলের মাধ্যমে ততটা পারেনি।'[২০১]

[৪১৬] আমর ইবনু মায়মুন রহিমাহুল্লাহু একবার কুফার মসজিদে ইশার সালাত আদায় করছিলেন। সালাত শেষ করে তিনি দেখতে পেলেন, লোকেরা বসে বসে গল্প করছে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কিসের গল্প করছ?' তারা বলল, 'আমরা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের ঘটনা আলোচনা করছি।' তাদের কথার জবাবে তিনি বললেন, 'তোমরা কামনা করো, দুনিয়া তোমাদের জন্য স্থায়ী হোক? আর আল্লাহ চান, দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাক। তাই তিনি ভালো মানুষদেরকে তুলে নেন। যখন দুনিয়ায় একজন ভালো মানুষও থাকবে না, তখন সে এমনিই ধ্বংস হয়ে যাবে।'

দুনিয়ার চিন্তা করলে আখিরাতের চিন্তা দূর হয়ে যায়

[৪১৭] মালেক ইবনু দিনার রহিমাহুল্লাহু বলেন—

দুনিয়ার ব্যাপারে যে-পরিমাণ চিন্তা করবে, আখিরাতের চিন্তা সে-পরিমাণ লোপ পাবে। তাই দুনিয়ার চিন্তা হৃদয় থেকে ঝেড়ে ফেলে আখিরাতের চিন্তা বেশি পরিমাণে করো।

দুনিয়ার স্বাদ আখিরাতের তিক্ততা

[৪১৮] মালেক ইবনু দিনার রহিমাহুল্লাহু বলেন, হজরত ইসা আলাইহিস সালাম তাঁর সাথিদেরকে বলেন—

প্রিয় সাথিবর্গ, তোমরা যদি কেবল যবের রুটি, মিঠা পানি এবং গাছগাছড়া খেয়েও জীবন ধারণ করো, তবুও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে শেষ করতে পারবে না। স্মরণ রেখো, দুনিয়ার আস্বাদ আখিরাতে তিক্ততার কারণ হবে।

দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্যের লক্ষণ

[৪১৯] ফুদাইল ইবনু ইয়াজ রহিমাহুল্লাহু বলেন—

দুর্ভাগ্যের লক্ষণ পাঁচটি। এক. হৃদয় কঠিন হওয়া। দুই. চোখ অশ্রুসজল না হওয়া। তিন. লজ্জা-শরম কমে যাওয়া। চার. দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা। পাঁচ. দীর্ঘ আশা করা।

অনুরূপ সৌভাগ্যের লক্ষণও পাঁচটি। **এক.** অন্তরের দৃঢ়তা। **দুই.** তাকওয়া-পরহেজগারি। **তিন.** দুনিয়ার প্রতি অনীহা। **চার.** লজ্জা-শরম থাকা। পাঁচ. ইলমে দ্বীন অর্জন করা।

---

[২০১] *আল মুসনাদ, শিহাব রহিমাহুল্লাহু*: ১৪৫৮। সনদ, মুনকাতি।

দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হলে ধ্বংস হয়ে যাবে

[৪২০] আবদুর রহমান ইবনু আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বাহরাইনের গভর্নর করে পাঠালে, তিনি সেখান থেকে অনেক ধনসম্পদ নিয়ে মদিনায় আসেন। এ সংবাদ পেয়ে আনসারগণ ফজরের সালাত মসজিদে এসে আদায় করেন। সালাত শেষে সাহাবারা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছাকাছি এসে বসেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দিকে ফিরে মুচকি হেসে বলেন—

أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ؟» قَالُوا: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، فَوَاللهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ، كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ .

'মনে হয়, তোমরা জানতে পেরেছ যে, আবু উবাইদা বাহরাইন থেকে কিছু সম্পদ নিয়ে এসেছে।' তাঁরা বলেন, 'জি, হ্যাঁ, ইয়া রাসুলাল্লাহ!' তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তাহলে সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং যা তোমাদেরকে আনন্দিত করবে, তা আশা করো। আল্লাহর শপথ, আমি তোমাদের নিঃস্ব হওয়ার আশঙ্কা করি না। বরং আমি অশঙ্কা করি যে, তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তীদের প্রাচুর্য দেওয়া হবে এবং তোমরা তাদেরই মতো সম্পদ নিয়ে কাড়াকাড়ি করবে। পরিণতিতে তোমরাও একদিন তাদের মতো ধ্বংস হয়ে যাবে।'[২০২][২০৩]

দুনিয়ার নেশা না থাকলে কল্যাণের ওপর থাকবে

[৪২১] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

أَنْتُمُ الْيَوْمَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ، تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَنْتُمُ الْآنَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ، لَمْ تَظْهَرْ فِيكُمُ السَّكْرَتَانِ: سَكْرَةُ الْجَهْلِ، وَسَكْرَةُ الْعَيْشِ .

---

[২০২] *ইবনুল মুবারক, যুহুদ* : ৫০২। সনদ সহিহ।
[২০৩] *ইবনুল মুবারক, যুহুদ* : ৫০২। সনদ সহিহ।

'যতদিন তোমরা সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে, ততদিন তোমাদের রবের সঠিক পথের ওপর থাকবে। অনুরূপ যতদিন তোমাদের মাঝে দুটি নেশা সৃষ্টি না হবে, ততদিন তোমরা কল্যাণের ওপর থাকবে। নেশা দুটি হলো, **এক.** জাহালাতের নেশা। **দুই.** আয়েশি জীবনের নেশা।'[২০৪]

শ্রেষ্ঠ বীর

[৪২২] আবু বকর রহিমাহুল্লাহু বলেন, জনৈক বিদ্বান বলেন, 'যে এই দুনিয়ায় থেকেও সব সময় আখিরাতের চিন্তা করে, সেই বীরশ্রেষ্ঠ।'

দুনিয়ার আলোচনা কম করাই ভালো

[৪২৩] আব্বাস ইবনু ফাদল যাযালি রহিমাহুল্লাহু বলেন, রাবেয়া বসরি রহিমাহাল্লাহার এক মজলিসে সবাই দুনিয়ার নিন্দা করতে থাকলে তিনি বলেন—

'দুনিয়ার নিন্দা করতে গিয়ে এতবেশি তার আলোচনা করো না, যা তোমাদের অবচেতন ভালোবাসার কারণ হতে পারে। কেননা মানুষ যাকে ভালোবাসে, নানা বাহানায় তার কথাই বেশি আলোচনা করে।'[২০৫]

যুহদের ক্ষেত্রে সতর্কতা

[৪২৪] আইয়ুব রহিমাহুল্লাহু বলেন, যুহুদ অবলম্বন করা অবশ্যই ভালো কাজ। তবে এই যুহুদ যেন অন্যের জন্য কষ্টের কারণ না হয়—সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

যে দুনিয়ার স্বাদ গ্রহণ করবে

[৪২৫] ইবনু সাম্মাক রহিমাহুল্লাহু বলতেন—

'দুনিয়ার সেবাদাস হওয়ার কারণে দুনিয়া যার কাছে ধরা দেয়, আখিরাতবিমুখ হওয়ার কারণে আখিরাত তার থেকে দূরে সরে যায়।'

দুনিয়ার ভালোবাসা হৃদয়কে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দেয়

[৪২৬] জা'ফর ইবনু সুলাইমান রহিমাহুল্লাহু বলেন—

---

[২০৪] কানযুল উম্মাল : ১০৬৯।
[২০৫] *সিয়ারে আলামুন নুবালা* : ৮/২১৫।

দুনিয়ার ভালোবাসা অন্তরকে কালো ও কলুষিত করে তোলে। আর আখিরাতের ভালোবাসা পবিত্র ও আলোকিত করে তোলে।

আল্লাহ যাকে চান দুনিয়াবিমুখ করে দেন

[৪২৭] ইয়াহইয়া ইবনু ইয়ামান রহিমাহুল্লাহু বলেন, একবার মুসা আলাইহিস সালাম এক মৃতের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় লক্ষ করেন, মৃতের মাথা শক্ত একটি ইটের ওপর রাখা। দাড়িগুলো ধুলাবালি মাখা। লোকটির এই মর্মান্তিক অবস্থা দেখে মুসা আলাইহিস সালাম মহান আল্লাহকে ডেকে বলেন—

'হে আমার রব, আপনার এই বান্দা তো একেবারেই হতভাগা। তাকে দেখার কেউ নেই।' উত্তরে মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মুসা, আমি যখন কোনো বান্দার প্রতি সুদৃষ্টি করি, তখন দুনিয়ার তুচ্ছ বস্তুসামগ্রী থেকে তাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখি। অতএব, বাহ্যিকভাবে তাদেরকে হতভাগা মনে হলেও প্রকৃত বিচারেই তারাই সৌভাগ্যবান।'

[৪২৮] কাতাদা ইবনু নুমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَظَلُّ أَحَدُكُمْ يَحْمِي سَقِيمَهُ الْمَاءَ .

'আল্লাহ তাআলা তাঁর কোনো বান্দাকে পছন্দ করলে তাকে দুনিয়া থেকে এমনভাবে দূরে রাখেন, যেভাবে তোমরা অসুস্থ ব্যক্তিকে পানি থেকে দূরে রাখো।'[২০৬]

দুনিয়া বোকাদের স্বর্গরাজ্য

[৪২৯] খালেদ ইবনু সাফওয়ান রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'এক রাতে আমি দুনিয়া এবং দুনিয়ার সম্পদ নিয়ে অনেক ভাবি। কল্পনায় সমুদ্রকে স্বর্ণ দিয়ে ভরে ফেলি। সেগুলোর কার্যকারিতা সম্পর্কেও বিস্তর চিন্তা করি। এরপর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছি যে, দুনিয়ায় আমার জন্য দুটি রুটি এবং দু-টুকরো কাপড়ই যথেষ্ট।'

আখিরাত হলো শেষ গন্তব্য

[৪৩০] মুহাম্মাদ ইবনু ইশকাব রহিমাহুল্লাহু বলেন, একবার এক ভদ্রলোক দাউদ আত তাই রহিমাহুল্লাহুকে বলেন, 'হে আবু সুলাইমান, আমাকে কিছু নসিহত করুন।' এ কথা

---

[২০৬] *সুনান আত তিরমিজি*, হাদিস নং : ২০৩৬।

শুনে দাউদ রহিমাহুল্লাহু কাঁদতে শুরু করেন। এরপর কান্না সংযত করে অশ্রুভেজা কণ্ঠে বলেন—

'ভাই আমার, আখিরাত হলো মানুষের শেষ গন্তব্য। রাত-দিন হলো জীবনের বিভিন্ন মঞ্জিল। এই মঞ্জিল তোমাকে একদিন মৃত্যুর ঘাঁটিতে পৌঁছে দেবে। আখিরাতের সফর ক্ষণিকের নয়। অনন্তকালের। সে সফরের ডাক এসে গেছে। তুমি তোমার পাথেয় গুছিয়ে নাও। যেকোনো সময় এই সফরে বেরিয়ে পড়ার আদেশ আসতে পারে। তাই তুমি সফরের জন্য সদা প্রস্তুত থাকো।'[২০৭]

একদিন জীবনের সুতোয় টান পড়বে

[৪৩১] হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

হে আদম সন্তান, আজকের যে-দিনটি তুমি যাপন করছ, সেদিনটিই কেবল তোমার। সুতরাং এটাকে গনিমত মনে করো। আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহের কাজে ব্যবহার করো। কালকের দিনটি তোমার না-ও হতে পারে। আজ রাতেই মৃত্যু তোমাকে ডেকে তুলতে পারে। সৌভাগ্যক্রমে যদি কালকের দিনটিও তোমার হয়, তবে সেটাকে আরও বড় গনিমত করো। কেননা, এই দিনটি নিজের করে পাওয়ার যৌক্তিক কোনো কারণ ছিল না।

আর মনে রেখো, আজকের দিনটি পেয়েও যদি কোনো কাজে লাগাতে না পারো, তবে কালকের দিনটিও তুমি কাজে লাগাতে পারবে না। এভাবেই হেলায়-খেলায় তোমার জীবন চলে যাবে। জীবন-ঘুড়ি উড়তে উড়তে একদিন সুতোয় টান পড়বে। তখন তুমি পাথেয়হীন অবস্থায় পরকালে পাড়ি জমাবে। আফসোস ও অনুশোচনা তোমাকে ঘিরে ধরবে। কিন্তু তখন এগুলো কোনো কাজেই আসবে না। তাই এখনই দুনিয়ার প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করে আখিরাতের দিকে ধাবিত হও।

এ জীবন তোমার নয়

[৪৩২] দাউদ আত তাই রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'হে আদম সন্তান, তুমি দুনিয়ার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করে আনন্দিত হচ্ছ! অথচ একবারও ভেবে দেখছ না যে, এই লক্ষ্যের পেছনে ছুটতে ছুটতে তোমরা জীবনটাই প্রায় শেষ হয়ে গেছে। এরপরও তোমার আমলে মন নেই। 'করব করছি' বলা ছাড়া

---

[২০৭] *রবিউল আবরার*: ১/৫৭।

কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার কোনো লক্ষণ নেই। আচ্ছা, তুমি কি মনে করো, তোমার আমলের সুফল অন্য কেউ ভোগ করবে?'[২০৮]

দুনিয়ার হিসাব

[৪৩৩] আলা ইবনুল মুনযির রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'দুনিয়ার মোট বয়স সাত হাজার বছর। তন্মধ্য হতে ছয় হাজার পাঁচশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৃথিবীতে আগমন করেছেন। এখন বাকি আছে মাত্র পাঁচশ বছর।'[২০৯]

[৪৩৪] ফুদাইল ইবনু ইয়াজ রহিমাহুল্লাহু বলেন, জনৈক বিদ্বান বলেছেন—

'দুনিয়ার আয়ু সাকুল্যে সাত হাজার বছর। আর আখিরাত অনন্তকালের। তাই আমি দুনিয়ার জীবনটা ইবাদতের মধ্যেই কাটিয়ে দিতে চাই। এতে আল্লাহ হয়তো আমাকে কিয়ামত-দিবসের ভয়াবহতা থেকে নিরাপদ রাখবেন—যেদিনটি হবে দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমপরিমাণ।'

[৪৩৫] উসামন ইবনু যায়েদাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, কুরয আল জুরজানি রহিমাহুল্লাহু অনেক ইবাদাত করতেন। তাকে এই অত্যধিক ইবাদাতের কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন—'আচ্ছা! বলো তো দুনিয়ার মোট বয়স কত বছর?'

'সাত হাজার বছর।'

'ঘণ্টার হিসেবে কিয়ামত-দিবসের পরিমাণ কেমন হবে?'

'পঞ্চাশ হাজার বছর।'[২১০]

'তাই যদি হয়, তবে ওই দিনের ভয়াবহতা থেকে বাঁচার জন্য তোমরা কি দৈনন্দিন জীবনের একসপ্তমাংশ ইবাদাতে কাটাতে পারবে না?'



[২০৮] *ইয়াহইয়া উলুমুদ্দিন*: ৩/২২৪।

[২০৯] মূলত এর দ্বারা দুনিয়ার হিসাব উদ্দেশ্য নয়, বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল যে, দুনিয়া খুব অল্প দিন।

[২১০] এই মেয়াদ নির্ধারণের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।



দুনিয়া ও দুনিয়ার ধনসম্পদের ব্যাপারে সালাফদের দৃষ্টিভঙ্গি

দুনিয়ার আলোচনা কম করাই ভালো

[৪৩৬] সাইদ ইবনু আবুল হাসান রহিমাহুল্লাহু বলেন, একবার হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু আমাকে বললেন—

'হে সাইদ, দুনিয়ার আলোচনা যত কম করা যায়, তত ভালো। কেননা, এতে দুনিয়ার তার প্রতি আগ্রহ ও আখিরাতের প্রতি অনাগ্রহ বৃদ্ধি পায়।'

দুনিয়াবিমুখের হিসাব হবে সহজ

[৪৩৭] সালিহ ইবনু আবদুল কারিম রহিমাহুল্লাহু বলেন, একজন বিজ্ঞ আলিম বলেছেন—

'ওই ব্যক্তিই কেবল দুনিয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে, যে প্রয়োজন পরিমাণ দুনিয়া গ্রহণ করে এবং নির্মোহভাবে জীবন কাটিয়ে দেয়। এমন লোকের হিসাব সহজ ও দ্রুততর হয়। আর যে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি দুনিয়া তালাশ করে, তার হিসাব কঠিন ও জটিল হয়।'

দুনিয়াবিমুখের কাছে দুনিয়া নত হয়ে আসে

[৪৩৮] আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ الْآخِرَةَ جَمَعَ اللهُ لَهُ شَمْلَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ الدُّنْيَا فَرَّقَ اللهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ .

'যে ব্যক্তি আখিরাতকে লক্ষ্য বানায়, মহান আল্লাহ তাকে সবকিছুতে স্থিতি দান করেন। হৃদয়ে প্রাণ-প্রাচুর্য ঢেলে দেন। ফলে দুনিয়া তার পদতলে আছড়ে পড়ে। আর যে ব্যক্তি পার্থিব দুনিয়াকে লক্ষ্য বানায়, আল্লাহ তাকে সবকিছুতেই অস্থির চিত্ত করে দেন। তার কপালে দারিদ্রতার তিলক এঁকে দেন এবং তার জন্য দুনিয়ার যেটুকু প্রাপ্তি লিখে রেখেছেন, সেটুকুই কেবল তাকে দান করেন।'[২১১]

দুনিয়া কম অর্জন হওয়াই ভালো

[৪৩৯] ইবনু সাম্মাক রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'দুনিয়ার কোনো বস্তু হাতছাড়া হয়ে গেলে, সেটাকে গনিমত মনে করবে। কেননা দুনিয়া কম অর্জন হলে, তোমার জন্য আখিরাতমুখী হওয়া সহজ হবে।'

[৪৪০] জ্ঞানীরা বলেন—

'মানুষ যখন দুনিয়ার ব্যাপারে বড় বড় স্বপ্ন দেখে, তখন তার আমলে ভাটা পড়ে। কারণ, দুনিয়ার স্বপ্ন মানুষকে আখিরাত ও আল্লাহর পরিচয় ভুলিয়ে দেয়।'

[৪৪১] হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'আল্লাহর কসম! মানুষের হৃদয়কে প্রবঞ্চিত করার শক্তি দুনিয়ার নেই। এরপরও দেখা যাচ্ছে, তোমরা প্রবঞ্চিত হচ্ছ। অতএব বোঝা যাচ্ছে, তোমার হৃদয়গুলো জীবিত নেই।

---

[২১১] *আস সুনান ইবনু মাজাহ* : ৪২০৫। হাদিস, সনদ সহিহ।

দুনিয়ার বরাদ্দ

[৪৪২] ইসা আলাইহিস সালাম বলেন—

'তোমরা দুনিয়ার জন্য রাত-দিন মেহনত করে যাচ্ছ, অথচ আল্লাহ তোমাদের জন্য যতটুকু রিজিক বরাদ্দ করে রেখেছেন, তোমার কেবল ততটুকুই পাবে। অপর দিকে আখিরাতের জন্য তোমরা কোনো চেষ্টাই করছ না, অথচ আল্লাহ তোমাদের জন্য আখিরাতের কোনো কিছুই বরাদ্দ করে রাখেননি। দুনিয়ার আমালই তোমাদের আখিরাতের বরাদ্দ নির্ধারণ করবে।

সালাফদের কয়েকটি অমীয় বচন

[৪৪৩] খালেদ ইবনু ইয়াযিদ ইবনু মুআবিয়া রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'হে আদম সন্তান, তোমার পরিবারপরিজন যেন তোমাকে আল্লাহর ইবাদতের ব্যাপারে গাফিল না করে। দুনিয়ায় তুমি দু-দিনের মেহমান মাত্র। দুনিয়ার জীবন শেষ করে তুমি যে-জীবনে প্রবেশ করবে, তা হবে অনন্তকালের। তবে সেই অনন্তকালীন জীবনের জন্য তোমাকে এখনই ব্যবস্থা নিতে হবে। বসবাসের জন্য নেক আমলের সাহায্যে সুরোম্য প্রাসাদ নির্মাণ করতে হবে। কাজেই তুমি আখিরাতের অন্তহীন জীবনের জন্য এখনই গৃহ নির্মাণ শুরু করো। অন্যথায় তোমাকে সেখানে গৃহহীন থাকতে হবে।'

[৪৪৪] মাদান রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'তুমি দুনিয়ার জন্য ততটুকু পরিশ্রম করবে, যতটুকু দুনিয়ার জীবনের জন্য প্রয়োজন। অনুরূপ আখিরাতের জন্য ততটুকু আমল করবে, যতটুকু আখিরাতের জন্য প্রয়োজন। আর মনে রেখো, আখিরাতের জীবনের তুলনায় দুনিয়ার জীবন একেবারেই তুচ্ছ।'

[৪৪৫] ইউসুফ ইবনু আসবাত রহিমাহুল্লাহু বলেন, আমাকে আবু যুরআ রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'যার চোখে দুনিয়া তুচ্ছ; আখিরাত মহান, সে কীভাবে দুনিয়ার তালাশে মগ্ন হয়ে থাকে!'

[৪৪৬] জা'ফর আল কুরাশি রহিমাহুল্লাহু বলেন, ইসা আল আহমার রহিমাহুল্লাহু বলেছেন, মৃত্যু বিচ্ছিন্নতা ও ধ্বংসের প্রতীক। মায়ামমতা ও প্রেম-ভালোবাসার শত্রু। একসময় আমাদের অনেক বন্ধু ছিল। এখন তারা নেই। মৃত্যু তাদেরকে আমাদের থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। যুগ আমাদের মাঝে বিদায়ের রেখা টেনে দিয়েছে। তাদের নাম-নিশানা এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে যে, মনে হয়, তারা কোনো কালেই এই দুনিয়ার বাসিন্দা ছিল না।

[৪৪৭] উরওয়াহ ইবনু যুবাইর রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'আমার গোপন দোষের ব্যাপারে আমি মহান রবের কাছে ক্ষমা চাই। যেসকল গুণ না-থাকা সত্ত্বেও মানুষ আমাকে গুণী মনে করে, সেসকল গুণ ভিক্ষা চাই। তবে আমাদের সবচেয়ে বড় দোষ হলো, আমরা দ্বীনের মাধ্যমে দুনিয়া তালাশ করি।'

যাকে সবাই ঘৃণা করে

[৪৪৮] আবু তাইবা আল জুরজানি রহিমাহুল্লাহু বলেন, আমি রুকজ ইবনু ওবরা রহিমাহুল্লাহুকে একবার জিজ্ঞেস করি, সর্বস্তরের মানুষ সাধারণত কাকে ঘৃণা করে? উত্তরে তিনি বলেন, 'যে একসময় আখিরাতমুখী ছিল; কিন্তু এখন দুনিয়ামুখি হয়ে পড়েছে, তাকে।'

যুহদের মূলনীতি

[৪৪৯] উমারা রহিমাহুল্লাহু বলেন, জনৈক ব্যক্তি একবার রাবিয়া রহিমাহুল্লাহুকে জিজ্ঞাসা করেন, শাইখ! যুহুদের মূলনীতি কী? উত্তরে তিনি বলেন, বৈধ উপায়ে সম্পদ উপার্জন করা, বৈধ খাতে ব্যয় করা এবং দুনিয়ার ব্যাপারে সর্বদা নির্মোহ

আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া সামান্য

[৪৫০] সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্য হয়ে দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ ও ভোগসামগ্রী গ্রহণ করবে, তাদের আখিরাত বরবাদ হয়ে যাবে।'

প্রবঞ্চনা

[৪৫১] আতা ইবনু দিনার রহিমাহুল্লাহু বলেন, সাইদ ইবনু জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

'সদা সর্বক্ষণ মহান রবের অবাধ্যতায় লিপ্ত থেকে তাঁর ক্ষমার আশা করা এক ধরনের মানবিক বিকার ও আত্মপ্রবঞ্চনা। অনুরূপ আখিরাতকে উপেক্ষা করে দুনিয়া নিয়ে মেতে থাকা এবং নিজেকে যাহিদ বলে দাবি করা এক ধরনের প্রগলভতা ও যুহুদের অপব্যাখ্যা। যারা এমন করে, তারা হাশরের মাঠে আক্ষেপ করে বলবে—'হায়! যদি এই অনন্ত জীবনের জন্য কিছু করে আসতাম।'

দুনিয়া আখিরাতের পাথেয় জোগাড় করার স্থান

[৪৫২] সাইদ ইবনু জুবাইর রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'দুনিয়া মূলত আখিরাতের পাথেয় জোগাড় করার স্থান। এখান থেকেই আখিরাতের পাথেয় জোগাড় করতে হবে। অন্যথায় বাঁচার কোনো উপায় থাকবে না।'

[৪৫৩] মুহাম্মাদ ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহু বলেন, একদিন খলিফা মালেক ইবনু মারওয়ান মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কবরের পাশে এসে বলেন—

'আল্লাহর এই দুনিয়াবিমুখ বান্দা চল্লিশ বছরের দীর্ঘ কর্মজীবন পেয়েছিলেন। বিশ বছর খলিফা এবং বিশ বছর আমির ছিলেন। এখন তিনি এই কবরে ঘুমিয়ে আছেন। এটাই পৃথিবীর স্বাভাবিক নিয়ম। আজ এখানে আছি, কাল হয়তো থাকব না। সময়ের বিবর্তন আমাকেও পোকা-মাকড়ের খাবার বানাবে।'

দুনিয়ায় আসা সহজ

[৪৫৪] ফুদাইল ইবনু ইয়াজ রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'দুনিয়া আসা সহজ। কিন্তু দুনিয়ার মায়া-মোহ থেকে বেঁচে থাকা কঠিন।'

দুনিয়া এখানেই পড়ে থাকবে

[৪৫৫] হিশাম ইবনু ইসমাইল রহিমাহুল্লাহু বলেন—

প্রাচীনকালে এক দাম্ভিক বাদশাহ ছিল। সে মুমিনদেরকে ধরে ধরে শূলে চড়িয়ে হত্যা করত। একবার একজন মুমিনকে শূলে চড়ানোর আগে বলা হলো, 'মৃত্যুর আগে আমাদেরকে কিছু অসিয়ত করো।' সে বলল, 'আমি আর তোমাদেরকে কী অসিয়ত করব? অজ্ঞ অবস্থায় দুনিয়ায় এসেছি। অজ্ঞতার মধ্যেই জীবন পার করেছি। এখন বাধ্য হয়ে দুনিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তোমরাও এর ব্যতিক্রম নও। সুতরাং এখনই সাবধান হও।'



দুনিয়ার ব্যাপারে সালাফদের সতর্কতা

দুনিয়ার ব্যাপারে সতর্কতা

[৪৫৬] আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন আসরের সালাত প্রথম ওয়াক্তে আদায় করেন। এরপর আমাদের সামনে খুতবা দেন। খুতবায় তিনি কিয়ামত সংক্রান্ত অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। তার সে আলোচনা অনেকে মনে রেখেছেন; আবার অনেকে ভুলেও গেছেন। খুতবা যখন একেবারে শেষ পর্যায়ে, তখন সূর্যও প্রায় অস্তমিত। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওই অস্তপ্রায় সূর্যের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন—

'ওই অস্তপ্রায় সূর্যটার যতটুকু বাকি আছে; পৃথিবীরও ঠিক ততটুকুই বাকি আছে। বাকিটা শেষ হয়ে গেছে।'[২১২]

[৪৫৭] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

[২১২] *আল ইতহাফ*: ১০/২৫৪। সনদে সমস্যা আছে।

مَثَلُ هَذِهِ الدُّنْيَا مَثَلُ ثَوْبٍ شُقَّ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ، فَبَقِيَ مُتَعَلِّقًا بِخَيْطٍ فِي آخِرِهِ، فَيُوشِكُ ذَلِكَ الْخَيْطُ أَنْ يَنْقَطِعَ .

'দুনিয়াটা মূলত মিহি একটি সুতোয় ঝুলে থাকা আগাগোড়া ছেঁড়া কাপড়ের মতো। যেকোনো মুহূর্তে সুতোটি ছিঁড়ে দু-টুকরো হয়ে যেতে পারে।'[২১৩]

উম্মতের ব্যাপারে নবিজির ভয়

[৪৫৮] আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ أَكْثَرَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللهُ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ . فَقِيلَ: مَا بَرَكَاتُ الْأَرْضِ؟ قَالَ: زَهْرَةُ الدُّنْيَا .

'তোমাদের ব্যাপারে আমার সবচেয়ে বড় ভয় হয় এই যে, আল্লাহ তোমাদের জন্য জমিনের সকল বরকত উন্মুক্ত করে দেবেন। আর তোমরা সেগুলো পেয়ে দিকভ্রান্ত ও স্বেচ্ছাচার হয়ে পড়বে। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম জিজ্ঞাসা করেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, জমিনের বরকত কী?' উত্তরে তিনি বলেন, 'পার্থিব ধন-ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য।'[২১৪]

[৪৫৯] আমর ইবনু হুরাইছ রহিমাহুল্লাহু বলেন, মহান আল্লাহ তাআলা নিচের আয়াতটি 'আসহাবুস সুফফা'-এর ব্যাপারে নাজিল করেন—

وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ .

'যদি আল্লাহ তাআলা তাঁর সকল বান্দাকে রিজিক দিতেন, তাহলে তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করত।'[সুরা শু'রা : ২৭]

কারণ, তারা মনে মনে অর্থসম্পদ কামনা করতেন আর বলতেন, হায় যদি আমরা দুনিয়ার সম্পদ অর্জন করতে পারতাম![২১৫]

---

[২১৩] *শু'আবুল ইমান*: ৭/২৬০। সনদ যয়িফ।

[২১৪] *সহিহুল বুখারি*: ১১/২৪৪।

[২১৫] *তাবারানি*: ২৫/১৭।

নোট: সম্পদ কামনা করা সাহাবাদের ব্যাপারে দূষণীয় বলা যাবে না। কারণ, তাঁরা এমনটা হয়তো করেছিলেন, যখন তাঁরা নতুন ইমান এনেছিলেন। এরপরে যখন তাদের ইমানি শক্তি পোক্ত এবং গভীর ও বেড়ে গিয়েছিল, তখন তাঁরা সম্পদকে লাথি মেরে ফেলে দিয়েছিলেন।

[৪৬০] ইবরাহিম ইবনু আবদুর রহমান ইবনু আওফ রহিমাহুল্লাহু বলেন, আমি মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে একদিন তাঁর খেদমতে উপস্থিত হই। সেদিন তাঁর কাছে শামের একদল লোক উপস্থিত ছিল। তাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল। আমি মজলিসে বসলে জনৈক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞেস করেন—

'আপনার নাম কী?'

'ইবরাহিম ইবনু আবদুর রহমান ইবনু আওফ।'

'আল্লাহ তাআলা আপনার পিতার ওপর রহম করুন। জনৈক ব্যক্তি আমাকে সাহাবিদের একটি ঘটনা শোনালে আমি নিয়ত করি, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ঘটনাগুলো সরাসরি তাদের মুখ থেকে শুনব। এ লক্ষ্যে আমি উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে মদিনায় যাই। সেখানে অনেক সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু আবদুর রহমান ইবনু আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহুর তখন সেখানে ছিলেন না। তাঁর কথা জিজ্ঞেস করলে আমাকে জানানো হয়, তিনি 'যারফ' নামক স্থানে জমি দেখা-শুনার জন্য গিয়েছেন। পরে আমি তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য 'যারফ' নামক স্থানে যাই। গিয়ে দেখি, তিনি খালি গায়ে জমিতে পানি সেঁচ করছেন। আমাকে দেখে গায়ে চাদর জড়িয়ে নেন। আমি সালাম বিনিময় করে তার কথাবার্তা বলা শুরু করি। এক পর্যায়ে বলি—

'আমি আপনার কাছে বিশেষ এক প্রয়োজনে এসেছি। কিন্তু আপনাকে এই অবস্থায় দেখে যুগপৎ অবাক ও হতাশ হচ্ছি। শরিয়তের যে সকল বিষয় আমাদের কাছে এসেছে তা কি আপনাদের কাছেও এসেছে? আমরা যা জানি, তা কি আপনারাও জানেন?'

'হ্যাঁ, তোমরা যা জানো আমরাও তা জানি। তোমাদের নিকট যা এসেছে, আমাদের নিকটও তা-ই এসেছে।'

'তাহলে এর কারণ কী যে, আমরা যার প্রতি বিমুখ হচ্ছি; আপনারা তার প্রতি ঝুঁকে পড়ছেন? অথচ আপনারা নবির সম্মানিত সাহাবি।'

'ভাই, তোমার কথা ঠিক আছে। নবিজির জামানায় আমাদেরকে অনটন ও অসচ্ছলতা দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। তখন আমরা সবর করে ওই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। আর এখন পরীক্ষা করা হচ্ছে প্রাচুর্য দিয়ে। কিন্তু আমরা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারছি না।[২১৬]

---

[২১৬] *ইবনুল মুবারক, যুহদ*: ৫১৯। সনদ সহিহ।

জ্ঞানীদের চোখে দুনিয়া

[৪৬১] জনৈক জ্ঞানী বলেন—

'দুনিয়া একেবারেই তুচ্ছ। হালকা দমকা হওয়ায় তার ভিত নড়ে ওঠে। এরপরও তোমরা দুনিয়াকে স্থায়ী ভেবে আলিশান দালান নির্মাণ করো!'

[৪৬২] উবাইদুল্লাহ ইবনু মুসলিম রহিমাহুল্লাহু বলেন, জনৈক দার্শনিক বলেছেন—

'দুনিয়াটা হলো বিষের পেয়ালা। এই পেয়ালায় ঠোঁট ছোঁয়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বিষক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। এতে কারও প্রাণ নাশ হয়; কারও আবার অঙ্গহানি ঘটে। ফলে দেখা যায়, দুনিয়াদাররা প্রাণ থাকতেও মৃত, চোখ থাকতেও অন্ধ, কান থাকতেও বধির এবং কণ্ঠ থাকতেও মূক হয়ে বেঁচে থাকে।'

দুনিয়ার জমি-জমার পিছে ছুটো না

[৪৬৩] আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَا تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا .

'তোমরা দুনিয়ার জমি-জমার পেছনে পড়ো না। তাহলে তোমরা দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়বে।'[২১৭]

গরিবরা আল্লাহ তাআলার খুব কাছের

[৬৪৪] ইয়াজিদ ইবনু মায়সারা হিমসি রহিমাহুল্লাহু। তিনি একজন বড় আলিম ছিলেন। তিনি আসমানি কিতাবও পড়তেন। তিনি বলেন, আমি পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবে নিম্নোক্ত কথাটি পেয়েছি—

أَيَحْزَنُ عَبْدِي أَنْ أَقْبِضَ عَنْهُ الدُّنْيَا، وَذَلِكَ أَقْرَبُ لَهُ مِنِّي، أَوْ يَفْرَحُ عَبْدِي أَنْ أَبْسُطَ لَهُ الدُّنْيَا، وَذَلِكَ أَبْعَدُ لَهُ مِنِّي.

'আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, আমি কোনো বান্দাকে দুনিয়ার ধনসম্পদ স্বল্প পরিমাণে দিলে, সে কেন ভেঙে পড়ে? এটা তো আমার নৈকট্য অর্জনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। অপর দিকে কোনো বান্দাকে দুনিয়ার বিপুল সম্পদ

[২১৭] *আস সুনানুত তিরমিজি,* হাদিস সনদ, হাসান।

দিলে, সে কেন এত উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে? এটা তো আমার থেকে দূরে সরে যাওয়ার প্রধান কারণ!' এরপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি তেলোয়াত করেন—

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ .

'তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি দিয়ে যাচ্ছি এবং এর মাধ্যমে তাদেরকে দ্রুত মঙ্গলের দিকে নিয়ে যাচ্ছি? বরং তারা বোঝে না। [সুরা মুমিনুন : ৫৫-৫৬]

হেলায়-খেলায় কাটিয়ে দিয়ো না জীবন

[৪৬৫] আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, জনৈক জ্ঞানী বলেছেন—

হে দুনিয়াদারেরা, দৃশ্যত তোমরা ধনী হলেও বাস্তবে নিতান্ত গরিব, নিঃস্ব ও সম্বলহীন। দিন-রাত মেহনত করে তোমবা অর্থ উপার্জন করো ঠিকই; কিন্তু তা থেকে তোমরা উপকৃত হতে পারো না। কারণ, সর্বাবস্থায় তোমরা এই আশঙ্কায় থাকো যে, একটু পরেই তোমাদের ওপর গুরুতর কোনো বিপদ নেমে আসবে।

তোমরা জানো, তোমাদের নির্ধারিত অংশ তোমরা অবশ্যই পাবে। এরপরও কেন দুনিয়ার ধোঁকার শিকার হও! দুনিয়া তোমাদেরকে এতটাই ব্যস্ত করে রাখে যে, তোমাদেরকে দেখে মনে হয়, তোমরা তোমাদের ন্যূনতম প্রাপ্য থেকেও বঞ্চিত হয়েছ। মনে রেখো, দুনিয়ার প্রয়োজন কখনো ফুরাবে না। প্রয়োজনগুলো উচ্ছ্বসিত ঢেউয়ের মতো একের পর এক আসতেই থাকবে। যতদিন তোমরা বেঁচে থাকবে, ততদিন ব্যস্ততাও তোমাদের পেছনে লেগে থাকবে। তাই দুনিয়ার ব্যস্ততাকে পাশ কাটিয়ে আখিরাতের জন্য একটু চেষ্টা করো। এখনো সময় আছে। নিজেকে কবরের জন্য প্রস্তুত করো। আখিরাতের সম্বল জোগাড় করো। হেলায়-খেলায় জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি নষ্ট করো না।

তোমরা দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে যাবে

[৪৬৬] উকবা ইবনু আমির আল জুহানি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদ যুদ্ধের প্রায় ৮ বছর পরে শাহিদানে উহুদের[২১৮] স্মরণে এমনভাবে সালাত আদায় করেন, যেন জীবিত এবং মৃত—সকলের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন। এরপরে মিম্বরে উঠে বলেন—

إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌ، وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ، وَإِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَأَنَا فِي مَقَامِي هَذَا، وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوهَا

'আমি তোমাদের আগেই দুনিয়া ছেড়ে চলে যাব। আমি তোমাদের পক্ষে সাক্ষী হব। আমার সাথে তোমাদের পরবর্তী দেখা হবে হাউজে কাউসারে। আমি দিব্য চোখে আমার পরকালীন নিবাস দেখতে পাচ্ছি। আমি এ আশঙ্কা করি না যে, তোমরা আমার পরে শিরক করবে। বরং আমার আশঙ্কা এই যে, তোমরা দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়বে।'[২১৯]

উকবা ইবনু আমির আল জুহানি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এটাই ছিল নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমার শেষ দেখা।

আঁধার রাতের স্বপ্ন

[৪৬৭] আবদুল্লাহ ইবনু সা'দি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি একদিন একটি স্বপ্ন দেখি। স্বপ্নটির সারকথা এই যে—আমি এক পাহাড়ে বসে আছি। হঠাৎ সেখানে একটি কাফেলার আত্মপ্রকাশ ঘটে। তারা ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগোতে থাকে। এক পর্যায়ে তাদের সামনে একটি ঘাঁটি পড়ে। ঘাঁটিটি ছিল খুব-ই সুন্দর। সবুজ-শ্যামল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, ঘাঁটিটি অতিক্রম করার সময় কাফেলার একজনও সেদিকে তাকায়নি। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তারা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর ঘাঁটিটিও অদৃশ্য হয়ে যায়। আমি অবাক হয়ে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে থাকি।

এরপরে আরেকটি কাফেলা আসে। এই কাফেলার সামনেও সুজলা-সুফলা একটি মাঠ আত্মপ্রকাশ করে। তবে এই কাফেলার কিছু লোক চলার সময় সেখান থেকে মূল্যবান কিছু জিনিস সঞ্চয় করে নেয়।

---

[২১৮] নোট : এটা গায়েবি জানাযা বলা যাবে না। কারণ, হতে পারে নবিজির সামনে শহিদানদেরকে রাখা হয়েছিল। কিংবা এভাবে জানাযার সালাত আদায় করা নবিজির জন্য খাস বা নির্দিষ্ট ছিল। যা সাধারণ মুসলমানদের জন্য বৈধ নয়। আমাদের সমাজে গায়েবি জানাযার যে পদ্ধতি চালু আছে, তা নাজায়েজ এবং বর্জনীয় কাজ।

[২১৯] *মুসনাদু আহমাদ*: ৪/১৪৯।

এরপরে তৃতীয় আরেকটি কাফেলা আসে। তারা এই রহস্যঘেরা ঘাঁটিটির সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়। তাদের পথপ্রদর্শন বাহন থামিয়ে সেখানে নেমে পড়ে। তাকে অনুসরণ করে সবাই বাহন থেকে নেমে পড়ে। এরপর তারা একযোগে সেখানকার মূল্যবান বস্তুসামগ্রীর ওপর হামলে পড়ে এবং দু-হাতে যে যত পারে, সংগ্রহ করে।

আমি তৃতীয় কাফেলারই একজন। আমি এই ঘাঁটি লুট করে নিচ্ছি এবং পদে পদে বিপদে পড়ছি। আর যারা ঘাঁটিটি উপেক্ষা করে যাচ্ছে, তারাই নিরাপদ।[২২০]

[২২০] *ইবনুল মবারক রাহিমাহুল্লাহু, যুহ্দ*: ৫০৬।



বিবিধ বিষয়ে সালাফদের বাণী ও অবস্থান

কে উত্তম?

[৪৬৮] ফাদল ইবনু সাওর ইবনু শাকিক রহিমাহুল্লাহু বলেন, একবার হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহুকে জিজ্ঞাসা করা হলো, হজরত! মনে করুন, এক ব্যক্তি বৈধ পন্থায় সম্পদ উপার্জন করে এবং উপার্জিত সম্পদ আখিরাতের কাজে ব্যয় করে। আরেক জন থেকে অনেক দূরে থাকে এবং দুনিয়াকে উপেক্ষা করে চলে—এই দুই ব্যক্তির কে উত্তম? উত্তরে তিনি বলেন, আমার দৃষ্টিতে ওই ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম যে দুনিয়া থেকে অনেক দূরে থাকে এবং দুনিয়াকে উপেক্ষা করে চলে।

লোকেরা তাঁকে পুনরায় একই প্রশ্ন করলে, তিনিও একই উত্তর দেন।

আত্মসমালোচনা

[৪৬৯] আওন ইবনু আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু মাঝেমধ্যেই নিজেকে সম্বোধন করে বলতেন—

'আমার ধ্বংস অনিবার্য। দিনকে দিন আমার দুনিয়াবি ব্যস্ততা বেড়েই চলেছে। আমি এখন প্রচুর সম্পদ সঞ্চয় করছি। অথচ আমি জানি, দুনিয়া আমার আসল ঠিকানা নয়।

এটা আমার সাময়িক প্রবাস মাত্র। মুসাফিরের মতো এখানে এসেছি। আবার মুসাফিরের মতোই ফিরে যাব। কারণ, আমার আসল ঠিকানা পরকাল। দুনিয়ায় আমি যত সুখে-শান্তিতেই থাকি না কেন, একদিন আমাকে এই সুখশান্তি ছেড়ে ওপারে পাড়ি জমাতে হবে।

জীবন জাগানিয়া বাণী

[৪৭০] ইবরাহিম ইবনু আদহাম রহিমাহুল্লাহু বলতেন—

আছে কি কোনো বীর বাহাদুর—যে দুনিয়াকে উপেক্ষা করে সামনে এগিয়ে যাবে!

[৪৭১] আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, মাহমুদ আল ওয়াররাক রহিমাহুল্লাহু একদিন আমাকে একটি কবিতা শোনান। কবিতাটির মর্মার্থ হলো—

'মানুষ অবর্ণনীয় কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করে সম্পদ জমা করে। তারা ভাবে, সম্পদ উপার্জন করতে পারলেই হয়তো জীবনটা সুখে কাটবে। কিন্তু বাস্তবতা আসলে তেমন নয়। সময় একদিন তাদেরকে মৃত্যুর ঘাঁটে পৌঁছিয়ে দেয়। একদিন তারা এই ধনসম্পদ ছেড়ে চলে যায়। তখন এই সম্পদ তাদের কোনো কাজে আসে না। মানুষ এটা জানে, তারপরও দুনিয়ার প্রতি আগ্রহের শেষ নেই।'

যে যুহ্দ অবলম্বন করবে

[৪৭২] আলি ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—যে ব্যক্তি যুহুদ অবলম্বন করবে সে বিপদআপদে স্বাভাবিক থাকবে। কখনো পেরেশান হবে না। আর যে মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকবে, সে নেক কাজে অত্যন্ত তৎপর হবে।

তোমাদেরকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে

[৪৭৩] মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক আস সাকাফি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

একবার বনু কায়সের এক ব্যক্তি আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমরা কোথায় যাচ্ছ? তোমাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে! তোমরা তো জানো না যে, মৃত্যু অতি সন্তর্পণে তোমাদের পিছু নিচ্ছে। তোমাদের রূহকে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া থেকে চিরস্থায়ী আখিরাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। বিলাসিতায় মত্ত এই দেহকে প্রচণ্ড গতিতে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।[২২১]

---

[২২১] *হিলইয়াতুল আওলিয়া*: ১০/১৫১।

মৃত্যু-রোগ কখনো ভালো হবে না

[৪৭৪] আবু মারহুম রহিমাহুল্লাহু বলেন, একবার আমরা হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহুর সাথে একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাই। সেখানে গিয়ে হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু অসুস্থ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেন, 'আচ্ছা, এখন তুমি কেমন অনুভব করছ?' সে বলে, 'খেতে মনে চাইছে; কিন্তু খেতে পারছি না। পান করতে ইচ্ছে করছে; কিন্তু পান করতে পারছি না।' তার এ কথা শুনে হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু কেঁদে ফেলেন। কেঁদে কেঁদে বলেন, 'দুনিয়ার ভিত্তিই রোগ-বালাইর ওপর। যদি ধরেও নিই, এ রোগ থেকে তুমি মুক্তি পাবে। কিন্তু মৃত্যু নামক রোগ থেকে কিছুতেই মুক্তি পাবে না।' একথা বলে তিনি আরও জোরে জোরে কাঁদতে থাকেন। তাঁর কান্না দেখে উপস্থিত সবাই কেঁদে ফেলে।

দুনিয়া নিয়ে লোকেরা ব্যস্ত

[৪৭৫] আহমাদ ইবনু সাহল রহিমাহুল্লাহু বলেন, একদিন যামরাতা ইবনু রাবিয়া রহিমাহুল্লাহু বর্ণনা করেন, একবার 'আসকালানে' একজন শাইখের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তখন তিনি বলেন, 'মানুষের চরিত্র দেখে আমার খুব অবাক লাগে। তারা জানে, দিবস-রজনীর পালাবদলের মাধ্যমে তারা প্রতিনিয়ত মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে। কিন্তু এরপরও সতর্ক হচ্ছে না। তারা দুনিয়ার খেল-তামাশায় ব্যস্ত থাকে। অথচ এই দুনিয়ায় ও খেলতামাশাই তাদের বিপদের কারণ হবে।' এতটুকু বলে শাইখ বেহুঁশ হয়ে পড়ে যান।

মৃত্যুকে স্মরণ করো

[৪৭৬] রাবি ইবনু আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

كَفَى بِذِكْرِ الْمَوْتِ مُزَهِّدًا فِي الدُّنْيَا، وَمُرَغِّبًا فِي الْآخِرَةِ.

'দুনিয়া ত্যাগ করে আখিরাতমুখী হওয়ার জন্য মৃত্যুর স্মরণই যথেষ্ট।'[২২২]

আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে হিফাজত করেন

[৪৭৭] সাহাবি হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

---

[২২২] *মুসান্নাফ ইবনু আবি শাইবা*: ১৩/২২৬।

إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَحْمِي عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الدُّنْيَا، كَمَا يَحْمِي الرَّاعِي الشَّفِيقُ غَنَمَهُ عَنْ مَرَاتِعِ الْهَلَكَةِ.

'মহান আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাদেরকে দুনিয়া থেকে এমনভাবে রক্ষা করেন, যেভাবে দয়ালু রাখাল তার মেষপালকে ক্ষতিকর ঘাস খাওয়া থেকে রক্ষা করে।'[২২৩]

মানুষের অবস্থা যেমন

[৪৭৮] হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু বলেন, দুনিয়ায় বনি আদম হচ্ছে মিসকিনের মতো। যদি সে দুনিয়ার বৈধ জিনিসও গ্রহণ করে, তবু তাকে আখিরাতে রবের কাছে হিসাব দিতে হবে। আর যদি অবৈধ কিছু গ্রহণ করে, তাহলে এর জন্য তাকে পরকালে আজাব ভোগ করতে হবে। বনি আদম সুখ এবং জান্নাতের আশা করে। কিন্তু সে আশা অনুযায়ী আমল করে না। সে দ্বীনের ক্ষতি হলে দুঃখিত হয় না; কিন্তু দুনিয়ার ক্ষতি হলে তার দুঃখের শেষ থাকে না।

যুহ্দ ছাড়া বুজুর্গ হওয়া যায় না

[৪৭৯] আবদুল্লাহ ইবনু আবিন নুহ রহিমাহুল্লাহু বলেন—

আমি একজন বুজুর্গকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণতা সুধীজনদের মাঝেই চূড়ান্ত রূপ পায় এবং তাদের চোখে দুনিয়া অতি তুচ্ছ হয়ে যায়।[২২৪]

দুনিয়া অপবিত্র বস্তুর মতো

[৪৮০] সালেম ইবনু আবিল জা'দ রহিমাহুল্লাহু বলেন, নবি ইসা আলাইহিস সালাম বলেছেন—

اتَّقُوا فُضُولَ الدُّنْيَا، فَإِنَّهَا رِجْسٌ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

'তোমরা দুনিয়ার চাকচিক্য থেকে দূরে থাকো। কেননা দুনিয়া আল্লাহর নিকটে নাপাক বস্তুর মতো।'

---

[২২৩] *হিলইয়াতুল আওলিয়া*: ১/২৭৬। হাদিস মাকতু।

[২২৪] একজন জ্ঞানী বলেছিলেন—কোনো ব্যক্তি পরিপূর্ণ বুজুর্গ হতে পারবে না যতক্ষণ না দুনিয়া তাদের কাছে তুচ্ছ মনে না হবে।

ইসা আলাইহিস সালামের আফসোস

[৪৮১] ফাদল ইবনু ইয়াজ রহিমাহুল্লাহু বলেন, হজরত ইসা আলাইহিস সালাম বলেছেন, দুনিয়া না ছাড়লে তোমরা আখিরাত পাবে না। দুঃখে, কষ্টে ধৈর্যধারণ না-করলে আশা পূরণ করতে পারবে না। দুনিয়াদারদের দেখলে আমার খুব আফসোস লাগে। কারণ, তারা দুনিয়া জমা করে ঠিকই। কিন্তু কবরে যায় খালি হাতে। দুনিয়া মানুষকে ধোঁকা দেয়, তবুও মানুষ তাকেই আপন করে বুকে টেনে নেয়। তার ওপরই ভরসা করে। ধ্বংস তাদের জন্য, যারা সব সময় দুনিয়া নিয়ে ভাবে। দুনিয়ার জন্য পাপ-পঙ্কিলতায় ডুবে থাকে।

[৪৮২] ইবনু উয়াইনাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, ইসা আলাইহিস সালাম বলেন—

'এই দুনিয়া আমার জন্মের আগেও ছিল; পরেও থাকবে। কিন্তু আমি আজ আছি; কাল থাকব না। কাজেই যে-কয়দিন আমি বেঁচে আছি, সে কয়দিনই আমার পুঁজি। আমি পুঁজি কাজে লাগাতে না-পারলে আমি একেবারেই হতভাগা।

সালাফদের দরবারবিমুখতা

[৪৮৩] রাওহা ইবনু হাতিম রহিমাহুল্লাহু বলেন—

আমি একবার বসরার এক আমিরের দরোজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তখন খালেদ ইবনু সাফওয়ান রহিমাহুল্লাহু আমাকে দেখে এগিয়ে আসেন। এরপর ঘোড়া থেকে নেমে বলেন, 'কী খবর ভাতিজা! আমি তো কোনো দিন কোনো আমিরের দরোজায় গিয়ে দাঁড়াইনি। তুমি কেন দাঁড়ালে! তুমি কি কেবল দুনিয়াবি স্বার্থেই এখানে এসেছ? তোমার সাথে যারা আছে, তারাও কি একই উদ্দেশ্যে এসেছে? আমি তাকে সঠিক উত্তরে দিতে ভয় পাচ্ছিলাম। তাই বললাম, 'চাচা, আপনার ধারণাই ঠিক।' তখন তিনি বললেন 'ভাতিজা, এই দুনিয়া একদিন তোমাদের ধ্বংস করে ছাড়বে। আজকাল আমরা তো দুনিয়াকে একটু বেশিই গুরুত্ব দিচ্ছি।' একথা বলে তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যান।'[২২৫]

যুহ্দ নিয়ে আরও কিছু কথা

[৪৮৪] আবি সুলাইমান রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'যার হৃদয়ে আখিরাতের চিন্তা থাকে, সে দুনিয়াকে উপেক্ষা করে চলতে পারে।'

[৪৮৫] আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন—

---

[২২৫] *তারিখে দিমাশক*: ৬/২৯৫।

'যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি বিমুখ থাকে, সে দুনিয়ার মালিক হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ামুখী হয়, সে দুনিয়া থেকে বঞ্চিত হয়।'

[৪৮৬] দুআইদ ইবনু নাফে রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'হজরত ইসা আলাইহিস সালাম বলেন, তোমরা জানো, দুনিয়া খুবই তুচ্ছ ও নগণ্য; অপর দিকে আখিরাত অত্যন্ত মহান ও অনন্ত। কিন্তু এরপরও তোমরা দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকো। আখিরাতকে উপেক্ষা করে চলো। মনে রাখবে, একসময় এই দুনিয়াই তোমাদেরকে মৃত্যুর ঘাঁটিতে পৌঁছে দেবে।'

[৪৮৭] ইউসুফ ইবনু আসবাত রহিমাহুল্লাহু বলেন—

যুর'আ রহিমাহুল্লাহু আমাকে বলেছেন, যে দুনিয়াকে যত বেশি অবজ্ঞা করতে পারবে, সে ততবেশি আখিরাতমুখী হতে পারবে। আমার অবাক লাগে যখন দেখি, তোমরা দুনিয়া ও আখিরাত এক সঙ্গে পেতে চাও। বিপরীতমুখী দুটি জিনস একত্রিত হওয়া কী করে সম্ভব?

ফিরে দেখা সোনালি অতীত

[৪৮৮] হাসান রহিমাহুল্লাহু বলেন—

প্রচণ্ড গরমের সময় একবার হজরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু পাতলা একটি চাদর মাথায় দিয়ে ঘর থেকে বের হন। ঘটনাক্রমে তাঁর পাশ দিয়ে তখন গাধায় চড়ে একজন গোলাম যাচ্ছিল। তিনি গোলামকে ডেকে বলেন, 'বৎস, আমাকে তোমার গাধায় করে কিছু দূর নিয়ে যাবে? রোদে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।' গোলাম তখন গাধার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে বলল, 'একি বলছেন, আমিরুল মুমিনিন! আপনি একাই গাধার পিঠে আরোহণ করুন এবং গন্তব্যে চলে যান।' উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, 'না, আমি একা আরোহণ করব না। তুমি গাধার সামনে বসো। আমি পেছনে বসছি। কারণ, আমি সামনেই নেমে পড়ব। একথা বলে তিনি গাধার পেছনে চড়ে বসেন। মদিনার লোকেরা অবাক-বিস্ময়ে এই দৃশ্য দেখতে থাকে।'

যুহ্দ দেহ-মনে আনন্দ বয়ে আনে

[৪৮৯] ফুদাইল ইবনু ইয়াজ রহিমাহুল্লাহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا يُرِيحُ الْقَلْبَ وَالْبَدَنَ، وَالرَّغْبَةُ فِي الدُّنْيَا تُكْثِرُ الْهَمَّ وَالْحَزَنَ .

'দুনিয়াবিমুখতা দেহ-মনে প্রশান্তি বয়ে আনে। আর দুনিয়াবিমুখতা দুঃখ ও দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করে।'[২২৬]

দুনিয়াবিমুখতা কল্যাণের চাবি

[৪৯০] ফুদাইল ইবনু ইয়াজ রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'সমস্ত অকল্যাণের উৎস হলো দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা। আর সমস্ত কল্যাণের চাবি হলো দুনিয়াবিমুখতা।'

মুমিনের অন্তর দাঁড়িপাল্লার মতো

[৪৯১] আওন ইবনু আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'মুমিনের অন্তর দুনিয়া এবং আখিরাতের ব্যাপারে দাড়িপাল্লার মতো। এক পাল্লা যত উপরে ওঠে; অপর পাল্লা তত নিচে নামে।[২২৭]

দুনিয়াদার ওপারে চিন্তিত থাকবে

[৪৯২] আবু মুআবিয়া রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'যে ব্যক্তি দুনিয়াকে তার সর্বোচ্চ লক্ষ্য বানাবে, আখিরাতে দুশ্চিন্তা তাকে ঘিরে ধরবে।'

দুনিয়ার ভালোবাসায় সবাই আবদ্ধ

[৪৯৩] মালেক ইবনু দিনার রহিমাহুল্লাহু দুনিয়ার ব্যাপারে আফসোস করে বলেন—

'অঘোষিতভাবে আমরা সবাই দুনিয়ার প্রেমে মজে আছি। তাই কেউ কাউকে ভালো কাজের আদেশ করছি না এবং মন্দকাজ থেকে নিষেধ করছি না। আল্লাহ আমাদের এই অপরাধ ক্ষমা করবেন না'[২২৮]

---

[২২৬] *কানযুল উম্মাল*: ৬০৬০। হাদিস, মুরসাল।
[২২৭] *সাফওয়াতুস সাফওয়াহ*: ৩/১০১।
[২২৮] *তারিখে দিমাশক*: ২৪/৩৭।

দুনিয়াবিমুখতা থাকলে মানুষ নিশ্চিন্ত হতে পারে না

[৪৯৪] উসমান ইবনু উমারা রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'দুনিয়াবিমুখতা কখনো মানুষকে স্থির ও নিশ্চিন্ত হতে দেয় না।'

দুনিয়ার ব্যাপারে সালাফদের অভিব্যক্তি

[৪৯৫] আবদুল্লাহ ইবনু আবদুল আজিজ রহিমাহুল্লাহু মৃত্যুর সময় বলেন—

'নিয়ামতের শুকরিয়াস্বরূপ বলছি, আমি এখন মাত্র সাত দিরহামের মালিক। নিজ হাতে কাঠ কেটে আমি এই দিরহামগুলো অর্জন করেছি। মন থেকেই আমি বলছি, দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ আমার পায়ে এসে আছড়ে পড়লেও আমি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করব না। বরং সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে বা সরিয়ে নেব।'[২২৯]

দুনিয়া ও আখিরাতের উদাহরণ

[৪৯৬] উমারি রহিমাহুল্লাহু বলেন, 'দুনিয়া ও আখিরাত মূলত পাশাপাশি রাখা দুটি পাত্রের ন্যায়। যেটা কাত করবে, সেটা থেকেই পানি পড়তে শুরু করবে।'[২৩০]

[৪৯৭] সালেহ ইবনু আবদুল কারিম রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'মানুষের হৃদয় শূন্য পাত্রের মতো। পাত্র পূর্ণ হয়ে গেলে যেমন তাতে কিছু রাখা যায় না; তেমনি দুনিয়ার ভালোবাসায় হৃদয় পূর্ণ হয়ে গেলে, আখিরাতের ভয় ও উপদেশও তাতে প্রবেশ করতে পারে না।'

দুনিয়ার চিন্তা আখিরাতকে ভুলিয়ে দেয়

[৪৯৮] আবু হাযেম রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'দুনিয়ার সামান্য চিন্তাও অনেক সময় আখিরাতের কথা ভুলিয়ে দেয়।'

দুনিয়া চাইলে, দুশ্চিন্তা দেওয়া হয়

[৪৯৯] ফুদাইল ইবনু ইয়াজ রহিমাহুল্লাহু বলেন—

---

[২২৯] *সাফওয়াতুস সাফওয়াহ* : ২/১৮৩।
[২৩০] *হিলয়িয়াহ* : ৮/২৮৩।

'যাকে দুনিয়ার যেটুকু সুখ ও সম্পদ দেওয়া হয়, তার আখিরাতের ততটুকু সুখ ও সম্পদ কেটে রাখা হয়। সেই সাথে দুনিয়ার সুখ ও সম্পদ পরিমাণ দুশ্চিন্তাও ঢেলে দেওয়া হয়। এখন তোমার ইচ্ছে, তুমি চাইলে দুনিয়া বেশিও কামাতে পারো, আবার কমও কামাতে পারো। আল্লাহর শপথ! দুনিয়ায় তুমি যা অর্জন করছ, সেটা তোমার আখিরাতেরই একটি অংশ।'

দুনিয়া আল্লাহর থেকে দূরে সরার কারণ

[৫০০] ফুদাইল ইবনু ইয়াজ রহিমাহুল্লাহু বর্ণনা করেন, মহান আল্লাহ মুসা আলাইহিস সালামকে উদ্দেশ্য করে বলেন—

أَيَحْزُنُ عَبْدِي الْمُؤْمِنُ أَنْ أَزْوِيَ عَنْهُ الدُّنْيَا وَهُوَ أَقْرَبُ لَهُ مِنِّي؟ وَيَفْرَحُ أَنْ أَبْسُطَ لَهُ الدُّنْيَا وَهُوَ أَبْعَدُ لَهُ مِنِّي؟

'আমি কোনো মুমিন বান্দাকে দুনিয়ার প্রাচুর্য থেকে বঞ্চিত করলে, সে কি দুঃখবোধ করে? আরে এটা তো আমার নৈকট্য লাভের সবচেয়ে বড় মাধ্যম! কিংবা আমি কোনো মুমিন বান্দাকে দুনিয়ার প্রাচুর্য দান করলে, সে কি আনন্দিত হয়? আরে এটা তো আমার থেকে দূরে সরে যাওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ!'[২৩১]

[৫০১] ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন—

'কারও পার্থিব সম্পদ ও সম্মান বৃদ্ধি পেলে, মহান আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা ও গুরুত্ব হ্রাস পায়।'[২৩২]

[৫০২] ফুদাইল রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'যারা দুনিয়ার কদর্যতা যত বেশি বর্ণনা করে, তারাই তত বেশি ভোগ করে। যারা দুনিয়াকে যত বেশি তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, তারাই ততবেশি দুনিয়ার প্রতি লালায়িত থাকে।' [২৩৩]

[৫০৩] ফাজল রহিমাহুল্লাহু বলেন—

---

[২৩১] *হিলইয়াতুল আওলিয়া*: ৮/১০১।

[২৩২] *হিলইয়াতুল আওলিয়া*: ৮/৮৮।

[২৩৩] এই কথাগুলো তিনি আফসোসের সাথে বলছিলেন। বেশি মানুষ দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকেই পড়ে। তবে সব যুগেই আল্লাহ তাআলার কোনো না কোনো যাহিদ বান্দা ছিল।

'যুহুদ অর্থ হলো, মানুষের প্রসংশায় প্রবঞ্চিত এবং অবজ্ঞায় বিচলিত না-হওয়া।'

দুনিয়াকে তুচ্ছ মনে করো

[৫০৪] হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'তোমরা দুনিয়াকে তুচ্ছ মনে করো। কারণ, আমি শপথ করে বলতে পারি, দুনিয়া কেবল তার কাছেই ধরা দেয়, যে দুনিয়াকে তুচ্ছে মনে করে।'[২৩৪]

আল্লাহ কল্যাণ চাইলে দুনিয়া কম করে দেন

[৫০৫] হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দার কল্যাণ চাইলে, তাকে প্রথমে সামান্য পরিমাণ রিজিক দান করেন। সেটা শেষ হয়ে গেলে, আরেকটু দান করেন। এভাবে একটু একটু করে দান করতে থাকেন। একপর্যায়ে যখন সে অল্প রিজিকে অভ্যস্থ হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তাকে প্রাচুর্য দান করেন। ফলে সে দুনিয়ায়ও সুখী হয়; আখিরাতেও সুখী হয়।[২৩৫]

বুহাইম রহিমাহুল্লাহর ভয়

[৫০৬] বুহাইম রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'আমি সব সময় এই ভয়ে থাকি যে, দুনিয়া আমার ওপর ভেঙে পড়বে; আর আমি দুনিয়ার চাপায় পড়ে মারা যাব।'

টুকরো কথা

[৫০৭] মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়াহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, 'তোমাদের প্রকৃত মূল্য হলো 'জান্নাত'। সুতরাং তোমরা সাধারণ কোনো জিনিসের বিনিময়ে নিজেদের বিক্রি করে দিয়ো না। অর্থাৎ, তোমরা নিজেদেরকে আখিরাতের জন্য প্রস্তুত করো; দুনিয়ার বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়ো না।'[২৩৬]

[৫০৮] মুহাম্মাদ ইবনু ওমর আল কিমতি রহিমাহুল্লাহু বলেন, হজরত ইসা আলাইহিস সালামের বাণী সমগ্রে রয়েছে—

---

[২৩৪] *নিহায়াতুল আরব*: ৫/২৪৮।
[২৩৫] *হিলয়িয়া*: ৩/২৩৪।
[২৩৬] *সাফওয়াতুস সাফওয়াহ*: ৩/১৭৬।

‘প্রকৃত যাহিদের বৈশিষ্ট্য হলো, বন্ধু ও দুনিয়া ত্যাগ করা।’

[৫০৯] মুহাম্মাদ ইবনু সুকা রহিমাহুল্লাহু বলেন—

‘কিয়ামত দিবসে যদি কেবল দুটি কারণেও আমাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়, তবুও আমরা সবাই শাস্তির মুখোমুখী হব। সে কারণ দুটি হচ্ছে—

এক. দ্বীনি সাফল্যের তুলনায় দুনিয়াবি সাফল্যে বেশি আনন্দিত হওয়া।

দুই. দুনিয়াবি ক্ষতিতে দ্বীনি ক্ষতির চেয়ে বেশি পেরেশান হওয়া।[২৩৭]

দুনিয়া আল্লাহর চোখে তুচ্ছ

[৫১০] মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদির রহিমাহুল্লাহু বলেন—

‘মনে করুন, এক ব্যক্তি সারাজীবন নিয়মিত সিয়াম রেখেছে। সারা রাত নফল সালাত আদায় করেছে। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। ধনসম্পদ দান করেছে। হারাম থেকে দূরে থেকেছে। কিন্তু মৃত্যুর পর দেখা গেল, এই বলে তার জান্নাতে যাওয়ার পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর দৃষ্টিতে যে জিনিস নিকৃষ্ট ছিল, সেই জিনিসটিই তার কাছে অত্যধিক প্রিয় ছিল। আর যে জিনিস আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিল, সেই জিনিসটিই তার দৃষ্টিতে নিতান্ত তুচ্ছ ছিল! তখন ওই লোকটির অবস্থা কেমন হবে? তার ওপর কেমন দমকা হাওয়া বয়ে যাবে?

এবার তোমরা প্রত্যেকে নিজেকে ওই ব্যক্তির জায়গায় রেখে চিন্তা করো। এরপর বুকে হাত রেখে বলো, দুনিয়ার তুলনায় আমার কাছে আখিরাত অধিক প্রিয়! জানি তোমরা কেউ একথা বলার সাহস করবে না। অথচ তোমরা জানো, আল্লাহর কাছে দুনিয়া নিকৃষ্ট; আখিরাত প্রিয়।[২৩৮]

দুনিয়ার ভালোবাসা অন্তরে থাকলে দ্বীনের ভালোবাসা চলে যায়

[৫১১] ফুদাইল রহিমাহুল্লাহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِذَا عَظَّمَتْ أُمَّتِي الدُّنْيَا نُزِعَ مِنْهَا هَيْبَةُ الْإِسْلَامِ، وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ حُرِمَتْ بَرَكَةُ الْوَحْيِ.

---

[২৩৭] *সাফওয়াতুস সাফওয়াহ*: ৩/১১৭।

[২৩৮] *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন*: ৩/২২৪।

'আমার উম্মত যখন দুনিয়াকে অনেক বড় মনে করবে, তখন তাদের হৃদয় থেকে ইসলামের সম্মান ও বড়ত্ব চলে যাবে। আর যখন তারা সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ ছেড়ে দেবে, তখন তাদের জীবন থেকে ওহির বরকত হারিয়ে যাবে।'[২৩৯]

[৫১২] ফুদাইল ইবনু ইয়াজ রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'বান্দা ঠিক ততটুকু পরিমাণ আল্লাহকে ভয় করে, যতটুকু পরিমাণ সে আল্লাহর সম্পর্কে জানে এবং বুঝে। অনুরূপ বান্দা দুনিয়াতে ঠিক ততটুকু পরিমাণ যুহুদ অবলম্বন করে, যতটুকু আখিরাতের প্রতি তার আকর্ষণ থাকে।'

দুনিয়ার প্রতি মানুষের মোহ

[৫১৩] সাহাবি আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—'দুনিয়ার প্রতি মানুষের মোহ ও মহব্বত চির নবীন থাকে। মানুষ বয়সের ভারে নুয়ে পড়লেও এই মোহ ও মহব্বতে ভাটা পড়ে না। তবে আল্লাহ যাদেরকে আখিরাতের জন্য বিশেষভাবে মনোনীত করেছেন; তারা এর ব্যতিক্রম। অবশ্য এরা সংখ্যায় খুবই কম।'[২৪০]

দুনিয়া ও আখিরাত—দুটোই কঠিন

[৫১৪] আবু হাযেম রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'দুনিয়া ও আখিরাত—দুটোই কঠিন। আখিরাত কঠিন হওয়ার কারণ হলো, আখিরাতের কাজ করতে গেলে তুমি কাউকেই তোমার পাশে পাবে না। আখিরাতের কাজ তোমাকে একাই করতে হবে। আর দুনিয়া কঠিন হওয়ার কারণ হলো, তুমি দুনিয়ার যে-পথ ধরেই হাঁটবে, দেখবে, পাপাচারীদের পদচারণায় সে পথ পঙ্কিল হয়ে আছে।'[২৪১]

দুনিয়ার ব্যাপারে সাহাবিদের দোয়া

[৫১৫] হজরত আলি ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রায়শই এই দোয়াটি করতেন—

---

[২৩৯] *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন*: ১/২৮৫। হাদিস, মুরসাল।
[২৪০] *হিলইয়াতুল আউলিয়া*: ১/২২৩
[২৪১] *হিলিয়া*: ২/২৩৮।

اللّٰهُمَّ إِنَّكَ جَعَلْتَ الدُّنْيَا فِتْنَةً وَنَكَالًا، فَاجْعَلْ حَظِّي مِنْ جَمِيعِهَا، وَنَصِيبِي مِنْ قَسْمِهَا، وَشَرَفِي مِنْ سُلْطَانِهَا سُلُوًّا عَنْهَا، وَعَمَلًا بِمَا تَرْضَى بِهِ عَنِّي.

'হে আল্লাহ, আপনি তো দুনিয়াকে শিক্ষা ও পরীক্ষার স্থান বানিয়েছেন। আমি আপনার কাছে হাতজোড় করে আবেদন করছি, আপনি আমার হৃদয় থেকে দুনিয়ার খ্যাতি ও সম্পদ-লিপ্সা বিদূরীত করুন। সেই সঙ্গে আমাকে আপনার পছন্দনীয় আমল করার তাওফিক দান করুন।'

দুনিয়া নাও অর্জিত হতে পারে

[৫১৬] আবু উমার আল আযদি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'জনৈক ব্যক্তি তার দুনিয়াদার ভাইকে উপদেশ দিয়ে বলেন, ভাই আমার! আপনি যেমন দুনিয়াকে তালাশ করছেন; তেমনি মৃত্যুও আপনাকে তালাশ করছে। মনে রাখবেন, আপনি যাকে তালাশ করছেন, সে আপনার কাছে নাও ধরা দিতে পারে। কিন্তু আপনাকে যে তালাশ করছে, সে কিন্তু যথা সময়েই ঠিকই আপনার কাছে পৌঁছে যাবে!'

এই দুনিয়া সাপের মতো

[৫১৭] আবু উমার আল আযদি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'আরবের এক পিতা তার পুত্রকে উপদেশ দিয়ে বলেন, বৎস! মনে রাখবে, কেউ দুনিয়ার পেছনে ছুটলে, দুনিয়াও তার পেছনে ছুটে। কখনো কি সাপ দেখেছ? সাপের পিছু নিলে, সাপ সুযোগ পেলেই তাকে দংশন করে! দুনিয়াও ঠিক তেমনি; দুনিয়ার পিছু নিলে, সে সুযোগ পেলেই তোমাকে ধ্বংস করবে। তোমার বিপর্যয় ডেকে আনবে। তাই দুনিয়া নামক বিষধর সাপ থেকে সব সময় দূরে থাকবে।'

আখিরাতের ব্যাপারে আমরা উদাসীন

[৫১৮] ইবনু সাম্মাক রহিমাহুল্লাহু একবার খলিফা হারুনুর রশিদের কাছে গেলে হারুনুর রশিদ তাকে সংক্ষিপ্তাকারে কিছু নসিহত করার আবেদন করেন। তখন ইবনু সাম্মাক রহিমাহুল্লাহু বলেন, 'মাননীয় খলিফা, পরিতাপের বিষয় এই যে, আমরা অনন্ত ও অনিবার্য আখিরাতকে উপেক্ষা করে মিছে ও নশ্বর দুনিয়ার পেছনে ছুটছি!'

[৫১৯] আবু মাসউদ রহিমাহুল্লাহু বলেন, ইবনু সাম্মাক রহিমাহুল্লাহু বলেছেন—

'দুনিয়া এমনিতেই অতি সামান্য। উপরন্তু সৃষ্টির পর থেকে আজ পর্যন্ত তার অনেকটাই শেষ হয়ে গেছে। এখন যেটুকু বাকি আছে, সেটুকুও কয়েকশ কোটি মানুষের ভাগে ও ভোগে। এত মানুষের ভিড়ে তুমি যেটুকু পাবে, সেটুকু একেবারেই নগণ্য। এটুকু দিয়ে তুমি দুনিয়ার অস্থায়ী জীবন পার করতে পারলেও আখিরাতের স্থায়ী জীবন পার করতে পারবে না। কাজেই দুনিয়ার তুচ্ছ বস্তু গ্রহণ না-করে আখিরাতের পুঁজি সংগ্রহ করো। এতে মহান রবের নিকট সান্নিধ্য পাবে। পরকালে নির্বিঘ্ন জীবনযাপন করতে পারবে।

দুনিয়া খুবই স্বল্প

[৫২০] ইবনু সাম্মাক রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'দুনিয়ার প্রকৃতির মধ্যেই ক্ষতি ও স্বল্পতার উপাদান নিহিত আছে। সুতরাং তুমি নিজেকে এই সুপ্ত ক্ষতি থেকে দূরে রাখো। আখিরাতের দিকে ধাপিত হও।'

যেভাবে দুনিয়াবিমুখ হবে

[৫২১] সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'তুমি যদি আখিরাতকে প্রাধান্য দিয়ে দুনিয়া ত্যাগ করতে না-পারো, তাহলে এই ভেবে ত্যাগ করো যে, দুনিয়া একটি কারাগার। এখানে মানুষ যাচ্ছে তাই করতে পারে না।'

[৫২২] সুফিয়ান রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'যদি তুমি দুনিয়ার প্রতি তোমার ভালোবাসার পরিমাণ জানতে চাও, তাহলে দেখো, তোমার কাছে কী পরিমাণ সম্পদ জমা আছে?'

[৫২৩] ফারকাদ আস সাবখি রহিমাহুল্লাহু বলেন, 'দুনিয়া তোমাদেরকে প্রতারণা ও বিলাসিতায় ডুবিয়ে রেখেছে। আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমরা যদি স্বেচ্ছায় এবং স্বজ্ঞানে দুনিয়া ত্যাগ না-করো, তবে বাধ্য ও অপদস্থ হয়ে তোমাদের দুনিয়া ত্যাগ করতে হবে। কাজেই এখনই সতর্ক হয়ে যাও। স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে প্রশংসিত হও। বাধ্য হয়ে অপদস্থ হয়ো না।'

[৫২৪] ইবরাহিম ইবনু আদহাম রহিমাহুল্লাহু বলেন, জ্ঞানীরা এই ভেবে দুনিয়া ত্যাগ করেন যে, দুনিয়া গ্রহণ করলে তারা অজ্ঞ ও মূর্খদের কাতারে নেমে যাবেন।'

দুনিয়াত্যাগী হয়ে যাও

[৫২৫] আবু আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, ইসা আলাইহিস সালাম তাঁর সহচরদেরকে বলেছেন—

يَا مَعْشَرَ الْحَوَارِيِّينَ، ازْهَدُوا فِي الدُّنْيَا تَمْشُوا فِيهَا بِلَا هَمٍّ .

'প্রিয় সহচরবৃন্দ, তোমরা দুনিয়া ত্যাগ করো; পৃথিবীতে নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াতে পারবে।'

দুনিয়া শূকরের মতো

[৫২৬] ইয়াযিদ ইবনু মাইসারা রহিমাহুল্লাহু বলেন—

আমার শাইখগণ দুনিয়াকে 'শূকর' নামে আখ্যায়িত করেছেন। তারা শূকরের চেয়ে নিকৃষ্ট কোনো নাম পেলে, সে নামেই দুনিয়ার নামকরণ করতেন। উপরন্তু দুনিয়া তাদের পদতলে এসে পড়লে, তারা এই বলে ত্যাগ করতেন যে, 'ইতর শূকরের কাছে অভিজাত মানুষের কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে না।'

দুনিয়া সম্পর্কে নবিজির ভাষ্য

[৫২৭] আমর ইবনু আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার জিযিয়া উসুলের জন্য আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বাহরাইন প্রেরণ করেন। তিনি বিপুল পরিমাণ জিযিয়া নিয়ে মদিনায় ফিরে আসেন। এ সংবাদ পেয়ে আনসারগণ মসজিদে এসে ফজরের সালাত আদায় করেন। সালাত শেষে নবিজির কাছাকাছি এসে বসেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দিকে মুচকি হেসে বলেন—

أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ؟» قَالُوا: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «أَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، فَوَاللهِ مَا الْفَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا قَبْلَكُمْ، فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ .

'মনে হয়, তোমরা জানতে পেরেছ যে, আবু উবাইদা বাহরাইন থেকে কিছু মাল নিয়ে এসেছে।' তাঁরা বলেন, 'জি, হ্যাঁ, ইয়া রাসুলাল্লাহ!' তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তাহলে সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং যা তোমাদেরকে আনন্দিত করবে, তা আশা করো। আল্লাহর শপথ, আমি তোমাদের নিঃস্ব হওয়ার আশঙ্কা করি না। বরং আমি আশঙ্কা করি যে, তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তীদের প্রাচুর্য দেওয়া হবে এবং তোমরা তাদেরই মতো সম্পদ নিয়ে কাড়াকাড়ি করবে। পরিণতিতে তোমরাও একদিন তাদের মতো ধ্বংস হয়ে যাবে।'[২৪২]

জীবন যেভাবে সুখময় হয়

[৫২৮] যায়েদ ইবনু সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ الْآخِرَةَ جَمَعَ اللهُ لَهُ شَمْلَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ الدُّنْيَا فَرَّقَ اللهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ .

'যে ব্যক্তি আখিরাতকে লক্ষ্য বানায়, মহান আল্লাহ তাকে সবকিছুতে স্থিতি দান করেন। হৃদয়ে প্রাণ-প্রাচুর্য ঢেলে দেন। ফলে দুনিয়া তার পদতলে আছড়ে পড়ে। আর যে ব্যক্তি পার্থিব দুনিয়াকে লক্ষ্য বানায়, আল্লাহ তাকে সবকিছুতেই অস্থির চিত্ত করে দেন। তার কপালে দারিদ্রতার তিলক এঁকে দেন এবং তার জন্য দুনিয়ার প্রাপ্তি লিখে রেখেছেন, সেটুকুই কেবল তাকে দান করেন।'[২৪৩]

খুব-ই জরুরি হাদিস

[৫২৯] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

---

[২৪২] *ইবনুল মুবারক, যুহুদ* : ৫০২। সনদ সহিহ। *ইবনুল মুবারক, যুহুদ* : ৫০২। সনদ সহিহ। *যুহুদ, ইমাম বাইহাকি রহিমাহুল্লাহ* : ১৩৯।

[২৪৩] *আস সুনান ইবনু মাজাহ* : ৪২০৫। হাদিস, সনদ সহিহ।

مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ ضَارِيَانِ فِي غَنْمٍ تَفَرَّقَتْ، أَحَدُهُمَا فِي أَوَّلِهَا، وَالْآخَرُ فِي آخِرِهَا بِأَسْرَعَ فِيهَا فَسَادًا مِنِ امْرِئٍ فِي دِينِهِ يَبْتَغِي شَرَفَ الدُّنْيَا وَمَالَهَا.

'একটি বকরির ওপর দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে হামলে পড়া এবং তার সামনের ও পেছনের পা-জোড়া ছিঁড়ে ফেলা যতটা না ক্ষতিকর, সম্পদ ও খ্যাতির আশায় দ্বীন অর্জন করা মানুষের জন্য তার চেয়েও বেশি ক্ষতিকর।'[২৪৪]

[৫৩০] হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'যে ব্যক্তি দুনিয়া পেয়ে খুশি হয়, তার হৃদয় থেকে আখিরাতের চিন্তা দূর হয়ে যায়।'

কিয়ামতের দিন দুনিয়াদারের অবস্থা যেমন হবে

[৫৩১] সুলাইমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ভাই আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একটি পত্রে বলেন—

'প্রিয় ভাই, দুনিয়ায় এত বেশি সম্পদ উপার্জন করবেন না, যার শোকর আদায় করা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা আমি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি—

يُجَاءُ بِصَاحِبِ الدُّنْيَا الَّذِي قَدْ أَطَاعَ اللهَ فِيهَا وَمَالُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، كُلَّمَا تَكَفَّأَ بِهِ الصِّرَاطُ قَالَ لَهُ مَالُهُ: امْضِ، فَقَدْ أَدَّيْتَ فِيَّ حَقَّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيَّ، ثُمَّ يُجَاءُ بِصَاحِبِ الدُّنْيَا الَّذِي لَمْ يُطِعِ اللهَ فِيهَا، وَمَالُهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، كُلَّمَا تَكَفَّأَ بِهِ الصِّرَاطُ قَالَ لَهُ مَالُهُ: وَيْلَكَ أَلَا أَدَّيْتَ حَقَّ اللهِ فِيَّ، فَمَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَدْعُوَ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ.

'দুনিয়ায় যারা সম্পদ পেয়ে সম্পদের হক আদায় করে এবং যথাযথভাবে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, আখিরাতে তাদেরকে সম্পদ সমেত উপস্থিত করা হবে। পুলসিরাত পার হওয়ার সময় যখন ভয়ে তাদের পা ফসকে যাবার উপক্রম হবে, তখন সম্পদ তাদেরকে ডেকে বলবে, ভয় পেয়ো না।

[২৪৪] *মুসনাদু আবু ইয়ালা*: ১১/৩৩১। সনদ সহিহ।

নিরাপদে পার হয়ে যাও। কারণ, তোমরা দুনিয়ায় আমার যথাযথ হক আদায় করেছ।'

অপর দিকে দুনিয়ায় যারা সম্পদ পেয়ে সম্পদের হক আদায় করেনি এবং আল্লাহর রাস্তায় যথাযথভাবে ব্যয় করেনি, তাদেরকেও আখিরাতে সম্পদসহ উপস্থিত করা হবে। পুলসিরাত পার হওয়ার সময় যখন ভয়ে তাদের টলে যাবে, তখন সম্পদ তাদেরকে ধিক্কার দিয়ে বলবে, আজ তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য। কারণ, তোমরা আমার হক আদায় করোনি। আমাকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করোনি। দুনিয়াদার ধ্বংস হাওয়ার আগ পর্যন্ত সম্পদ এই দোয়া করতেই থাকবে।'[২৪৫]

দুনিয়া সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো

[৫৩২] সাইদ ইবনু আবদুল আজিজ রহিমাহুল্লাহু বলেন, ইসা আলাইহিস সালাম বলেছেন—

مَنْ ذَا الَّذِي يَبْنِي عَلَى مَوْجِ الْبَحْرِ دَارًا، تِلْكُمُ الدُّنْيَا فَلَا تَتَّخِذُوهَا قَرَارًا .

'সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালার ওপর যেমন গৃহ নির্মাণ সম্ভব নয়; তেমনি দুনিয়ায় চিরকাল বেঁচে থাকাও সম্ভব নয়। কাজেই দুনিয়াকে সর্বোচ্চ জ্ঞান করা কিংবা দুনিয়ার জন্য জীবন-যৌবন উৎসর্গ করা বিজ্ঞোচিত নয়।'[২৪৬]

সমাপ্ত

[২৪৫] মুসান্নাফ: ১১/৯৬।

[২৪৬] *যুহুদ : ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ* : ১১৮।

আমার ভাবনা

https://t.me/islaMic_fdf

'মুহাম্মদ পাবলিকেশন' থেকে প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য

গ্রন্থের তালিকা

ক্র. নং	বইয়ের নাম	লেখকের নাম
১	মুহাম্মদ আল-ফাতিহ	ড. আলি মুহাম্মদ সাল্লাবি
২	প্রবৃত্তির দাসত্ব	শাইখ মুহাম্মদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ
৩	জীবন গড়ার কথামালা	সালেহ আমহদ শামি
৪	জীবনের সফর	ড. মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফি
৫	উসমানি সাম্রাজ্যের ইতিহাস	ড. আলি মুহাম্মদ সাল্লাবি
৬	আমাদের সোনালি অতীত	ড. মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফি
৭	সুলতান সুলায়মান	কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
৮	সুলতান আবদুল হামিদ ২য়	ড. আলি মুহাম্মদ সাল্লাবি
৯	মুমিনের বিনোদন	শাইখ মুহাম্মদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ
১০	ফিলিস্তিন : বেঁচে থাকার লড়াই	ড. রাগিব সারজানি
১১	গল্পগুলো হৃদয়ছোঁয়া	ড. মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফি
১২	সালাফদের চোখে দুনিয়া	ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রহ.
১৩	যে প্রেম জুড়ায় প্রাণ	শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রহ.
১৪	শেষ বিকেলের রোদ্দুর	রৌদ্রময়ীরা

প্রকাশিতব্য গ্রন্থ

ক্র. নং	বইয়ের নাম	লেখকের নাম
১	সালাফদের চাওয়া-পাওয়া	ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রহ.
২	জনতার মাঝে আপনার আচরণ	ইমাম ইবনু আবিদ দুনইয়া রহ.
৩	ক্রুসেড : খ্রিষ্টানদের হিংস্র যুদ্ধের ইতিহাস	ড. রাগিব সারজানি

এই দুনিয়া মরিচীকার। দু-দিনের। দুনিয়া এক রঙিন স্বপ্নের নাম। ক্ষণস্থায়ী জীবনের নাম। দু-দিনের দুনিয়া নিয়ে মানুষ আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন দেখে। জীবনের স্বপ্ন পূরণে ছুটে চলে প্রান্তর থেকে প্রান্তর। তবুও স্বপ্ন পূরণ হয় না। ক্রমেই দুনিয়া নিয়ে হতাশা বাড়তে থাকে। কারণ দুনিয়া কখনো মানুষের সব স্বপ্ন পূরণ করে না। একদিন জীবনের সুতোয় টান পড়ে, জীবন বাতি নিভে যাওয়ার উপক্রম হয়, ওপারে পাড়ি জমানোর সময় চলে আসে। মৃত্যুর বিছানাতে এই ধূসর দুনিয়া নিয়ে আফসোস হয়। কিন্তু সেদিনের শত আফসোস কোনো কাজে আসে না।

দুনিয়া হলো পরজনমের পাথেয় অর্জনের একমাত্র স্থান। এখান থেকেই পরকালের পাথেয় জোগাতে হবে। দুনিয়ার যশ-খ্যাতি, সাফল্য-ব্যর্থতার হিসাব কষতেই কেটে যায় আমাদের দিন-রাত্রিগুলো। দিকভোলা হয়ে এই দুনিয়াতে আমরা হেঁটে চলছি। দুনিয়ার রূপ-রস, গন্ধে আমরা ভুলে যাই পরজনমের পাথেয় সংগ্রহ করার কথা। ধূসর দুনিয়ার মোহের হাতছানিতে আমরা ভুলে যাই রবকে। আখিরাতকে।

দুনিয়া কী? দুনিয়ার সাথে আমাদের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত? এখানে মানুষ কেন আসে? আবার কেনই-বা ক'দিন পরে চলে যায়? আমাদের রব, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম এবং সালাফগণ দুনিয়াকে কোন চোখে দেখতেন। তারা দুনিয়ার মোহ থেকে বেঁচে থেকে কীভাবে যুহুদ অবলম্বন করতেন এই বিষয়টি নিয়েই তৃতীয় হিজরি শতকের মহান একজন প্রসিদ্ধ সালাফ ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রহিমাহুল্লাহু রচনা করেছেন কিতাবুয যুহুদ নামক একটি পুস্তিকা। তারই অনূদিত রূপ—সালাফদের চোখে দুনিয়া।

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

ISBN
9 789843 466037